প্রকাশক :
এস বোস
১৮/এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
জহর দাস

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার মেটা
কে এস মুদ্রন
৩৮, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

যাত্রার শ্রেষ্ঠ নাটক

রাজেন্দ্রকুমার দে'র —সতী করুণাময়ী, পরাজিত মেঘনাদ।

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—মেহেরুন্নেসা, তাজমহল, বর্ণ-পরিচয়, চিড়িয়াখানা, বিবি আনন্দময়ী, পাগলা গারদ, অচল পয়সা, অশ্রু দিয়ে লেখা, মীনা বাজার, রাজবন্দী, বাদশা আলমগীর, নিহত গোলাপ, নাচমহল, যাযাবরী, চুয়া-চন্দন, নাঙ্গা তলোয়ার

ব্রজেন দেবনাথের—বিদুষী ভার্য্যা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, গলি থেকে রাজপথ, কোন এক গাঁয়ের বধূ, কন্যাদায়, বাঈজীর ছেলে, বিধিলিপি, শশীবাবুর সংসার, একমুঠো অন্ন চাই।

কমলেশ ব্যানার্জীর—শাঁখা দিওনা ভেঙে, অভিশপ্ত ফুলশয্যা, স্বামী-পুত্র-সংসার, তরণীসেন বধ, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও, চন্দনা, হাসির হাটে কান্না, কূলভাঙা ঢেউ, সমাজ, মাতাল, বিশ্বাসঘাতক, সংসার সীমান্তে, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, ভুল সবই ভুল, সংজ্ঞা, হারানো সুর, নবহুত।

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের—নীল আকাশের নীচে, সূর্য্য আলো দাও, নরনারায়ণ, নেভাও আগুন, রামায়ণের আগে, রক্তমাখা প্রভাত, লক্ষহীরা, রক্তরাগ, নবাব ফিরোজশাহ।

সুনীল চৌধুরীর—পৃথিবীর পাঠশালা, তালপাতার সেপাই, সতী চিত্রাঙ্গদা, কৃষ্ণদাসী পদ্মা, সাপুড়ে মেয়ে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর—সিঁদুর পরিয়ে দাও, রোদনভরা বসন্ত, শেষ উত্তর, সূর্য্যমুখীর সংসার, ডাক্তার, জীবন মরণ, তটিনীর বিচার, পতিতার সংসার, বেদনার বালুচরে, মরমী বধূ, পিতা হলো ভৃত্য, শিউলি ঝরা-রাত।

নির্মল মুখার্জীর—মা যদি মন্দ হয়, সোনাডাঙার বৌ, জুয়াড়ী।

নারায়ণ চন্দ্র দত্তের—আপনজন, রাঙা বৌদি, বাসরে বিধবা বধূ।

সত্যপ্রকাশ দত্তের—বধূ কেন কাঁদে, কাঁচ কাটা হীরে, অভিশপ্ত ছিয়াত্তর, তৃষ্ণা, ধর্ষিতা, দেবী।

স্বপন চট্টোপাধ্যায়ের—শ্মশানে হলো ফুলশয্যা, অচল পয়সা, অভাগীর কান্না, ময়লা কাগজ, শ্মশানের ঘুম নেই, আমি অসতী নই, নীলকুঠির কান্না, মন্দিরে আজান, কালো সিঁদুর।

বীর সেনের—যুগের ধারাপাত।

ধর্ম লস্করের—সীতারাবাঈ, বাবা তারকনাথ, শূন্য বাসরে বধূ।

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের—ঘুমন্ত পৃথিবী, ভোরের মিছিল।

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের—রূপসী গঙ্গা।

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—নবাব সিরাজদ্দৌলা।

শান্তিপদ সিংহের—বাংলার দুশমন, শবরীর সংসার, ডাইনী বধূ, সন্ন্যাসী রাজা।

শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর—রাজা লক্ষ্মণসেন।

বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থের—সোনা গাঁয়ের সোনা মেয়ে, বিদ্রোহী সুলতান।

জিতেন্দ্রনাথ বসাকের—পুষ্পচন্দন, দীপ আজিও জ্বলে।

সনৎ তরফদারের—সমাজ কথা কও, বাতাসী, মতি মজনু।

শিবাজী রায়ের—জীবন নিয়ে খেলা, শেষ সেলাম।

বিশ্বনাথ হালদারের—সতী সুলতানা, ফেরারী বান্দা।

গৌরচন্দ্র ভড়ের—মেঘে ঢাকা সূর্য্য, রাজা কে, দুষমনের দুনিয়া, আলোর পিপাসা, শাহাজাদা।

গৌরচন্দ্র ভড় রচিত

ইতিহাসের এক কান্না-ঝরা কাহিনীর

রোমাঞ্চকর রুদ্ধশ্বাস নাটক

রাজা কে ?

বা

মেঘে ঢাকা সূর্য্য

ব্যর্থ প্রেমের ভীষণ ভয়াল প্রতিহিংসা

লোভ ও লালসার কুটিল চক্রান্ত

পাপ ও অন্যায়ের বীভৎস ছবি

সর্ব্বহারার আর্ত্তহাহাকার

সর্ব্বগ্রাসীর পৈশাচিক অট্টহাসি—

রাঙামাটির রাজসিংহাসনে যুবরাজ অনন্ত মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক। পিতার আদেশে যুবরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশন করতে যাচ্ছেন—ঠিক সেই সময়ে কণ্ঠে হিংসার তীব্র বিষ, বক্ষে ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ—চক্ষে জ্বালাময়ী প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে ঝড়ের মত ছুটে এলো প্রেম-উপেক্ষিতা বঞ্চনা। নরহত্যা ও নারীধর্ম্ম হরণের অপরাধে অনন্তের হল নির্ব্বাসন। থেমে গেল আনন্দ উৎসব। প্রজার চোখের জলে সিক্ত হল রাঙামাটির পথ। শয়তান অনাদি মাণিক্যের অট্টহাসিতে চমকে উঠল দেশজয়ী বীর সেনাপতি গোপীপ্রসাদ। প্রিয়তমা মিনতির হাত ধরে অনন্ত চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে দূরে—বহুদূরে।

তা র প র ?

নির্ব্বাসিতের অশ্রুধারায় জন্ম নিল—দুর্জ্জয় বীর নক্ষত্র আলি। জনগণের মনে নব চেতনা জাগাল চেতন পাগলা। নির্য্যাতীতা জননী মমতার কাতর ডাকে জেগে উঠল ঘুমন্ত মানুষ। ছিন্ন হল চক্রান্তের জাল—দূরে হল ষড়যন্ত্রের মেঘ—প্রকাশ হ'ল নতুন সূর্য্য।

যাত্রা দলের অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

চেঙ্গীজ্ খাঁ

নট ও নাট্যকার শ্রীশান্তি চক্রবর্ত্তী রচিত নবযুগ নাট্য সংসদ কর্ত্তৃক অভিনীত ইতিহাসের এক লোমহর্ষণ ও বিভীষিকাময় অধ্যায় এই নাটক। পৃথিবীর আতঙ্ক চেঙ্গীজ্! রক্ত লোলুপ চেঙ্গীজ্—দিকে দিকে সৃষ্টি ক'রেছে আর্ত্তের হাহাকার! বর্ব্বর চেঙ্গীজ্ উল্লাসে বসিয়ে দেয় নরনারীর বুকে তার শাণিত ছুরিকা! লুণ্ঠন করে নারীর সম্ভ্রম! চেঙ্গীজের খোবসান জয়! আকিয়াব বিজয় নিয়ে আসে রক্তের প্লাবন। আগুনের তাণ্ডব! এরই প্রতিকারে চেঙ্গীজ পুত্র কুবলাই কর্ত্তৃক পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। এদিকে সমরখন্দের মর্য্যাদা রক্ষায় রাজা বিক্রমদেবের স্বহস্তে পুত্রহত্যা! যুবরাজ সমরেন্দ্রর ভ্রাতৃহত্যা। কিন্তু চেঙ্গীজের পাশবিকতা কি এখানেই শেষ? না— বেড়েছিল তার খুনের নেশা। এই নাটকের পরিসমাপ্তি কোথায়? মধুর মিলনে? না—বীভৎস হত্যায়!!! মূল্য ১০'০০ টাকা

ডাইনী বধূ

শক্তিপদ সিংহ রচিত—মধুবী অপেরায় অভিনীত রোমাঞ্চকর রহস্য ঘন মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক "ডাইনী বধূ"।

—ডাইনী। ডাইনী। ডাইনী বধূকে এই মুহূর্তে বাড়ী থেকে দূর করে দাও।

—না। চীৎকার করে ওঠে দেবতোষ। ক্রুর হাসি হেসে ওঠে জগৎ বিশ্বাস, আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে শ্রীমতী শ্বশুরের পায়ে।

—আমায় তাড়িয়ে দেবেন না বাবা, কুকুর বিড়াল মনে করে এবাড়ীতে একটু আশ্রয় দিন!

—না। জীতেন্দ্র রায়ের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বরে অন্ধকার হয়ে যায় পৃথিবী। অন্ধকারে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ায় শ্রীমতী। আলোর সন্ধান করে দেবতোষ। আলো কি জ্বলবে না কোনদিন? শ্রীমতী কি পাবে না গৃহলক্ষ্মীর স্বীকৃতি? মনোতোষের ভ্রাতৃপ্রেম, ডাঃ মহলানোবিশের মহত্ব কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? জগৎ বিশ্বাস আর কামনা কি পাপের শাস্তি পাবে না? কালের চক্র কি উল্টোদিকে ঘুরবে না? নব-প্রভাতের নতুন আলোকে চেনা যাবে নাকি কে ওই রায়বাড়ীর "ডাইনী বধূ"

উৎসর্গ

আমার মাতৃদ্রোহী বা সন্ধিপূজা নাট্য-জবাটি
বিশ্বমাতার পূজায় উৎসর্গীকৃত হইল।

ইতি—
গ্রন্থকার

সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত সামাজিক নাটক

চাঁপাডাঙ্গার বৌ

ভারতী অপেরায় অভিনীত

প্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত

রক্তপলাশ

ঐতিহাসিক নাটক

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

পাষাণের মেয়ে

পৌরাণিক নাটক

কানাইলাল নাথ রচিত

ঝড়ের পরে

ঐতিহাসিক নাটক

স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত

বৈপ্লবিক নাটক

ভূমিকা

মাতৃদ্রোহী বা সন্ধিপূজা নাটকটি দেবীপুরাণোক্ত কাহিনী লইয়া রচিত। এই নাটকে একদিকে যেমন ভক্ত ও ভক্তির দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সাংসারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত।

প্রথমে নাথ কোম্পানীর জন্য এই নাটক রচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে অভিনয় না হওয়ায় 'মাতৃদ্রোহী' নামে নিউ ভোলানাথ অপেরায় বন্ধুবর বিজয় মিত্রের পরিচালনায় অভিনীত হয় এবং যাত্রামোদীদের নিকট প্রশংসা লাভ করে।

পরে ওই দল বন্ধ হইয়া গেলে জনতা অপেরা 'সন্ধিপূজা' নামে অভিনয় করেন। এদের বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর অভিনয়ে নাটকটি প্রথম শ্রেণীর নাটকরূপে খ্যাতি অর্জন করে।

এইজন্য আমি জনতা অপেরার স্বত্বাধিকারী, পরিচালকগণ ও শিল্পী-গোষ্ঠীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ইতি—

গ্রন্থকার

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

শিব, মেধস ঋষি ও নন্দী।

সুরথ	...	...	কোলাপুরের রাজা।
ধর্মরথ	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
সুচেৎ সিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
অধিরথ	...	...	ধর্মরথের পুত্র।
মণিরথ	...	...	সুরথের পুত্র।
ভাস্কর ভট্ট	...	...	রাজ-পুরোহিত।
বাহুক	...	...	চণ্ডালপাড়ার মোড়ল।
কুন্দন	...	...	ঐ পুত্র।
নকুল সেন	...	...	মদ্রদেশের রাজা।
শার্দ্দূল সিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।

প্রাসাদরক্ষী।

—স্ত্রী—

মালাবতী	...	...	সুরথ রাজার পত্নী।
ধীরাবতী	...	...	নকুল সেনের ভগ্নী।
ময়না	...	...	বাহুকের পত্নী।

। অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন আইনত নিষিদ্ধ।

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পৌরাণিক নাটক

কালকেতু-ফুল্লরা

মোহন অপেরায় অভিনীত

গৌর ভড় রচিত

ভাঙা-গড়ার খেলা

সামাজিক নাটক

সঞ্জীবন দাস রচিত সামাজিক নাটক

তীর বেঁধা পাখী

গৌর ভড় রচিত

গাঁয়ের বৌ | কয়েদী

সামাজিক নাটক | ঐতিহাসিক নাটক

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর

তারামা অপেরায় অভিনীত ॥ ভক্তিমূলক নাটক

রাজশেখর রচিত

এখানেই স্বর্গ-নরক

সামাজিক নাটক

মাতৃদ্রোহী

প্রস্তাবনা

পূজার উপচার লইয়া গীতকণ্ঠে জনৈক কৈলাসবাসিনী
শূন্য বেদীর সম্মুখে আসিল।

কৈলাসবাসিনী—

গীত

শূন্য বেদীপরে এস শিবজায়া,
শিব-সাথে নিতে পূজা আরতি।
ধর মা অর্ঘ্য ভকতির পূজা, ধর গো ঈশানী মোদের নতি॥
গোধূলি বেলায় তোমার আশায়,
পূজারিণীগণ ধূপ-দীপ জ্বালায়,
আজি যুগ্মপূজার কাল বয়ে যায় আসিয়া যুগলে নাও আরতি,
নাও আরতি, নাও আরতি॥

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

তর্ক করিতে করিতে কোপান্বিতা দেবী দুর্গা
ও প্রফুল্লবদনে শিব আসিল।

দুর্গা। না—না, কৈলাসের যুগ্মপূজায় আর আমি সন্তুষ্ট নই, আমি চাই ধরাবাসী মানবদের হাতে আমার দশভুজা মূর্তির পূজা।

শিব। দশভুজা মূর্তিতে পূজা নিতে চাও?

দুর্গা। হ্যাঁ মহেশ্বর! আমার যে মূর্তিদর্শনে একদিন স্বর্গ-মর্ত-

পাতালবাসীরা থর থর করে কেঁপে উঠেছিল, আমি চাই সেই মূর্তির পূজা।

শিব। এ তোমার অন্যায় চাওয়া পার্বতী। তোমার সেই মহিষ-মর্দিনী মূর্তি দেখে একদিন ত্রিলোকবাসীরা কেঁপে উঠেছিল, আজ কেমন করে দুর্বল ধরাবাসী মানুষ সেই মূর্তির পায়ে সভক্তি অঞ্জলি দেবে?

দুর্গা। ভোলানাথ, সেই দুর্বলতা দূর করে আমি নেব ধরাবাসী-দের হাতে আমার মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা।

শিব। পারবে না দেবী। ধরার অধিকাংশ মানুষ এখন শৈব ও বৈষ্ণব, তারা আরাধ্য দেব-দেবীর সাম্যমূর্তির পূজা করে, তোমার সংহারিণী মূর্তির পূজা কখনই করবে না।

দুর্গা। শৈব বৈষ্ণব-প্রধান ধরাবাসীরা দিন দিন ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে মহেশ্বর। তাই আমার সাধ, তাদের হাতে পূজা নিয়ে আমি তাদের শক্তিমান করে গড়ে তুলব।

শিব। তা বেশ তো! আমার সঙ্গে গিয়ে ধরাবাসীদের হাতে যুগ্মপূজা নিয়ে তাদের বুকে শক্তির প্রেরণা জাগিয়ে দাও।

দুর্গা। শক্তির প্রেরণা জাগিয়ে দিতে হলে আমাকেও মহাশক্তিময়ী হয়ে জেগে উঠতে হবে ঈশান! ধরার মানবরা আমাকে মহিষ-মর্দিনীরূপে পূজা করে উগ্রচণ্ডীরূপে জাগিয়ে তুলুক, আমিও তাদের আবার শক্তিমান করে স্বর্গবাসীদের সমকক্ষ যোদ্ধা গড়ে তুলব।

শিব। এ তোমার আকাশ-কুসুম কল্পনা পার্বতী। মানবদের হাতে মহিষমর্দিনী মূর্তিতে পূজা নিয়ে, তাদের দেবতাদের সমকক্ষ যোদ্ধা গড়ে তুলতে কোনদিনই পারবে না।

দুর্গা। নিশ্চয় পারব। শক্তিহীন দুর্বল মানুষরা অহরহঃ আমাকে ডাকে, আমার কাছে তাদের অক্ষমতার ব্যথা নিবেদন করে, আমার

কাছে শক্তিভিক্ষা করে। তাদের সে ডাকে আমি আর কৈলাসে স্থির থাকতে পারি না ভোলানাথ! তুমি আদেশ দাও, আমি পদ্মাকে পাঠিয়ে—

শিব। কোন ফল হবে না দেবী, উল্‌টে পদ্মা সেখান থেকে অপমানিতা হয়ে ফিরে আসবে।

দুর্গা। কি, অপমান করবে? আমার সেবিকা পদ্মাকে অপমান করবে?

শিব। যারা তোমাকে স্নেহময়ী মায়ের মূর্তিতে দেখতে চায়, তারা কি সংহারিণী মূর্তির পূজায় ব্রতী হতে পারে?

দুর্গা। পারে কি না আমি বুঝে নেব। এখন তুমি বল দেব, ধরায় কোন্ দেশে—কার হাতে আমার মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা সমস্ত ধরাবাসীদের হাতে পাবার সুযোগ হবে?

শিব। কোলাপুরের রাজা সুরথের হাতে যদি পূজা পাও, তা হলেই ধরায় তোমার দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা প্রচারিত হবে।

দুর্গা। বেশ। আমি পদ্মাকে পাঠাব না, নিজে গিয়ে কোলা-পুররাজ সুরথের কাছে দশভুজা মূর্তির পূজা চাইব।

শিব। পাবে না দেবী, সুরথের কাছে তুমি পূজা পাবে না। সে এমন একনিষ্ঠ শিবসাধক যে, প্রাণান্তেও কোন নারী-দেবতার পূজা করবে না।

দুর্গা। নারী-দেবতার পূজা করবে না?

শিব। না। তার ধারণা, শিবই যখন জগতের মঙ্গলময় দেবতা, তার পূজাতেই যদি সব অমঙ্গল কেটে যায়, তখন কাজ কি অন্য দেবতাব পূজা করা। বিশেষত দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এদের সে গ্রাহ্যই করে না।

দুর্গা। গ্রাহ্য করে কি না এইবার বুঝে নেব।

শিব। এঁ্যা—সর্বনাশ! তুমি এখনি চলেছ নাকি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে?

দুর্গা। হ্যাঁ ভোলানাথ। তোমার পত্নীকে অবজ্ঞা দেখিয়েও সে একমনে তোমাকে পূজা করে বলে তার সব অমঙ্গল দূর করে দিয়েছ। দেখব এইবার কোন্ পথে সে রক্ষা পায়।

শিব। ক্রোধ সংবরণ কর দেবী, ক্রোধ সংবরণ কর। সুরথ সরলপ্রাণ শিবসাধক, তার অমঙ্গল সাধন করে তোমার মাতৃত্ব ক্ষুন্ন করো না।

দুর্গা। মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে যে সন্তান পিতার পূজায় বাঁচতে চায়, তাকে প্রাণে না মারলেও কিছু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

শিব। মহাদেবী!

দুর্গা। শোন ভোলানাথ! দুটো ফুল-বেলপাতা দিয়ে তোমার পূজা করে পাষণ্ড ভেবেছে, আমাকে অবহেলা দেখিয়ে সর্বসুখের অধিকারী হবে? না—না, তা হতে পারে না। নিজে আমি ধরার মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে আগে চাইব পূজা। যদি সহজে সম্মত হয় ভাল, নইলে তার রাজ্যে এমন বিপর্যয় ঘটাব, যার ফলে সমস্ত জীবন তার বিষময় হয়ে উঠে প্রতিনিয়ত মৃত্যুকামনা করবে।

[প্রস্থান।

শিব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তার সেই বিষময় জীবন, তোমার মাতৃ-স্নেহের অমৃত-নির্ঝরে স্নান করে ধন্যা হবে মহেশ্বরী। কই, কোথা রে নন্দী. শীগগির আয় আমার সাহায্যে।

গীতকণ্ঠে নন্দী আসিল।

নন্দী।—

ভাবের অতল জলধিতলে কে জ্বালে জ্ঞানের বাতি।
মন মন্দিরে মোর ধবল তুষার দেবের চলে আরতি॥
তারে চিনি চিনি করি চিনিতে পারি না,
সে যে হৃদয় আকাশে করে আনা-গোনা,
এ বিশাল সৃজন তার পদতলে কেন
থাকে যেথানে মগন দিবস রাত্তি॥

শিব। আয়—আয় প্রিয় ভক্ত আমার, আজ আমি বিষম সমস্যায় পড়েছি।

নন্দী। এ ত্রিলোকের জীবের সব সমস্যার সমাধান করে দেন যে মঙ্গলময় শিবসুন্দর, তাঁর যে কি সমস্যা তা তো বুঝতেই পারি না।

শিব। যে সমস্যায় পড়েছিলুম দক্ষের শিবহীন যজ্ঞের সময়, আজও ঠিক সেই সমস্যায় পড়েছি নন্দী! মহাদেবী ধরার মানুষদের হাতে তার মহিষমর্দিনী দশভুজা মূর্তির পূজা নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠে ধরা-ভূমে ছুটে চলে গেছে।

নন্দী। এ্যাঁ! মা চলে গেছেন?

শিব। হ্যাঁ নন্দী। কোনমতেই তাকে ধরে রাখতে পারলুম না। বহু অনুনয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলুম যে, ধরাবাসী মানুষরা সাম্যের পূজারী, তারা তোমার উগ্র মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা করবে না, তার চেয়ে আমার সঙ্গে গিয়ে মাতৃ-মূর্তিতে যুগ্মপূজা নেবে চল; কিন্তু জেদ তার ভাঙলো না, ধরাবাসীদের হাতে মহিষ-মর্দিনী দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা মূর্তির পূজা তিনি নেবেনই।

নন্দী। দশভুজা দুর্গামূর্তিতে পূজা তিনি নেবেনই?

শিব। হ্যাঁ নন্দী! শুধু তাই নয়, তার জেদ, একনিষ্ঠ শিবসাধক কোলাপুররাজ সুরথের হাতেই প্রথমে সে পূজা নিয়ে ধরায় মহিষমর্দিনী দশভুজা দুর্গাপূজার প্রবর্তন করে তবে কৈলাসে ফিরে আসবে।

নন্দী। সর্বনাশ! এ যে দেখছি রীতিমত বাবার সঙ্গে মায়ের পূজার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শিব। তোকেই ছদ্মবেশে ধরায় গিয়ে পার্বতীর প্রতিকার্যে বাধা দিতে হবে।

নন্দী। রক্ষে কর বাবা, মায়ের বাসনা-পথে বাধা সৃষ্টি করে শেষে কি শুম্ভ-নিশুম্ভ বা রক্তবীজের মত অকালে মরব?

শিব। মৃত্যুঞ্জয় শিবের প্রিয় অনুচর তুই, মহাদেবীর সাধ্য কি তোকে মারে। যা নন্দী, কোলাপুরের রাজা সুরথের কাছে যা। আমার একনিষ্ঠ সাধক সে, যেন কোন অবস্থাতেই দেবীর পূজা না দেয়। তাকে জানিয়ে দিবি—মঙ্গলময় শিব তার সহায়, শিবহীন দুর্গাপূজা করলে তাকে শিবের কোপে পড়ে অনন্ত নিরয়গামী হতে হবে।

নন্দী। তাই হবে ভোলানাথ! তোমার শিবশক্তির প্রতিযোগিতা দেখতে এখনি আমি ধরায় চললুম। আশীর্বাদ কর, যেন তোমার কাজে মন-প্রাণ সঁপে দিতে পারি।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

শিব। প্রতিযোগিতা—প্রতিযোগিতা, শিবশক্তির প্রতিযোগিতা। মধ্যে রয়েছে কোলাপুররাজ সুরথ, ক্ষেত্র ধরাভূমি। এই প্রতিযোগিতা পরিণামে জগতের কতখানি কল্যাণ সাধন করবে, তার পরিচয় ত্রিলোকবাসী পাবে বিশ্ব-রঙ্গভূমে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কোলাপুর রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন শিবমন্দির প্রাঙ্গণ

ধর্মরথ আসিল।

ধর্মরথ। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ। ক্ষত্রিয় রাজাগুলোর যুদ্ধ করা একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন রে বাপু! তোদের যার যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্। অপরের রাজ্য-ঐশ্বর্যের দিকে অত লোভ কেন?

সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। এ 'কেন'র উত্তর কেউ দিতে পারবে না বড়রাজা!

ধর্মরথ। এই যে সুচেৎ সিংহ। কি ব্যাপার হে? আজ সকাল বেলায় একেবারে শিবমন্দিরের সামনে? বলি, ভুলেও তো কোনদিন এদিকে ঠাকুর-পেন্নাম করতে আস না!

সুচেৎ। বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে মহারাজের জোর তাগাদায়।

ধর্মরথ। কিসের তাগাদা হে? মন্দিরে আজ বড়গোছের উৎসব-টুৎসব হবে নাকি?

সুচেৎ। আজ্ঞে না, আপনার মতামত জানতে।

ধর্মরথ। কিসের মতামত হে?

সুচেৎ। সে কি, আপনার মনে নেই?

ধর্মরথ। উঁ-হুঁ, কিছুই তো মনে পড়ছে না! ভাই আমার বড়গোছের ভোজ-টোজের ব্যবস্থা করবে বলে—

সুচেৎ। আজ্ঞে না। এই তো কাল আপনার কাছে মত চাইতে আপনি বলেছিলেন ভেবেচিন্তে মত দেবেন।

ধর্মরথ। ও, তাই বল! দেখ, একদম সব কথা ভুলে বসে আছি। বয়স হয়েছে তো! কিছু মনেই রাখতে পারি না।

সুচেৎ। তাহলে আপনার মত?

ধর্মরথ। কিসের মত!

সুচেৎ। এই মহারাজের দিগ্বিজয় যাত্রার?

ধর্মরথ। একদম নেই।

সুচেৎ। নেই! সেকি! মহারাজ যে একরকম তৈরি হয়ে পড়েছেন!

ধর্মরথ। সাজগোজ সব খুলে ফেলতে বল গিয়ে।

অধিরথ আসিল।

অধিরথ। আর তা হয় না বাবা! সৈন্যরা সেজেছে, অস্ত্রশস্ত্র হাতীর পিঠে বাঁধা হয়ে গেছে, শিবির আর রসদ সাজানো হচ্ছে।

ধর্মরথ। ভালই হচ্ছে। ওইসব নিয়ে রাজধানীর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের দেখিয়ে বেড়াও। তারপর এই ঠাকুরবাড়ির সামনের ওই খোলা মাঠে সকলে জমায়েৎ হয়ে একটা বড়গোছের ভোজ লাগিয়ে দাও।

অধিরথ। ভোজ!

ধর্মরথ। হ্যাঁ। গরীব-দুঃখীরা পেট ভরে খেয়ে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলে যাবে, তাতে আমাদের আরো বাড়-বাড়ন্ত হবে।

অধিরথ। ওই অন্ধ সংস্কারের মোহে পড়ে বহু রাজা-মহারাজ ধ্বংস হয়ে গেছেন।

ধর্মরথ। ওরে না—না। তোদের মত পররাজ্য আত্মসাৎ করবার লোভে দিগ্বিজয় যাত্রা করেই বহু ক্ষত্রিয় রাজারা সবংশে ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষের দীর্ঘশ্বাসে কি মানুষের বাড-বাডন্ত হয়?

সুচেৎ। তা হয়তো না হতে পারে বড়রাজা, কিন্তু দিগ্বিজয় ক্ষত্রিয় রাজাদের গৌরব।

অধিরথ। নিশ্চয়। যার শক্তি আছে, সে কেন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে পড়ে থাকবে? সারা পৃথিবী পাবে তার বীরত্বের পরিচয়, দিকে দিকে উড়বে তার বিজয়-বৈজয়ন্তী, শত শত ক্ষত্রিয় রাজা করবে তার পূজা।

ধর্মরথ। মানুষ হয়ে যে মানুষের হাতে পূজা চায়, সে জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।

একটি থালায় পূজার সামগ্রী লইয়া কুন্দন আসিল।

কুন্দন। একথা আপনার মুখেই শুনলুম বুড়ো রাজা, আর কোন রাজপুরুষের মুখে কোনদিন শুনতে পাইনি।

ধর্মরথ। দিব্যি কাচা কাপড় পরে, কপালে চন্দনের ফোঁটা-টোটা কেটে এসে হাজির। হাতে ওটা কি চাপা দেওয়া ছোকরা?

কুন্দন। বুড়ো শিবের পূজা।

ধর্মরথ। ও, পূজা দিতে এসেছ বুঝি?

কুন্দন। হ্যাঁ। খুব শক্ত ব্যামোয় পড়েছিলুম। মা মানসিক করেছিল বুড়ো শিবের।

ধর্মরথ। তা মঙ্গলময়ের দয়ায়—

কুন্দন। এক মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে গেছি, মা তাই ঠাকুরের পূজা সাজিয়ে আমাকে কাচা কাপড় পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। পূজা দিয়ে গেলে তবে আমরা সবাই জল খাব।

ধর্মরথ। তাহলে তোমরা সবাই নিজলা উপোস করে আছ?

কুন্দন। হ্যাঁ। পূজা না হলে তো আর কেউ জল খেতে পাবে না।

ভাস্কর ভট্ট আসিল।

ভাস্কর। না খেতে পায়, নাই পাবে! আজ আর কোন উপায় নেই, এইমাত্তোর পূজা-টুজা সেরে ঠাকুর শয়নে দিয়ে এলুম।

ধর্মরথ। বেশ করেছ। এইবার মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে শয়ন থেকে উঠিয়ে আবার এই ছোকরার পূজাটা খাইয়ে দাও।

ভাস্কর। তা কি হয় বড় মহারাজ?

ধর্মরথ। খুব হয় হে—খুব হয়। বলি শিবঠাকুর তো আর তোমার হাতে সরের নাড়ু, ছানার সন্দেশ, নানারকম ফলপাকোড় আতপচাল দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলে না। দৃষ্টি-ভক্ষণ করেন। তাহলে এই উপোসী বেচারার পূজাটায় একবার দৃষ্টি দিলেই কি পেটের অসুখ হবে?

ভাস্কর। আজ্ঞে তা নয়, তবে—

ধর্মরথ। আর তবে-কিন্তুর বালাই মনে রেখে এ বেচারাকে হতাশ করো না ঠাকুর! মন্দিরের দরজা খুলে দু'চারটে মন্তর পড়ে পূজাটা ঠাকুরকে দেখাও, এ ছোকরা সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে যাক্।

ভাস্কর। আজ্ঞে—

ধর্মরথ। আবার আজ্ঞে! দেখছি মানুষটি তুমি মোটেই ভাল

নও। আমার সামনে ব্যবসাদারী চাল চলছে না বলেই এত খুঁত খুঁত করছ। ওহে ও ছোকরা। বামুনের পূজার দক্ষিণে-টক্ষিণে কি দেবে ?

কুন্দন। আজ্ঞে—গরীবমানুষ, কত আর দক্ষিণে দিই বলুন! পাঁচ কড়া কড়ি এনেছি।

ভাস্কর। মাত্র পাঁ—চ—ক—ড়া!

ধর্মরথ। ব্যস—ব্যস—ব্যস, ওই যথেষ্ট। শুনছ না, ছেলেটা বলছে, ওদের এর বেশি আর সামর্থ্য নেই? যাও—যাও পুরুতঠাকুর, ঝপ করে মন্দিরের দরজাটা খুলে ফেল দেখি। কম দক্ষিণে বলে তুমি দুটো মন্তর কম বল ক্ষতি নেই, এই ভক্তিমান ছোকরার অন্তরের ভক্তিতেই ঠাকুর জেগে উঠে ওর পূজা হাসিমুখে নেবেন।

ভাস্কর। তা বেশ। আপনাদের দেবতা, নিত্যপূজার পরেও আপনারা যদি স্বেচ্ছায় বাইরের লোকের পূজা চড়াতে বলেন, আমার আপত্তি কি? তোমার গোত্র বল ছোকরা।

কুন্দন। আজ্ঞে—গোত্র তো জানি না।

ভাস্কর। সে আবার কি! গোত্র জান না?

কুন্দন। আজ্ঞে—মা তো বলে দেয়নি।

ধর্মরথ। না বলে দেয়নি—নাই দিয়েছে। বিনা গোত্তরেই পূজা হবে, আপাতত তুমি মন্দিরের দরজাটা খোল তো পুরুতঠাকুর!

অধিরথ। তা কেমন করে হবে বাবা? বিনা গোত্রে—

ধর্মরথ। তোমার আমার মত ধনগর্বী মানুষদের পূজা হয় না বাবা! কিন্তু এই গরীবরা স্থির বিশ্বাসে ঠাকুরকে ডাকে, তাই মঙ্গলময় দেবতা ওদের প্রাণের ডাকে জেগে উঠে পূজা নেন।

স্বচেৎ। তা হয় তো হতে পারে বড়রাজা! কিন্তু এই যুবক

নিজের গোত্র জানে না, এ কখনো সম্ভব নয়। নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু গূঢ় রহস্য আছে।

অধিরথ। আমারও মনে তাই সন্দেহ হয় বাবা। তোমার নাম কি পূজার্থী যুবক?

কুন্দন। কুন্দন দাস।

অধিরথ। জাতি?

কুন্দন। চাঁড়াল।

ধর্মরথ ছাড়া সকলে। চাঁড়াল!

ধর্মরথ। তবুও মানুষ।

ভাস্কর। মানুষ সকলেই বড়, কিন্তু—

অধিরথ। এই চাঁড়াল যুবকের এত সাহস যে, অনায়াসে শিব-পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে মন্দির-চত্বরে এসেছে?

ধর্মরথ। আসবে না! মঙ্গলময় দেবতার ওরাই সত্যিকারের ভক্ত। নইলে বদ্যির ওষুধ খেলে না, শুধু শিবের মানসিক করে তাঁর চরণে বিশ্বাস নিয়ে পড়ে থেকে কখনো কঠিন ব্যায়রাম ভাল হয়? বাধা দিওনি। হোক চাঁড়ালের ছেলে, তবু ওকে মন্দিরে ঢুকে পূজা দেবার অধিকার দিতে হবে।

সুরথ আসিল।

সুরথ। তাহলে সুসভ্য আর্যসমাজ আমাদের বর্জন করবে দাদা!

ধর্মরথ। সুরথ, তুইও সমাজের ভয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করবি ভাই?

সুরথ। মনুষ্যত্বের অপমান হয় না দাদা! নীচ চিরদিনই নীচ থাকবে। যাও ভাস্কর!

[ভাস্করের প্রস্থান।

কুন্দন। তাহলে কি বলতে চান মহারাজ, আমরা মানুষ নই?

ধর্মরথ। কে বলে তোমরা মানুষ নও? মঙ্গলময় দেবতা মহেশ্বরকে যারা ভক্তিবিশ্বাস দিয়ে সজীব করে তুলতে পারে, তারা মানুষ নয় তো কি মানুষ এইসব আত্মগর্বী আর্য রাজারা?

কুন্দন। আমার পূজা কি মন্দিরের দেবতা পাবে না বুড়ো রাজা?

ধর্মরথ। পাবে। ওরে সরল চাঁড়ালের ছেলে, তুই বেলগাছের নিচে তোর পূজার ডালা রেখে মনে মনে তাঁর পায়ে নিবেদন করে দে, তা-হলেই ওই মন্দিরের দেবতা হাসিমুখে তোর পূজা নিয়ে তৃপ্ত হবেন।

অধিরথ। সে সুযোগও পাবে না। নীচ অস্পৃশ্য চাঁড়াল, জেনে-শুনে যখন মন্দির-চত্বরে এসে দেব-মন্দির অপবিত্র করেছে—

সুরথ। তখন ওকে কঠিন সাজা নিতেই হবে।

ধর্মরথ। সুরথ ভাই!

সুরথ। অনুরোধ করো না দাদা, রাখতে পারব না। সুচেৎ সিংহ, নীচ চাঁড়াল হয়ে যে হাতে ও দেবতার পূজা দিতে চলেছিল, সেই ডানহাতখানা ওর কেটে দাও।

কুন্দন। না—না, আমার ডানহাত কেটে নিয়ে আমাকে অকেজো করে দেবেন না মহারাজ! এই শঙ্কর ভগবানের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, আর জীবনে এমন কাজ করব না।

অধিরথ। এ প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই। সেনাপতি, রাজ-আদেশ পালন কর।

সুচেৎ। কিন্তু এই মন্দির-চত্বরে—

ধর্মরথ। সত্যিকারের ভক্তের তাজা রক্ত পড়লে দেবাদিদেব শঙ্কর ভারী খুশি হবেন সেনাপতি, ভারী খুশি হবেন। নাও—নাও, তোমার তলোয়ারের একটা কোপে ওর ডানহাতটা কেটে নিয়ে

আমার ভাই সুরথকে দেবকোপ থেকে বাঁচাও, নইলে তোমার দাসত্বের ধর্ম থাকবে না।

কুন্দন। বড় মহারাজ, বড় মহারাজ!

ধর্মরথ। উপায় নেই, ওরে হতভাগা, আজ আর উপায় নেই। ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ ধর্মরথ সব দাবী ছেড়ে দিয়ে নিজহাতে ওই পাষণ্ড সুরথকে সিংহাসনে অভিষেক করেছিল। তাই আজ বুক পেতে এই আঘাতটা সইতে হচ্ছে। নইলে যে মুহূর্তে—না-না, আমি আর কিছু করতে পারি না। সুরথ আজ আমার অনেক ওপরে, অনেক ওপরে।

[অশ্রু সংবরণ করিয়া প্রস্থান।

সুরথ। তোমার এ খেদ থাকবে না দাদা, সুরথ তার কর্তব্য পালনের শেষে রাজদণ্ড ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। সেনাপতি, অপরাধী চাঁড়াল যুবককে মন্দিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দাও।

সুচেৎ। আয় নীচ যুবক!

কুন্দন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চল। আমাকে শাস্তি না দিলে তোমার চাকরির ভিৎ কায়েম হবে না। তবে ওই মন্দিরের দেবতা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলে যাচ্ছি মহারাজ, আমাকে যেমন বিনাদোষে কঠিন শাস্তি দিচ্ছেন, আপনাকেও তেমনি দেবতার অভিশাপে সব হারিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। আমার ডানহাতখানা কেটে নিয়ে যেমন রক্তের বান বইয়ে দিচ্ছেন, তেমনি আপনার চোখ দিয়েও রক্তের ধারা ঝরবে। আমাকে দুনিয়ার বুকে যেমন অকেজো করে দিচ্ছেন, শঙ্কর ভগবান আপনাকেও তেমনি দুনিয়ার জঞ্জাল করে জানোয়ারের সামিল করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোরাবেন, এই আমার অভিশাপ—বুকফাটা তীব্র অভিশাপ!

[সুচেৎ সহ দ্রুত প্রস্থান।

সুরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নীচ চাঁড়ালের অভিশাপে—

গীতকণ্ঠে ব্রাহ্মণবেশে নন্দী আসিল।

নন্দী।—

গীত

জ্বলে যাবে, জ্বলে যাবে,
জ্বলে যাবে জীবনের সব আশা।

সুরথ। সত্যিই কি তাই? দেবতার মন্দির-চত্বরে ঢুকে ওই নীচ চাঁড়াল যে মন্দির অশুদ্ধ করেছে—

নন্দী।—

পূর্ব গীতাংশ

দেবতা দেউল হয় না অশুচি
মানুষের ছোঁয়া লেগে,
সব মানুষের পূজা নিতে শিব
থাকেন নিয়ত জেগে:
জ্ঞানের আলোক যে পায় দেখিতে
তার মোহ যায় ঘুচে—
বাঁশরী নিনাদে পায় সে শুনিতে
দেবের গোপন ভাষা॥

সুরথ। অধিরথ, ফেরাও—ফেরাও, সেনাপতিকে ফেরাও।

অধিরথ। ফেরাব?

সুরথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ বৎস, চাঁড়াল যুবককে শাস্তি দিতে পাঠিয়ে আমি ভুল করেছি। ফেরাও, ওদের ফেরাও। [নেপথ্যে কুন্দনের যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ] ওঃ! ওই বুঝি আমার কঠিন আদেশ পালিত হলো!

কুন্দনের রক্তাক্ত হস্ত লইয়া সুচেৎ আসিল।

সুচেৎ। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি প্রভু, এই দেখুন নীচ চাঁড়াল যুবকের কাটা ডানহাত।

সুরথ। সুচেৎ সিংহ! নিয়ে যাও, এখনি আমার সামনে থেকে ওটা সরিয়ে নিয়ে যাও।

সুচেৎ। সরিয়ে নিয়ে যাব?

সুরথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখছ না—ওর প্রতি রক্তবিন্দু থেকে অগ্নিকণা বেরিয়ে আমার জীবনের সুখশান্তি পুড়িয়ে দিতে আসছে! ওর অস্থি-মেদ ফেটে দেব শঙ্করের ক্রোধযুক্ত চোখদুটো ধীরে ধীরে বিকাশ হচ্ছে! ওর রক্তাক্ত আঙুলগুলো ক্রমে ক্রমে বিরাট আকার ধারণ করে আমার গলা টিপে ধরতে চাইছে! ওঃ! শঙ্কর—শঙ্কর, ইষ্টদেব শঙ্কর! রক্ষা কর প্রভু, অধম সন্তানকে ক্ষমা কর!

[নন্দীসহ প্রস্থান।

সুচেৎ। মহারাজ—মহারাজ! আজ এ কি পরিবর্তন আপনার?

[প্রস্থান।

অধিরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জ্বলে উঠলো এইবার প্রলয়ের আগুন, ওই উজ্জ্বল শিখায় অধিরথ, দেখে নাও তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাহুকের পর্ণকুটির

দুয়ারের সম্মুখে বাহুক পদচারণা করিতেছিল।

বাহুক। ভাবিয়ে তুললে, ছেলেটা আমাকে ভাবিয়ে তুললে। সেই কোন্ সকালে বুড়ো শিবের পূজা নিয়ে রাজবাড়ির মন্দিরে গেল, এখনো তার ফেরবার নামটি নেই! তবে কি ছোটজাতের পূজা বলে পুরুত-ঠাকুর মন্দিরে ঢুকতে দেয়নি? তাহলে তো ছেলেটা বাড়ি ফিরে এসে জানাতো। শঙ্কর ভগবান—শঙ্কর ভগবান! আমার মনের কথা তো তুই জানিস দয়াল বাবা! যদি আর্য বামুনরা তোর পায়ে পূজা চড়াতে না দেয়, তাহলে ছেলেটার বুকের ভেতরে জেগে উঠে তার সরল মনের পূজা নিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দে ঠাকুর!

ময়না আসিল।

ময়না। মোড়োল—মোড়োল, আমার কুন্দহুয়া এখনো বাড় ফিরে এল না কেন?

বাহুক। আমিও তো তাই ভাবছি রে ময়না! ছেলেটা সেই কোন্ সকালে পূজা নিয়ে গেল, বেলা তিনপো পার হতে চললো, এখনো ফিরে এল না কেন!

ময়না। মনটা আমার ভারী কু গাইছে। তুই একবার রাজবাড়ির দিকে যা মোড়োল।

বাহুক। তা যাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি ময়না, ছোটজাতের পূজা বলে যদি মন্দিরের পুরুতঠাকুর কুন্দহুয়াকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকে,

তাহলে হয়তো মনের দুঃখে পূজা হাতে করে কোন্ বন-বাদাড়ে বসে আছে কে জানে!

ময়না। সব কথাতেই একটা কাটান্ দেওয়া তোর ভারী বদ-অভ্যেস হয়ে গেছে মোড়োল! উপোসী ছেলে কোন্ সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে—

বাহুক। আমিও কি তা জানিনি ময়না! বলি উপোস করে কে নেই বল! শঙ্কর ভগবানের পরসাদ আসেনি বলে তুই-আমিও তো জল পর্যন্ত মুখে দিইনি।

ময়না। আমাদের কথা ছেড়ে দে মোড়োল! জোয়ান বয়সে দুর্ভিক্ষের সময় বহুত দিন তোর-আমার উপোস করে কেটে গেছে। কিন্তু আজ শঙ্কর ভগবানের দয়ায় জমা-জমিন বেড়েছে, পাঁচজনের একজন হয়ে তুই পাড়ার মোড়োল, ভাত-কাপড়ের অভাব নেই। তাই ছেলেকে তো কোনদিন উপোস করতে হয়নি, উপোস কাকে বলে তা বাছা জানে না। এই এতখানি বেলা পর্যন্ত মুখে একটু জল দিলে না, তাই ভাবছি পথে ভিরমি গেছে কিনা।

বাহুক। তোর এক কথা। সে কি খরগোসের বাচ্চা যে, টুসকি দিলেই ভিরমি খাবে? সিংহীর বাচ্চা জোয়ান সিংহী, এত সহজে ভিরমি খাবে না।

ছেঁড়া কাপড় জড়ানো কাটা ডানহাত, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত
অবসন্নদেহে স্খলিত পদে কুন্দন আসিল।

কুন্দন। বাপি—বাপি!

বাহুক। এঁ্যা—একি, কুন্দনুয়া—কুন্দনুয়া!

ময়না। এ সর্বনাশ কেমন করে হল রে মাণিক আমার?

কুন্দন। বলছি—বলছি মা! আগে একটু—না-না, শঙ্কর ভগবানের নামে শপথ করেছি, এ অত্যাচারের বিহিত না করে আমি জল খাব না।

বাহুক। অত্যাচার! বল্—বল্ ব্যাটা, কোন্ শয়তান তোর ওপর এই অত্যাচার করেছে?

কুন্দন। দেশের রাজা।

বাহুক ও ময়না। রাজা!

কুন্দন। হঁ্যা বাপি! বাড়ি থেকে পূজা সাজিয়ে মা আমাকে রাজবাড়ির মন্দিরে পাঠিয়ে দিলে, আমিও বরাবর মন্দিরের উঠোনে গিয়েছিলুম; কিন্তু আমি চাঁড়ালের ছেলে বলে মন্দিরের শঙ্কর ভগবানের পূজা চড়াতে দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে রাজা হুকুম দিলে সেনাপতিকে, অচ্ছুৎ জাত হয়ে মন্দিরের ঠাকুরকে যে হাতে পূজা দিতে যাচ্ছিল, ওর সে হাতটা কেটে দাও।

বাহুক। ওঃ! এমন শয়তান আমাদের রাজা?

কুন্দন। সত্যি বাপি, রাজা পাকা শয়তান। কিন্তু রাজার বড় ভাই ভারী ভাল মানুষ। সেই হুকুম শুনে সে ছোট ভাইকে খুব মিনতি করেছিল আমাকে ছেড়ে দিতে; কিন্তু তার কথা কেউ মানলে না, মন্দিরের বাইরে এসে আমার এই ডানহাতটা—

বাহুক। ওঃ! আর বলিসনি—আর বলিসনি ব্যাটা, বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে! রাজার লোক তোর ডানহাত কাটেনি বাপ, কেটে দিয়েছে আমার কলিজাটা।

ময়না। চল্—চল্ মাণিক, আগে ঘরে নিয়ে গিয়ে—

কুন্দন। না—না, ঘরে যাব না মা! আমি শঙ্কর ভগবানের নামে শপথ করে এসেছি একটা মেয়ের সামনে, রাজার অত্যাচারের বিহিত না করে জল খাব না, ঘরেও যাব না।

বাহুক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বিহিত করব, রাজার এ অত্যাচারের বিহিত করব। কিন্তু মেয়েটা কে রে বাপ?

কুন্দন। কে তা জানিনি বাপি! সেনাপতি আমার ডানহাত কেটে নিতে আমি রক্ত দেখে আর যাতনায় ভিরমি লেগে পথে পড়েছিলাম। জ্ঞান হতে দেখি, একটা লাল কাপড় পরা মেয়ে আমার কাটা হাতে কাপড় জড়িয়ে দিচ্ছে। আমি জল-জল করে উঠতে সে ছুটে গিয়ে কচুপাতায় করে জল এনে আমার মুখে দিলে; ঠাণ্ডা হয়ে আমি তার কাছে পরিচয় জিজ্ঞেস করতে সে বললে, আমি হচ্ছি মা—জগতের মা!

বাহুক। আশ্চর্য কথা রে বাবা! অতটুকু ছোট্ট মেয়ে জগতের মা!

গীতকণ্ঠে রক্তবস্ত্র পরিহিতা বালিকা-মূর্তিতে
দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা।—

গীত

জগতের মা নিরাকারা কি সাকারা তা কেউ জানে না।
অপরূপা অনুপমা, সে রূপের আর নেই তুলনা॥
কভু শিবের বুকে ন্যাংটা কালী,
(আমি) মুণ্ডমালা দুলিয়ে চলি,
কভু জগদ্ধাত্রী রূপ ধরি রে, কখনো বা সৃজন পালি।
ছেলের দুঃখ পায়ে দলি, অভয়া মা দেয় সান্ত্বনা॥

কুন্দন। এই মেয়ে বাপি, এই মেয়েই জল দিয়ে আমার জান বাঁচিয়েছে।

বাহুক। মা—মা! তোর গানের কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে, তুই সত্যিই জগতের মা! বল্—বল্, এই ছোটজাত চাঁড়ালের হাতে পূজা নিতেই কি—

দুর্গা। না—না, পূজা নয়। তোদের বুঝিয়ে দিতে এসেছি, চাঁড়াল আর ক্ষত্রিয়ের বিচার মানুষের কাছে, দেবতার কাছে সবাই সমান।

ময়না। তা যদি হয় মা, তাহলে আমার ছেলের মানসিক পূজা—

দুর্গা। দেবতা হাসিমুখে নিয়েছে।

বাহুক। নিয়েছে? আমার ব্যাটার পূজা শঙ্কর ভগবান হাসিমুখে নিয়েছে?

দুর্গা। নিশ্চয়। যে মুহূর্তে তোমরা পূজার ডালা সাজিয়ে ভক্তি-ভরে তোমাদের এই ছেলেকে দেব-মন্দিরে পাঠিয়েছিলে পূজা দিতে, সেই মুহূর্তেই দেবাদিদেব শঙ্কর শূন্যপথে উদয় হয়ে তোমাদের পূজা নিয়েছেন।

বাহুক। তা যদি নিয়ে থাকে, তাহলে মঙ্গলময় শঙ্কর ভগবান আমার ব্যাটার মঙ্গল না করে এমন অমঙ্গল কাণ্ডটা ঘটিয়ে দিলে কেন মা?

দুর্গা। জগতের মঙ্গল-কারণে।

ময়না। আমার ব্যাটার ডানহাতখানা চিরদিনের জন্যে রাজা কেটে নিয়ে ওকে অকেজো করে দিলে, অথচ এতে জগতের মঙ্গল হবে?

বাহুক। চুলোয় যাক জগতের মঙ্গল। আমার ছেলের ডানহাত কেটে নিয়েছে যে শয়তান রাজা, তার সাথে কোন সম্বন্ধ রাখব না।

ময়না। তাহলে কি করবো?

বাহুক। চল ময়না, ঘরকন্না গুছিয়ে নিয়ে আমরা এখুনি কোলাপুর রাজ্যি ছেড়ে চলে যাব।

দুর্গা। জন্মভূমির মায়া ছেড়ে চলে যেতে পারবে?

বাহুক। কেন পারব না মা? জন্মভূমির বুকে থেকে যদি এমনি করে বুক পেতে বাজের ঘা সইতে হয়, তাহলে মায়াটা কি আপনি চলে যায় না?

দুর্গা। দেশ ছেড়ে কেন যাবে?

বাহুক। রাজার শয়তানির সাজা দিতে।

কুন্দন। সাজা দিতে হবে বাপি, শয়তান রাজাকে সাজা দিতে হবে। তোমার সামনে আমি শপথ করে এসেছি দেবী মা, রাজার অত্যাচারের বিহিত না করে আমি জল খাব না।

দুর্গা। দেশছাড়া হয়ে গেলেই কি রাজার এই অত্যাচারের বিহিত হবে?

বাহুক। নিশ্চয়। দেশে থেকে রাজার সাথে বেইমানি করতে পারব না, তাই ভিন্‌দেশে চলে যাব, আমার ব্যাটাকে মিনিদোষে শাস্তি দেওয়ার মজাটা বুঝিয়ে দিয়ে।

দুর্গা। তাই দাও মোড়ল! দেবাদিদেব শঙ্করের পূজারী তোমার ওপর অকারণে যে অত্যাচার করেছে, তার শাস্তিতে—

বাহুক। আমি রাজার চোখদুটো উপড়ে নেব।

দুর্গা। না—না, এও তার যোগ্য শাস্তি নয়। সে যেমন তোমার বুকে আঘাত দিয়েছে ছেলের হাত কেটে নিয়ে, তুমিও তার প্রতিশোধে—

বাহুক। ঠিক বলেছিস মা, আমিও তার প্রতিশোধ নেব রাজার ব্যাটাকে চিরদিনের মত অন্ধ করে দিয়ে।

[সকলের অলক্ষ্যে দেবী দুর্গা অন্তর্হিতা হইলেন]

ময়না। মো'ড়োল—মোড়োল!

বাহুক। আর ঘরের মায়া নয় ময়না, আর ঘরের মায়া নয়, এবার ঘরকন্না গুছিয়ে নিয়ে—

ময়না। তোরা বাপ-ব্যাটায় চলে যা মোড়োল, আমি পারব না শ্বশুর-শাশুড়ির ভিটে ছেড়ে ভিন্‌দেশে চলে যেতে।

বাহুক। সে কি রে ময়না, আমাদের একটা মাত্তোর ছেলের ডান-হাত রাজা কেটে দিলে—

ময়না। শঙ্কর ভগবানের যদি বিচার থাকে, তাহলে এর শাস্তিও রাজা হাতে-হাতে পাবে।

বাহুক। না—না, সিংহীর জাত হয়ে আমি এতবড় অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে, শঙ্কর ভগবানের হাতে বিচারের ভার দিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারব না।

কুন্দন। আমিও তা থাকতে চাইনি বাপি, শঙ্কর ভগবানের বিচার পরে হবে, আগে বিচার হোক মানুষের।

ময়না। কুন্দন!

কুন্দন। তুই শ্বশুর-শাশুড়ির ভিটের মায়ায় এখানে পড়ে থাক্ মা, আমরা বাপ-ব্যাটায় আজই ভিন্‌দেশে চলে যাব।

ময়না। তাই যা—তাই যা বেইমানরা। যে মাটির বুকে জন্ম নিয়ে—তার ফসল আর জল খেয়ে মানুষ হলি, সেই মাটির মায়া ছেড়ে ভিন্‌দেশে গিয়ে যদি তোদের শান্তি হয়—চলে যা তোরা এই মুহূর্তে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, গায়ের জ্বালায় শুধু ছটফট করেই মরবি, রাজাকে শাস্তি দিতে পারবিনি।

বাহুক। না পারি তো বাপ-ব্যাটায় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু তোর কাছে ফিরে আসব না। চল্—চল্ কুন্দহুয়া, এক

কাপড়ে আমরা বেরিয়ে যাই চল্। নসীবে থাকে তো এর চেয়েও বেশি সুখে থাকব।

কুন্দন। সুখ-সম্পদ আমি চাই না বাপি, চাই শুধু প্রতিশোধ নিতে।

বাহুক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেব, যা দেখে দুনিয়ার আর্য-মানুষরা আর কখনো কোনদিন কোন নীচজাতের ছেলেকে এমনি মিনিদোষে শাস্তি দিতে সাহস পাবে না। [কুন্দনের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে ব্রাহ্মণবেশে নন্দী আসিল।

নন্দী।—

গীত

যেও না—যেও না হিংসাপূজায়।
হারায়ে ফেলিলে পুণ্যের কড়ি,
কি দেবে সেদিন জীবন খেয়ায়॥

বাহুক। কে—কে তুমি? যাবার রাস্তায় আমাদের আগল দিয়ে কেন ভয় দেখাচ্ছ?

নন্দী।—

পূর্ব-গীতাংশ

আমি মঙ্গলময় দেবতার সাথী,
দীন হীনের হই ব্যথার ব্যথী,
কর্মীর রথের হই রে সারথি,
যে জন চলে আমার কথায়॥

বাহুক। না—না, তোমার কথায় আমরা চলব না। বাপ-ব্যাটায় শপথ করে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, রাজার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে

তবে সকলের হিতকথায় কান দেবো। আয়—আয় ব্যাটা কুন্দমুয়া, চলে আয়।

[কুন্দনকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

নন্দী। উপায় নেই—উপায় নেই, মহামায়ার মায়ায় ওরা অভিভূত কার সাধ্য ওদের ফেরায়!

[প্রস্থান।

ময়না। চলে গেল! কাটা হাতে ছেলেটা তার বাপের সাথে ক্ষেপে চলে গেল? কিন্তু আমি একি করলুম? স্বামী-পুত্তুরের মায়া ছেড়ে—না-না, ঠিক করেছি। আমি চলে গেলে শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যেবাতি দেখাবে কে? মেয়েদের সবার চেয়ে বড—সিঁথির সিঁদুর আর সোয়ামীর ভিটে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কোলাপুরের অন্তঃপুর

উন্মাদিনীর ন্যায় মালাবতী আসিল।

মালা। ওরে কে আছিস? মহারাজকে সংবাদ দে, রাজ্যের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে রাজকর্মচারী পাঠাতে হবে। বুঝি এতদিন পরে কোলাপুরে মহাসর্বনাশ হয়ে যায়!

ছুটিয়া মণিরথ আসিল।

মণিরথ। মা—মা, কি হলো? আমার কাছে ঘুমোতে ঘুমোতে এমন ধড়ফড় করে উঠে, চেঁচাতে চেঁচাতে, বাইরে ছুটে এলে কেন?

মালা। কেন—কেন—[যেন চমক ভাঙিল] আমি স্বপ্ন দেখেছি বাবা, বড় দুঃস্বপ্ন।

মণিরথ। কি দুঃস্বপ্ন মা?

মালা। সেকথা বলতেও বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই দেখ—এই দেখ, এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে! ওরে, ভোরের স্বপ্ন যে মিথ্যে হয় না।

মণিরথ। কি স্বপ্ন দেখে তোমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে মা?

মালা। যেন একটা রাক্ষস রাজধানীতে ঢুকে সব প্রজাদের ধরছে আর ঘাড় মটকে রক্ত খাচ্ছে। আমি শিবমন্দির থেকে ঠাকুরপ্রণাম করে প্রাসাদে ফিরছিলুম, আমাকে দেখে ধরতে ছুটে এল, আমি দৌড়ে পালিয়ে আসছি, সেও পিছু পিছু ছুটেছে; প্রাণপণে ছুটছি,

সেও যেন ধরে ফেলেছে বলে মনে হলো। এমন সময় ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে পড়লুম।

মণিরথ। স্বপ্নে রাক্ষস দেখে তুমি এত ভয় পেয়েছ যে, চেঁচাতে চেঁচাতে বাইরে ছুটেছিলে?

মালা। ছুটে যাব না? ওরে, ভোরের স্বপ্ন, নিশ্চয় রাজ্যে কোন অমঙ্গল হবে।

মণিরথ। বাবার মুখে শুনেছি, সব অমঙ্গল আমাদের ইষ্টদেবতা মঙ্গলময় শিবসুন্দর দূর করে দেন, তাঁকে ডাক মা!

মালা। এ্যাঁ, তাই কি?

মণিরথ। হ্যাঁ মা!

গীত

ডাক মঙ্গলময় শিবসুন্দরে।
অশ্রুর পূজা নিয়ে যে দেবতা, ঘুচাবেন বাধা মঙ্গল করে॥
বিপদ জলধি পার হবে যদি—
ভোলা মহেশ্বরে ডাক নিরবধি,
কাণ্ডারীর বেশে আসি গুণনিধি, পাড়ি দেবেন মা গো দুস্তর সাগরে॥

ধর্মরথ আসিল।

ধর্মরথ। ওরে না—না বাপ, এ দুস্তর সাগরে মঙ্গলময় শিবসুন্দর কাণ্ডারী হয়ে পাড়ি দেবেন না।

মণিরথ। কেন জ্যাঠামশাই, শিবসুন্দর তো দয়াল দেবতা।

ধর্মরথ। তাঁর দয়ার অন্ত নেই মণিরথ! নইলে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তের পূজার ডালা মাটিতে ফেলে দিয়ে যে-মুহূর্তে তোর বাবা আদেশ দিয়েছিল তার ডানহাতটা কেটে দিতে—

মালা। এঁ্যা। কবে—কবে দাদা?

ধর্মরথ। কাল সকালে মা! একটা চাঁড়ালের ছেলে শিবসুন্দরের মানসিক পূজা দিতে মন্দির-চত্বরে এসেছিল, এই অপরাধে সুরথ তার পূজার ডালা মাটিতে ফেলে দিয়ে, সেই মুহূর্তে সেনাপতিকে আদেশ দিলে তার ডানহাতটা কেটে দিতে।

মালা। তারপর—তারপর?

ধর্মরথ। তারপর আর কি! প্রভুভক্ত সেনাপতি কাজ দেখালেন, সেই অচ্ছুৎ চাঁড়াল ছেলেটার ডানহাতখানা কেটে দিলে।

মালা। তাই—তাই দেবাদিদেব মহেশ্বরের ক্রোধদৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে রাজধানীর মাঝে সেই রক্তপায়ী রাক্ষস।

ধর্মরথ। রাক্ষস!

মণিরথ। হ্যাঁ জ্যাঠামশাই! মা ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখেছে, একটা রাক্ষস নাকি রাজধানীতে ঢুকে যে প্রজাকে দেখে, তারই ঘাড় মট্‌কে রক্ত খায়। এমন সময় মা তার চোখে পড়তে সে পিছু পিছু তাড়া করে এল।

ধর্মরথ। রাক্ষস নয় বাবা, রাক্ষস নয়। রাক্ষস মূর্তিতে ক্রোধান্ধ জীবন্ত অভিশাপ। উপায় নেই—উপায় নেই, শঙ্করের ক্রোধাগ্নিতে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মুকুট হাতে সুরথ আসিল।

সুরথ। মহাপাপী সুরথ রাজ্য থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিলে আর তা হবে না দাদা!

মালা। ওগো, কি সর্বনাশ করেছ? অচ্ছুৎজাত বলে কোন শিবভক্ত পূজার্থীকে কঠোর দণ্ড দিয়েছ?

সুরথ। সমাজের চির অবজ্ঞেয় একটা চাঁড়াল ছেলেকে। কিন্তু সে তো আমার বিধান নয় রাণী, সমাজের বিধান। রাজা আমি, সমাজ-শিরোমণি। আমি যদি তাকে দেবমন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার দিতুম, তাহলে আর্যসমাজ আমাকে নিন্দে করত।

ধর্মরথ। আর্যসমাজের তুচ্ছ নিন্দের ভয়ে—

সুরথ। মঙ্গলময় শঙ্করের ক্রুদ্ধ শাপ মাথায় তুলে নিয়েছি, এই বলবে তো? কিন্তু বল দেখি দাদা, উচ্চ-নীচ বিচার মানুষের মনে কে জাগিয়ে দিয়েছিল? কার নামে এতদিন সমাজস্রষ্টারা কঠোর ভেদনীতি প্রবর্তন করে এসেছে? কাকে উপলক্ষ্য করে আর্য-রাজারা অচ্ছুৎজাতির মানুষদের শাসন করে এসেছে? সে জগতের সর্বকর্মের কর্তা দেবাদিদেব মহেশ্বর নয় কি?

ধর্মরথ। না—না, মহেশ্বর নয়, তোর-আমার মত স্বার্থপর মানুষ আর্য-ঋষিরা নিজেদের প্রাধান্য অটুট রাখতে এই নীতি প্রবর্তন করে জাতিকে পঙ্গু করে রেখে গেছে। সত্যিকারের সত্যবাদী ধর্মভীরু শক্তিমান জাতের মানুষরা সব অধিকারে বঞ্চিত হয়ে দূরে থাকবে, আর আর্য-রাজারা সব সুখ-সুবিধে নিয়ে সমাজের মাথা হয়ে স্বেচ্ছাচারের বন্যা বইয়ে দেবে?

সুরথ। তাতেই যদি আর্যরাজ সুরথ অপরাধী হয়ে থাকে, ধর রাজা এই রাজমুকুট, সিংহাসনে বসে পুরোনো নীতির পরিবর্তন করে তুমি নব-নীতিতে রাজ্যশাসন কর, সুরথ চিরদিনের মত রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ধর্মরথ। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে—যাক, তোর সঙ্গে অবান্তর তর্ক করতে চাই না ভাই! থাক্ তুই সমাজশাসকদের নীতি আঁকড়ে, তাতে যদি শঙ্করের ক্রোধদৃষ্টির আগুনে সবংশে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে

হয় ক্ষতি নেই; তবু একবার যাকে হাতে তুলে দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে নিতে পারব না। [প্রস্থানোদ্যত]

সুরথ। দাদা!

ধর্মরথ। তোকে রাজ্যদান করে আমি পেয়েছি এই অমূল্য সম্পদ, [মণিরথকে ক্রোড়ে ধরিল] আবার ওটা ফিরিয়ে নিয়ে এ সম্পদ হারাতে পারব না সুরথ!

[মণিরথকে লইয়া প্রস্থান।

মালা। এমন দেবতার স্নেহের দান পেয়ে আবার তা কোন্ লজ্জায় ফিরিয়ে দিতে এসেছিলে স্বামী!

সুরথ। দাদা আর্য-গৌরবের অমর্যাদা করে অচ্ছুৎজাতকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে চায় রাণী। তাই আমি—

মালা। অভিমানে দাদার দেওয়া রাজ্য ফিরিয়ে দিতে এসেছিলে। কিন্তু স্বামী, অনার্যরাও তো মানুষ!

ময়না আসিল।

ময়না। তোমাদের আর্য-মানুষরা তা স্বীকার করে না রাণী!

মালা। একি! কে তুমি?

ময়না। তোমার সোয়ামী যে চাঁড়াল-ছেলেটার শঙ্করপূজার ডালা-ধরা হাত কেটে দিয়েছিল, আমি তার মা।

সুরথ। নীচ চাঁড়াল রমণী!

ময়না। তোমার রাজবাড়িতে পা দিয়েছে বলে সারা বাড়িটাই অশুদ্ধ হয়ে গেল, না?

মালা। না-না, তা যায়নি। দেব-মন্দিরে তোমাদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও, প্রাসাদে প্রবেশাধিকার আছে বৈকি।

স্থরথ। এখানে কেন এসেছ ?

ময়না। কৈফিয়ত চাইতে।

স্থরথ। কিসের কৈফিয়ত ?

ময়না। আমার ছেলের হাত কেটে দেওয়ার।

স্থরথ। সে তো জানই, অচ্ছুৎজাত হয়ে জেনেশুনে দেবমন্দিরের চত্বরে উঠেছিল—

ময়না। সেই অপবাধে তাব হাত কেটে নিয়ে চিবদিনের মত তাকে অকেজো করে দিলে রাজা ?

স্থরথ। গুরু অপবাধে লঘুদণ্ডই হয়েছে, সমাজের বিধানে প্রাণদণ্ড হয়।

ময়না। ও সমাজ গোল্লায যাবে।

স্থরথ। বাড়ি বয়ে ঝগড়া করতে এসেছ কিসের জোরে ?

ময়না। মনের জোরে। শোন রাজা, তোমার অবিচারের বিহিত করতে আমার সোয়ামী হাতকাটা ছেলেটাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

স্থরথ। তাই বুঝি ভয় দেখাতে এসেছ ?

ময়না। ভয় দেখাতে নয়। তোমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে, কেন ছেলের হাত কেটে নিয়ে আমাকে সোয়ামী-পুত্তুরহারা করলে ?

স্থরথ। সে কৈফিয়ত দেবো না।

ময়না। দিতে হবে। জেনো রাজা, আমি আর্য-মানুষের কুলের বৌ নই, অচ্ছুৎ ছোটলোকের মেয়ে, সিংহীর ঘরওয়ালী সিংহিনী।]

স্থরথ। কি করবে ?

ময়না। আমার পাড়ার চাঁড়াল ভাইদের ক্ষেপিয়ে খাজনা বন্ধ করাব, তারপর পদে পদে তোমাকে জব্দ করব।

সুরথ। বটে! এই, কে আছিস—আমার চাবুক নিয়ে আয়! চাবকে বিদ্রোহিনী ছোটলোকের মেয়ের পিঠের ছাল তুলে নেব।

মালা। না—না, তা করো না মহারাজ! এই সতী-সাধ্বীর পিঠে চাবুক মারলে—

গীতকণ্ঠে বালিকারূপিণী দুর্গা আসিল।

দুর্গা।—

গীত

মহাসতী মা পাবে রে বেদনা।
সব অপরাধে ক্ষমা পায় ছেলে,
শুধু সহে না—সহে না সতীর যাতনা।
পাপভারে আজ ধরণী পীড়িতা,
তবু বিতরে করুণা জগতের পিতা,
মা আসিবে রে ঘুচাইতে ব্যথা,
যদি চাস পরিত্রাণ তার পূজা দে না॥

সুরথ। কে তুমি—কে তুমি বালিকা? শিবপূজারী সুরথের অন্তঃপুরে এসে দাঁড়িয়ে নারী-দেবতার পূজা দিতে বলছ?

দুর্গা। আমি মায়ের সেবিকা।

সুরথ। ও, তাই মাতৃপূজায় উৎসাহ দিতে এসেছ? যাও—যাও, অন্য কারো দ্বারে নারী-দেবতার পূজা চাওগে, সুরথ জীবনে এক বিশ্বনাথ ভিন্ন কারো চরণে পূজা দেবে না।

দুর্গা। আজ না দিলেও, একদিন তোমাকে দিতে হবে রাজা!

সুরথ। কি বলব! একে বালিকা, তায় গৈরিকবাস পরে আছ। নইলে—

দুর্গা। আমার গলাটা কেটে দিতে? তা তুমি পারবে না রাজা,

পারবে না। শিবপূজার বিল্বদল ভক্ত-শোণিতে স্নান করেছে, তুমি দেবপূজায় ভ্রষ্ট হয়েছ, এখন বাঁচতে হলে তোমাকে দেবীপূজা দিতেই হবে।

সুরথ। তবে রে দাম্ভিকা বালিকা—[অসি নিষ্কাসন ও দেবী দুর্গার অন্তর্ধান।] একি, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কোথায় মিলিয়ে গেল বালিকা?

মালা। এখনো বুঝতে পারনি স্বামী? ও সামান্যা বালিকা নয়, বালিকা-মূর্তিতে দেবী মহেশ্বরীর প্রিয়সঙ্গিনী।

ময়না। তোমাদের পাপের সীমা আকাশ ছাপিয়ে গেছে রাণী। এখনো যদি বাঁচতে চাও তো মানুষকে মানুষের অধিকার দাও।

[প্রস্থান।

সুরথ। মানুষকে মানুষের অধিকার দাও, মানুষকে মানুষের অধিকার দাও! কিন্তু মনুর নিয়মের ব্যতিক্রম করে আজ যদি—না-না, তা হবে না। নীচ চিরদিন নিচেই পড়ে থাকবে, কারো ভয়ে আমার দৃঢ়সঙ্কল্প ভাঙবে না, শিবপূজার হাতে কোনদিন নারীমূর্তির পূজা দেবো না।

[প্রস্থান।

মালা। বুঝলে না, বারবার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েও অন্ধ স্বামী আমার এখনো বুঝলে না। এই পাপেই সব যাবে, সব যাবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্য দেশ

কুন্দন ও বাহুক আসিল।

কুন্দন। আর যে খিদের জ্বালা সইতে পারি না বাপি! দু'দিন দু'রাত হেঁটে কোলাপুরের সীমানা পার হলুম। তুইও দিব্যি করেছিলি কোলাপুরের জল পর্যন্ত খাব না। সীমানা পেরিয়ে মড়ার মত এসে ওই নদীর জল আঁজলা ভরে খেয়ে পিয়াস মিটিয়েছি, কিন্তু খিদেয় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি অবধি হজম হয়ে যাচ্ছে।

বাহুক। তা তো হবেই রে বাপ! জোয়ান ছেলে, দিনে চার-চারবার পেটভরে খেতিস, আর দু-দুটো দিন উপোস তোর ধাতে সইবে কেন!

কুন্দন। কি হবে বাপি, কিছু খেতে না পেলে আমি আর এখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারব না।

বাহুক। তাই তো রে ব্যাটা, তুই যে ভারী ভাবিয়ে তুললি। গভীর জঙ্গলের ভেতর গাঁ-ঘরের নামগন্ধও নেই, এখানে কিই বা পাব আর কিই বা খাওয়াব! এতটা জংলা-পথ এলুম, কোন গাছে তেমন ফল-পাকড়ও নজরে পড়লো না। এ জঙ্গলে দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে নাকি?

কুন্দন। জঙ্গলে দুর্ভিক্ষ লাগেনি বাপি, দুর্ভিক্ষ লেগেছে আমাদের বরাতে। নইলে এতবড় জঙ্গলে দু-চারটে ফলও নেই?

বাহুক। সেই তো ভাবছি রে ব্যাটা!

কুন্দন। ভাবনার আর দরকার নেই বাপি, জঙ্গলের গাছপালারা

যখন বাদ সেধে আমাদের ফল দিচ্ছে না, তখন বনের জন্তু শিকার করে পুড়িয়ে খাব।

বাহুক। তবে তাই হোক ব্যাটা! তুই এখানে বসে খানিকটা জিরিয়ে নে, আমি হরিণ বা খরগোস খোঁজ করে দেখি পাই কিনা।

কুন্দন। তুই একা যাবি কেন বাপি? চল্, বাপ-ব্যাটায় জঙ্গলের দু'পাশে খোঁজ করি।

বাহুক। না-না, তোকে আর কমজোরী দেহে খোঁজ করতে হবে না বাপ, আমি একাই খোঁজ করে একটা খরগোস কি হরিণ শিকার করে শীগগির ফিরব। [প্রস্থান।

কুন্দন। আজ বুঝতে পারছি বাপির গায়ে এখনো হাতীর বল আছে। এতখানি বয়েসে এখনো দু'দিন দু'রাত উপোস করে ঠিক চলাফেরা করছে, ক্ষিধে-তেষ্টায় একটুও টলেনি, কাজে ফুর্তিও কমে যায়নি। শঙ্কর ভগবান—শঙ্কর ভগবান! তোর মন্দিরের সামনে রাজা হাত কেটে নিয়েছে, তার বিহিত করতে আমরা বাপ-ব্যাটায় তোর নাম নিয়ে বেরিয়েছি। দেখিস দেবতা, যেন পথের মাঝে কোন বিপদ না ঘটে। [নেপথ্যে বহুকণ্ঠে 'ওই পালালো—ওই পালালো' রব উঠিল] ওকি! একটা হরিণ যে লাফ দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পালাচ্ছে! জয় শঙ্কর ভগবান! ওই আমার ক্ষিধের খাবার তুই পাঠিয়েছিস, তুই পাঠিয়েছিস।

[ভল্ল তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া প্রস্থান।

সঙ্গে সঙ্গে বর্ম-চর্ম পরিহিতা ভল্ল হাতে
মৃগয়ার্থিনী ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। ওই—ওই তো, বন থেকে হরিণটা বের হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে

পালাচ্ছে। কোথায় পালাবি চতুর হরিণ! এইবার তোর সব চাতুরীর শেষ হবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

ছুটিয়া শার্দ্দূল সিংহ আসিল।

শার্দ্দূল। ওই—ওই বন থেকে হরিণটা বেরিয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে! ওই রাজকুমারী শিকারের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ভল্ল তুলে হরিণের পিছু পিছু দৌড়োচ্ছে! চমৎকার—অতি চমৎকার! ওই বীরাঙ্গনাই আমার কামনার মানসী প্রতিমা। ও কি! একসঙ্গে দু-দুটো ভল্ল হরিণটাকে বিঁধেছে! কি ব্যাপার দেখতে হলো।

[প্রস্থান।

রক্তাক্ত হরিণ-স্কন্ধে কুন্দন, পশ্চাতে
ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। ও হরিণ আমি মেরেছি, আমাকে দাও।

কুন্দন। কক্ষনো না। এ হরিণ আমার হাতিয়ারে মরেছে, তাই আমি নিয়েছি।

ধীরা। তুমি ও হরিণ পেতে পার না, কারণ আমার ভল্লই ওকে আগে বিঁধেছে।

কুন্দন। মিছে কথা। আমার বর্শার ফলা আগে গিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে।

ধীরা। ও বর্শা তোমার ছোঁড়া নয়।

কুন্দন। হুঁশিয়ার! মিথ্যে বলো না। কুন্দনের লক্ষ্য কথনো ব্যর্থ হয় না।

ধীরা। তোমার ডানহাত নেই, বাঁ-হাতে বর্শা ছুঁড়ে দৌড়োনো হরিণ মারা অসম্ভব।

কুন্দন। কে বলে অসম্ভব?

ধীরা। আমি বলি।

কুন্দন। তুমি জোর করে বলছ। দেখছো না, দু-দুটো বর্শার ঘা লেগেছে এই হরিণটার গায়ে?

ধীরা। হ্যাঁ, দুটো বর্শার ফলা বিঁধে হরিণটা মরেছে। তবে একটাও তোমার ছোঁড়া বর্শার ঘা নয়। একটা আমার, আর একটা—

শার্দুল সিংহ আসিল।

শার্দুল। সেনাপতি শার্দুল সিংহের।

ধীরা। শুনলে তো? দাও, এইবার দিয়ে দাও আমার শিকার করা হরিণটা।

কুন্দন। কক্ষনো নয়। এ লোকটা মিছে বলছে।

শার্দুল। খবরদার! আবার আমাকে মিথ্যাবাদী বললে, এখনি মাথাটা কেটে নেব।

কুন্দন। মুখে ওরকম মাথা কেটে নেবার কথা বলে আর্যদের মধ্যে অনেক জোয়ানই মরদানি দেখায়। মাথা নিতে এলে নিজের মাথাটাও দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হয় জোয়ান!

শার্দুল। কি বললি ছোটলোক অনার্য!

কুন্দন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেই এক বুলি, এখানেও সেই বুলি। সারা দুনিয়ায় মানুষের কদর মানুষে করে না, শুধু কদর সাজ-পোশাকের আর উঁচুজাতের।

শার্দুল। উঁচু যারা, চিরদিন তারা তোদের মাথায় লাথি মেরে চলবে। কথা বলতে এসেছিস কি মরেছিস। এখন দে, দিয়ে দে আমাদের শিকার করা হরিণটা।

কুন্দন। কেন দেবো? এ হরিণের পেটে আগে আমি বর্শা মেরেছি, পরে এই মেয়েটার বর্শা গিয়ে এর পিঠে লেগেছে।

শার্দুল। আবার মিথ্যা কথা ছোটলোক অনার্য! এখনো বলছি, হরিণটা দিয়ে দে। নইলে—

কুন্দন। নইলে কি করবে আর্য জোয়ান?

শার্দুল। এখনি লাথি মেরে তোকে পথের ওপর ফেলে দিয়ে হরিণটা কেড়ে নেব।

কুন্দন। কি, লাথি মারবে?

শার্দুল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, একবার নয়, বারবার এই লাথিতে তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—শার্দুল সিংহ মুখে যা বলে, কাজে তাই করে। [পদাঘাত করিল]

কুন্দন। [হরিণ ফেলিয়া দিয়া কুন্দন বামহস্তে শার্দুলের গলদেশ ধরিতে গেল] তবে রে মিথ্যুক পাজি—

শার্দুল। [তরবারি বাহির করিয়া] সাবধান ছোটজাত, এইবার যমের বাড়ি চলে যা। [কুন্দনকে আঘাত করিতে গেল]

ধীরা। [বাধা দিয়া] ওকে মেরো না শার্দুল সিংহ, বন্দী করে দাদার কাছে নিয়ে চল।

শার্দুল। রাজভগ্নি!

ধীরা। ও হরিণটাকে ভল্ল মেরে সেই ভল্লটাও আর কুড়িয়ে আনেনি, সুতরাং নিরস্ত্রকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের নীতিবিরুদ্ধ।

কুন্দন। হরিণ মারার আমোদে বর্শার কথা ভুলেই এই বিপদ

ঘটেছে। দু-দুটো দিন উপোস, তাই হরিণ পুড়িয়ে খাব বলে ছুটেছিলুম।

ধীরা। হরিণ পুড়িয়ে খাবে?

কুন্দন। হ্যাঁ। বনের গাছে ফল নেই, আর্যরা জানোয়ার, তাই রাক্ষসের মত ক্ষিধের জ্বালায় হরিণ পুড়িয়ে খাব।

ধীরা। তা খেতে হবে না। চল, আমি তোমাকে খেতে দেবো।

কুন্দন। তুমি খেতে দেবে?

ধীরা। হ্যাঁ। বন্দীকে উপোস রাখা উচিত নয়।

কুন্দন। বন্দী! আমি তোমাদের—

ধীরা। বন্দী। ভেবে দেখ—নিরস্ত্র তুমি, বন্দিত্ব স্বীকার না করলে মরতে হবে।

কুন্দন। মরতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আমার বাপি—

ধীরা। তোমার বাপি?

কুন্দন। হ্যাঁ। আমার ক্ষিধের খাবার জোগাড় করতে সেও গেছে জঙ্গলের ভেতরে।

শার্দুল। জঙ্গলের ভেতরে জানোয়ারদের সঙ্গে তোর বাপি জানোয়ার হয়েই বাস করুক, এখন তুই চল্ বন্দী হয়ে। [বন্দী করিতে গেল]

কুন্দন। [দুই পদ পিছাইয়া গিয়া] না-না, আমাকে বিনা লড়াইয়ে বন্দী করো না। একবার—একটিবার হাতিয়ার ধরবার মৌকা দাও, তারপর পার তো লড়াইয়ে হারিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেয়ো।

শার্দুল। না—না, তা হবে না। [বন্দী করিল] চল্—চল্ ছোটলোক অনার্য!

কুন্দন। দিলে না—দিলে না, ক্ষিধের খাবার পেলুম, কিন্তু পাথরের তৈরি আর্য-মানুষ তাও খেতে দিলে না। শঙ্কর ভগবান, শঙ্কর ভগবান! না—না, আর তোকে ডাকবো না। তুই দয়াল নোস, পাথর—পাথর, এই আর্য-মানুষদের মত তুইও পাথর।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্ত্রের প্রাসাদ-পার্শ্ববর্তী উদ্যান

নকুল সেন আসিল।

নকুল। উৎসব—উৎসব, চারিদিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। আদরের বোন ধীরাবতীর জন্মোৎসবে রাজপুরীর সকলে যেন নতুন জীবন নিয়ে আজকের ভোরে জেগে উঠেছে। কিন্তু যার জন্মোৎসব, সে তো শিকার করে ফিরে এলো না! তার সাধ, বন থেকে শিকার করে যে পশু আনবে, সেটাকে এই বাগানের মাঝে টাঙিয়ে রেখে নিমন্ত্রিতদের দেখাতে হবে যে, বোন আমার বিদুষী রমণী হলেও অসাধারণ শক্তিময়ী।

ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। সে শক্তির গর্ব আমার চুরমার হয়ে গেছে দাদা!

নকুল। কে? বোন ধীরা? আয়—আয়, কাল রাত থেকে

আমি যে কি চিন্তা করছি তা মুখে বলা যায় না বোন! হ্যাঁ, কি বলছিলি? তোর শক্তির গর্ব চুরমার হয়ে গেছে? কেন—কেন?

ধীরা। আমার লক্ষিত শিকারের ওপর একসঙ্গে দুটো ভল্ল পড়ে আমাকে অপদস্থ করছে দাদা!

নকুল। অপদস্থ করেছে তোকে? কে—কে সেই দুঃসাহসী শিকারী?

মৃত হরিণ-স্কন্ধে বন্দী কুন্দনকে লইয়া
শার্দূল সিংহ আসিল।

শার্দূল। এই ছোটলোক অনার্যটা।

নকুল। [কুন্দনের আপাদমস্তক দেখিয়া] শক্তিমান বটে। কিন্তু এর ডানহাত নেই, বাঁ-হাতে—

কুন্দন। বর্শা ছুঁড়ে আমি এই হরিণটাকে আগে মেরেছি।

শার্দূল। খবরদার! মিথ্যা কথা বললে এখনি মাথাটা কেটে নেব।

নকুল। শার্দূল সিংহ! বিচারক তুমি নও।

শার্দূল। তা জানি মহারাজ, কিন্তু এই ছোটলোক অনার্যটা—

নকুল। তোমার চেয়েও শতগুণ বলবান।

ধীরা। আমারও তাই অনুমান দাদা! একসঙ্গে দুটো ভল্ল বিঁধে এ হরিণটা মরেছে। একটা ভল্ল আমার, আর একটা ভল্ল—

শার্দূল। আমার নিক্ষিপ্ত ছিল।

কুন্দন। হুঁশিয়ার জোয়ান, মিছে কথা বলো না। সবার আগেই আমি বর্শাটা এই হরিণের পেট লক্ষ্য করে মেরেছি।

নকুল। হুঁ! তোর কোন্ অংশে লক্ষ্য ছিল বোন?

ধীরা। হরিণের পিঠে।

নকুল। আর তোমার কোন্ অংশে লক্ষ্য ছিল শার্দুল সিংহ?

শার্দুল। হরিণের সর্বাঙ্গে।

নকুল। তুমি মিথ্যাবাদী।

শার্দুল। মহারাজ!

নকুল। শিকারী কখনো কোন পশুর সর্বদেহ লক্ষ্য করে শিকার করে না। তুমি শুধু মিথ্যাবাদী নও, অপদার্থ। এই অনার্য যুবক সত্য কথাই বলেছে। একটা ভল্ল ধীরার নিক্ষিপ্ত, আর একটা ভল্ল ওরই ছিল।

ধীরা। তা হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু কার ভল্লে হরিণ মরেছে, কে আগে ওকে বিঁধেছে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনই করা দরকার দাদা।

নকুল। নিশ্চয়। কারণ তোর আজকের জন্মতিথিতে নিমন্ত্রিতরা এসে তোর শিকার করা পশু দেখে প্রমাণ নিয়ে যাবে যে, নকুল সেনের ভগ্নী বীরাঙ্গনা।

শার্দুল। রাজকন্যা প্রকৃত বীরাঙ্গনা। মীমাংসা করার দরকার নেই মহারাজ। এই মৃত হরিণই নিমন্ত্রিতরা এসে দেখবে।

নকুল। আমি তোমার মত মিথ্যাবাদী নই সেনাপতি যে, একজনের গৌরব-লব্ধ শিকার কেড়ে নিয়ে আমার বোনের গৌরব বাড়াব।

ধীরা। তাহলে শিকারের মীমাংসা—

নকুল। আমি করে দিচ্ছি বোন। অনার্য যুবক, তুমি এই হরিণটা শিকার করেছিলে কেন?

কুন্দন। পুড়িয়ে খাব বলে।

নকুল। পুড়িয়ে খাবে বলে?

কুন্দন। হ্যাঁ রাজা। দু-দুটো দিন উপোসী আমি, বসে বসে দেখতে পেলুম বন থেকে এই হরিণটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে পালাচ্ছে। তাই চোখের পলকে আমার পাশে রাখা বর্শাটা হরিণের পেট তাক্ করে ছুঁড়ে মেরেছিলুম।

নকুল। তুমি যখন বর্শা ছোঁড়, তখন আমার ভগ্নীকে দেখতে পাওনি?

কুন্দন। না রাজা, কোনদিকে নজর দেবার আমার সময় ছিল না। তখন একমাত্তর পেটের জ্বালা আর সামনের শিকারই ছিল লক্ষ্য।

নকুল। আর কোন চিন্তা নেই বোন! শিকারের মীমাংসা হয়ে গেছে।

শাদুর্ল ও ধীরা। হয়ে গেছে?

নকুল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হয়েছে। এ হরিণ মরেছে এই অনার্য যুবকেরই ভল্লে।

শাদুর্ল। মহারাজ!

ধীরা। দাদা!

নকুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মীমাংসা—মীমাংসা, এই চরম মীমাংসা।

কুন্দন। তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও রাজা, হরিণ নিয়ে আমার বাপির কাছে যাই।

নকুল। হরিণ তুমি পাবে, কিন্তু মুক্তি পাবে না।

কুন্দন। সেকি! তাহলে আমি—

নকুল। বন্দী—বন্দী, মদ্ররাজ নকুল সেনের বন্দী।

কুন্দন। শিকারের মীমাংসা যখন হয়ে গেল, তখন কি অপরাধে আমাকে বন্দী করছ রাজা?

নকুল। রাজকন্যার লক্ষিত শিকার নষ্ট করার অপরাধে। শোন যুবক! এ রাজ্যের নিয়ম, রাজা বা রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যা যে-কেউ জঙ্গলে শিকার করতে যাবে, সেই জঙ্গলে অন্য কেউ একটা পাখি পর্যন্ত মারতে পারবে না। তুমি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে রাজকন্যাকে অপদস্থ করেছ—ওর লক্ষ্য করা এই হরিণটা মেরে। সুতরাং এই অপরাধে তোমাকে দশ বছর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

কুন্দন। এ অবিচার।

নকুল। অবিচার!

কুন্দন। আলবৎ! এই অবিচারের হাড়িকাঠে আমার ডানহাত বলি দিয়েছি, আজ আবার দশ বছরের কারাগারে গিয়ে বলি দিতে হবে নিজের সব আশাকে।

শার্দুল। শুধু আশা নয়, ভবিষ্যতে বলি দিতে হবে তোর পশু-জীবন।

কুন্দন। আমার পশুজীবন নয় শয়তান সেনাপতি, পশু তোমরা। বনের পথে আমার মাথায় লাথি মেরে সে পরিচয় দিয়েছ তুমি, আর তোমার রাজা বিচারের ছলে সাধুতা দেখিয়ে আমাকে বন্দী করে রাখছে বোনের গর্বটা বাড়াবার জন্যে। এর জবাবও সেই জঙ্গলেই দিতে পারতুম, যদি হাতিয়ারটা কাছে থাকতো। কিন্তু কি করব, উপায় নেই। তাই সিংহীর বাচ্ছা আজ শিয়ালের লাথি খেয়ে এই শিয়ালরাজার বন্দী হচ্ছে।

নকুল। সাবধান উদ্ধত যুবক! এখনি মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে নেব।

কুন্দন। মাথা নিতে যারা পিছপাও নয়, মাথা দিতে তারা একটুও টলে না ধূর্ত রাজা। নাও—নাও, কেটে নাও আমার মাথা। যদি শঙ্কর ভগবান সত্যি হয়, তাহলে সেই কাটা মাথার তাজা রক্ত থেকে আমার মত হাজার হাজার জোয়ান বেরিয়ে তোমাদের এই সুখের রাজ্যটা শ্মশান করে ফেলবে।

নকুল। তার আগেই তোকে নরকে পাঠিয়ে দেব। সেনাপতি! বন্দী অনার্য যুবককে এখন অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যাও। আগামী কাল প্রভাতে দামামা বাজিয়ে নগরবাসীদের জড়ো করে, সকলের সামনে ওকে ক্ষুধার্ত বাঘের পিঁজরায় ফেলে দেবে।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—'পিঁজরা ভেঙে বাঘটা বাগানে লাফিয়ে পড়েছে, কে আছ, পালাও—পালাও!']

শার্দুল। ওকি! সর্বনাশ, বড় বাঘটা যে পিঁজরা ভেঙে বাগানে লাফিয়ে পড়েছে মহারাজ।

নকুল। তাইতো, এইদিকেই যে আসছে। [ঘন ঘন ব্যাঘ্রের গর্জন হইতেছিল]

ধীরা। কি হবে—কি হবে দাদা? রক্ষী-প্রহরীরা যে যার প্রাণভয়ে পালাচ্ছে, কেউ বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করছে না।

নকুল। অপদার্থ, সকলেই অপদার্থ! সেনাপতি, যাও—যাও, বাঘটাকে মেরে ফেল।

শার্দুল। একটা তলোয়ার দিয়ে অতবড় বাঘ মারা সম্ভব নয় মহারাজ! চলুন—চলুন, সকলে পালাবার চেষ্টা করি।

নকুল। আর পালাবার পথ নেই ভীরু। দেখ—দেখ, সামনে সাক্ষাৎ শমন।

কুন্দন। ও শমনের মুখে এইসব নেংটি ইঁদুর যেতে ভয় পায়

রাজা, কিন্তু সিংহীর বাচ্চারা ভয় পায় না। ছাড়—ছাড়, ছেড়ে দে কুকুরের জাত! [হেঁচকা মারিয়া শার্দ্দূল সিংহকে ধরাশায়ী করিয়া] দাঁড়িয়ে দেখ বাঘের সাথে মানুষের লড়াই।

[দ্রুত প্রস্থান।

ধীরা। মানুষে-বাঘে চলে জীবন-মরণ যুদ্ধ, আর দু-দুটো ক্ষত্রিয় মানুষে তাই দাঁড়িয়ে দেখে। এতখানি ভীরুতা এদেরই সাজে, কিন্তু ক্ষত্রিয়াণী ধীরার সাজে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

নকুল। ধীরা—ধীরা, হিংস্র বাঘের সামনে যাসনি।

শার্দ্দূল। তলোয়ার খুলে রাজকুমারী বাঘের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে মহারাজ। চলুন—চলুন, ওঁকে ধরে টেনে আনি। বিলম্বে সর্বনাশ হতে পারে, সত্বর চলে আসুন। [প্রস্থানোদ্যত]

রক্তাক্ত কলেবরে কুন্দন আসিল।

কুন্দন। আর কাউকে যেতে হবে না রাজা, ওই দেখ বাঘটা মরে গেছে।

শার্দ্দূল। এ্যাঁ, মরে গেছে!

ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। হ্যাঁ শার্দ্দূল সিংহ! তোমার নাম শার্দ্দূল কিনা, তাই সত্যিকারের শার্দ্দূল যে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে মরে, সেকথাটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পার না।

নকুল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে এক স্বর্গীয় ছবি ফুটে উঠেছে বোন! এই অনার্য যুবক মানুষ নয়, দেবতা।

কুন্দন। না-না, আমি জানোয়ারের অধম রাজা। দাও—দাও, এবার আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দাও।

নকুল। তাই দেবো বীর যুবক, তোমাকে কারাগারেই দেবো। তবে লোহার শেকলে বেঁধে অন্ধকার কারাগারে নয়, স্নেহের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে—আমার প্রীতির আলোকভরা এই অন্তর-কারায়। [কুন্দনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতে গেল]

ধীরা। [সবিস্ময়ে] দাদা!

নকুল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দণ্ডদাতাদের বাঁচায়, হিংস্র বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ এই প্রথম পেলুম বোন!

শার্দূল। কিন্তু মহারাজ, এ যে ছোটলোক অনার্য।

নকুল। তাই আর্যরাজা নকুল সেন ওকে বুকে নিতে চায়, আর তার সেনাপতির মাথাটা ওর পায়ে নোয়াতে আদেশ করে।

শার্দূল। [সবিস্ময়ে] মহারাজ!

নকুল। অভিবাদন কর অপদার্থ, যাকে লাথি মেরে টেনে এনেছিলি, তার পায়ে তোর পশুমাথাটা রাখ। নইলে [illegible] তোকে বধ করব।

শার্দূল। কিন্তু এ অবিচার।

নকুল। অমানুষের অবিচার, কিন্তু মানুষের বিচার। পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নে।

শার্দূল। আমাকে ক্ষমা কর অনার্য! [পদতলে বসিতে গেলে কুন্দন ধরিয়া তুলিল]

কুন্দন। রাজা—রাজা! আমি বহুত অপরাধ করেছি, আমাকে মাফ কর। [পদতলে বসিল]

নকুল। পায়ে নয়—পায়ে নয়, হে স্বার্থত্যাগী অনার্য যুবক, তোমার স্থান আর প্রাসাদের বাইরে নয়, তোমার স্থান রাজা নকুল সেনের সুরক্ষিত রাজ-অন্তঃপুরে।

[কুন্দনের হাত ধরিয়া ধীরাবতী সহ প্রস্থান।

শার্দুল। এ মহত্ব তোমার ফুৎকারে উড়ে যাবে রাজা। অপেক্ষা কর, আগে ধীরাবতীকে অঙ্কশায়িনী করে নিই, তারপর এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেবো। ওই সিংহাসন থেকে তোমাকে টেনে নামিয়ে আমার এই পায়ের তলায় পিষে মারব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিব-মন্দির চত্বর

ভাস্কর ভট্ট আসিল।

ভাস্কর। উন্নতি নেই—উন্নতি নেই, আর রাজবাড়ির পুরুতগিরিতে উন্নতি নেই। ভাল-মন্দ ফল-পাকোড দধি-সন্দেশ ছাঁদা বাঁধবার সুযোগ-সুবিধেও নেই। না, আর এদেশেও থাকা চলবে না। শুধু আলোচাল আর কদলীসেদ্ধ খেয়ে কদিন বাঁচব!

বালিকামূর্তিতে দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা। যতদিন না রাজা সুরথ পথের ভিখিরী হয়।

ভাস্কর। এ্যাঁ! কে—কে রে তুই ডেঁপো মেয়ে? কোন্ সাহসে মন্দির-চত্বরে উঠে এমন অমঙ্গলের কথা উচ্চারণ ক'রিস?

দুর্গা। অমঙ্গল কি বলছ ঠাকুর? এই তো রাজার ভবিষ্যত মঙ্গলের কথা।

ভাস্কর। ছাই ভবিষ্যত মঙ্গলের কথা। ছুঁড়ি বলে কি গো!

দুর্গা। ঠিকই বলি। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না ঠাকুর! আগে রাজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শিবের ভোগ সাজিয়ে দিত, এখন আর তা দিচ্ছে?

ভাস্কর। না, তা দিচ্ছে না বটে।

দুর্গা। আগে দই-সন্দেশ ক্ষীর-রাবড়ীর হাঁড়ি সাজিয়ে গব্য ঘিয়ের লুচি ভেজে শিবের রাজভোগ হতো, আর এখন—

ভাস্কর। আলোচাল আর কলা-বাতাসা। গেল—গেল, ওই চাল-কলা খেয়ে শিবঠাকুর বুড়োও গোল্লায় গেল, আর এই গরীব বামুন ভাস্কর ভট্টও যমের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে।

দুর্গা। এ তো হবেই।

ভাস্কর। হবেই?

দুর্গা। ~~কিশোর~~। শিবের অন্ধ ভক্ত যারা, তাদের ভবিষ্যতে এমনি নাস্তিকতা আসে।

ভাস্কর। তুই মেয়েটা কে বল্ তো! এসব কথা শিখলি কার কাছে?

দুর্গা। বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে। তারা বলেন, শক্তিবিহীন শিবপূজা হয় না। কিন্তু রাজা সুরথ—

ভাস্কর। চুপ—চুপ। বাতাসেরও কান আছে, কথাটা মহারাজের কানে পৌছলে তোরও ধড়ের ওপর মাথা থাকবে না, আর আমারও—

দুর্গা। পুরুতগিরির চাকরিটি যাবে।

ভাস্কর। শুধু পুরুতগিরি চাকরি? সঙ্গে সঙ্গে ভিটেমাটি চাটি, আর এক কাপড়ে গিন্নির হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ানো।

দুর্গা। কুলপুরুতের অপমান করবে?

ভাস্কর। কুলপুরুত তো তুচ্ছ! দেবীপূজার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলে নিজে শিবঠাকুরও রাজার কাছ থেকে রেহাই পাবে না।

দুর্গা। ওই কথাটা সবাই বলে, কিন্তু জানে না এই শিবের মন্দির শিবের ভক্ত-শোণিতে কলঙ্কিত করে রাজা শিবের কোপে পড়েছে।

ভাস্কর। শিবের কোপে পড়েছে?

দুর্গা। হ্যাঁ গো ঠাকুর। এখন বাঁচতে হলে ওই মন্দিরে শিবের পাশে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করে রাজাকে পূজা দিতে হবে। [একটি দশভুজা মহিষমর্দিনীর প্রতিকৃতি দেখাইল]

ভাস্কর। এঁ্যা! ওরে সর্বনাশ, এ যে দশপ্রহরণধারিণী মায়ের—

দুর্গা। দুর্গামূর্তি। দেখ—দেখ, হাতে নিয়ে ভাল করে মূর্তিটা দেখ না। [ভাস্কর ভট্টের হাতে দিল]

ভাস্কর। এঁ্যা! সত্যিই তো, ছবিটার বেশ একটা জ্যোতি আছে। [নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে] দশ হাতে দশটি মারণাস্ত্র, পায়ের নিচে মহিষাসুর, সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে বেটি অসুরের বুকে মেরেছে মহাশূল। [দুর্গার অন্তর্ধান।] সেই শূল বিঁধে অসুর ব্যাটা কুপোকাৎ, আর মা দুর্গা—

সুরথ আসিল।

সুরথ। ও কার ছবি পুরুতঠাকুর ?

ভাস্কর। এঁ্যা—[কাঁপিতে লাগিল ও প্রতিকৃতি পড়িয়া গেল] ম-ম-মহারাজ—

সুরথ। ছবিটা পড়ে গেল কেন ? কি হলো ঠাকুর ? ও কার ছবি ? [প্রতিকৃতি কুড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে কর্কশ স্বরে] পুরুতঠাকুর !

ভাস্কর। আজ্ঞে। আ-আ-আমি নই মহারাজ। এই একটা—

সুরথ। চুপ কর পাষণ্ড ব্রাহ্মণ। এত স্পর্ধা তোমার, যে আমার আরাধ্য শিবের মন্দিরে এই সংহারিণী পিশাচীর ছবি নিয়ে যাচ্ছিলে পূজা করতে ?

ভাস্কর। না, না মহারাজ। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, আমি এর পূজা করতে—

সুরথ। আবার মিথ্যা কথা !

ভাস্কর। দোহাই মহারাজ ! বিশ্বাস করুন, আমি একবর্ণও মিথ্যে

কথা বলছি না। এ'টা ছোট্ট মেয়ে এসে এই ছবিটা আমার হাতে দিয়ে বললে, শিবের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করগে যা।

সুরথ। একমাত্র বিশ্বনাথ ভিন্ন ইহজীবনে আমি কারো পূজা করিনি। আজ সেই পিশাচীর একটা সেবিকাব যুক্তিতে তুমি এই সংহারিণী দশভুজার ছবি মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছিলে আমার আরাধ্য দেবতার পাশে প্রতিষ্ঠা করে পূজা দিতে! দেখ—দেখ বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ, কেমন পূজা দেয় শৈব সুরথ রাক্ষসী মূর্তির। [মন্দির-চত্বরে প্রতিকৃতি ফেলিয়া দিয়া পদদলিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প উপস্থিত হইল]

ভাস্কর। কি করলেন, কি করলেন মহারাজ?

সুরথ। পূজা—পূজা, রাক্ষসীর পূজা। একি—একি, ভূমিকম্প হচ্ছে, না আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে?

গীতকণ্ঠে দ্রুত দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা।— গীত

কাঁপে জল, কাঁপে স্থল,
কাঁপে আকাশের লোহিত তপন।
থরথরি কাঁপে দেখ পাথরের ভোলানাথ,
অচিরে টুটিবে তোর সোনার স্বপন॥
নাহি পথ, নাহি পথ, নামে আগুনের রথ,
প্রলয়ের কোলে ডুবে যাবে মনোরথ,
সারা জীবনের পূজা বিফল হলো তোর
দেউলের দেবতার উড়ে গেছে প্রাণধন॥

[দ্রুত প্রস্থান।

ভাস্কর। ওই সেই মেয়েটা, ওই সেই মেয়েটা।

সুরথ। কে আছ মন্দির দুয়ারে? ওকে বাঁধ—ওকে বাঁধ।

গীতকণ্ঠে দ্বিজবেশে নন্দী আসিল।

নন্দী।—　　　　　　　　　গীত

বাঁধবে যদি ওই মেয়েকে দেখ রাজা স্বরূপট ওর।
ও যে শিব সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় শব সাধনায় হয় বাজীভোর॥
দশভুজার পূজা নিতে নামলো বেটি ধরণীতে,
তাই ঘুরছে এসে পথে পথে তোমার হাতে পূজা চাই ওর॥

সুরথ। পূজা? হাঃ-হাঃ-হাঃ। শিবপূজারী সুরথের হাতে পূজা পাবে চিরদিন ওই পিশাচী ঠিক এইভাবে—এইভাবে।

নন্দী। এ দৃঢ়তা তোমার অটুট রাখতে পারবে রাজা?

সুরথ। নিশ্চয় পারব। যে হাতে শিবপূজা দিয়ে জীবন সার্থক করেছি, সেই হাতে কোনদিন পিশাচীর পূজা দেবো না।

নন্দী। এ প্রতিজ্ঞার কথা যেন ভুলে যেয়ো না রাজা।

সুরথ। সেদিনও এই মন্দির-চত্বরে এসে আমার মঙ্গল কামনায় গীতের ভাষায় উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলে, আজ আবার এসেছ উপদেশ দিতে? বল—বল ব্রাহ্মণ, তুমি কে?

নন্দী। সে পরিচয় আজ পাবে না রাজা, পাবে পরে।

[প্রস্থান।

সুরথ। আশ্চর্য! কে ওই হিতকামী ব্রাহ্মণ?

ভাস্কর। আজ্ঞে ও বামুনটা—

সুরথ। তোমার মত অর্থলোভী পিশাচ নয়।

ভাস্কর। আজ্ঞে—

সুরথ। শোন ঠাকুর! আমার আরাধ্য বিশ্বনাথের মন্দিরে ওই

পিশাচীর ছবি নিয়ে যাচ্ছিলে পূজা দিতে, এই অপরাধে আমি তোমাকে রাজ্য থেকে চির-নির্বাসিত করলুম।

[প্রস্থান।

ভাস্কর। এঁ্যা—ওরে বাবা, আমার একি সর্বনাশ হলো রে? এখন আমি গিন্নীর হাত ধরে যাব কোথায় রে? হায়—হায়—হায়, আটকুঁড়ির বেটি একটা ছবি হাতে গুঁজে দিয়ে এমন সর্বনাশ ঘটালে! না-না, দেশছাড়া হয়ে গিয়ে আর ঘণ্টানাড়া কাজ করব না। এ কাজে ঘেন্না ধরে গেছে। অন্য দেশে গিয়ে মুটে-মজুরী করে খাব সেও ভাল, পুরুতগিরিতে এই ইস্তফা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অধিরথের কক্ষ

অধিরথ একাকী পদচারণা করিতেছিল।

অধিরথ। ভাই—ভাই, উঠতে-বসতে ভাইঅন্ত প্রাণ। ভাই কিন্তু দাদাকে গ্রাহ্যই করে না। ন্যায্য প্রাপ্য রাজসিংহাসন ছোট ভাইকে ছেড়ে দিয়ে বদান্যতা দেখাবার সময় কি একবারও আমার কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন ছিল না! বোঝা উচিত ছিল না—একবার সিংহাসনে বসালে তার বংশধররাই বরাবর রাজা হবে? সে বদান্যতা দেখিয়ে ফল যা হয়েছে, তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে, তবু উদারতার জের মরছে না।

সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। আমাকে ডেকেছেন রাজকুমার?

অধিরথ। রাজকুমার? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৌ নেই শ্বশুরবাড়ি যায়, গলা নেই গান গায়, আর রাজ্যপ্রাপ্তির ক্ষীণ আশাও নেই—রাজকুমার উপাধি চায়। কেন আর তোমরা উপহাস করে আমাকে রাজকুমার বলে ডাক বল তো সুচেৎ সিংহ?

সুচেৎ। উপহাস?

অধিরথ। নিশ্চয়! আমার বাবা কি রাজা—যে আমাকে রাজ-কুমার বলে ডাক?

সুচেৎ। তিনিই তো প্রকৃত রাজা। তবে স্নেহবশে ভাইকে সিংহাসনে বসিয়েছেন—

অধিরথ। আমার কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি তুলে দিয়ে।

সুচেৎ। রাজপুত্র!

অধিরথ। ডেকো না—ডেকো না, ও-নামে আর ডেকে আমার বুকের দাবানলটা দ্বিগুণ তেজে জ্বালিয়ে দিয়ো না।

সুচেৎ। বুঝেছি, সেদিন মন্দির-চত্বরে দাঁড়িয়ে বড় রাজার আকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করে মহারাজ চাঁড়াল ছেলেটাকে শাস্তি দেওয়ায় আপনি মর্মাহত হয়েছেন।

অধিরথ। তার চেয়েও মর্মাহত হয়েছি, অভিমানের ভানে বাবাকে রাজমুকুট ফিরিয়ে দিতে গিয়ে আবার হাতে করে নেওয়ায়।

সুচেৎ। হুঁ। তাহলে তো দেখছি আপনার ভবিষ্যত—

অধিরথ। ঘোর অন্ধকার। মা নেই, সান্ত্বনা দেবার মত একটা বোনও নেই। বাবা নিজের ছেলের সর্বনাশ করছে দেখে বাধা দেবার

কেউ নেই। কাকার মনোভাব যা বুঝতে পারছি, বাবা চোখ বুজলেই আমাকে প্রাসাদ থেকে চির-বিদায় নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।

সুচেৎ। না—না, তা হবে না। এই সুচেৎ সিংহ যতদিন কোলাপুরে সেনাপতি থাকবে, ততদিন মহারাজ আপনার ওপর কোন অবিচার করতে পারবেন না।

অধিরথ। আশ্বস্ত হলুম। এতদিনে বুঝলুম, আমার দুর্দিনে বুক দিয়ে দাঁড়াবার মত একজন হিতকামী বন্ধু আছে।

মালাবতী আসিল।

মালা। কে তোমার দুর্দিনে বুক দিযে দাঁড়াবার হিতকামী বন্ধু অধিরথ?

অধিরথ। এ্যাঁ! কাকিমা? এ সময়ে আমার মহলে—

মালা। আসবার দরকার হলো বলেই তো তোমার মনের গোপন কথাটার সন্ধান পেলুম অধিরথ!

অধিরথ। না—না, আমি তা—

মালা। একটা শয়তানি চাপা দিয়ে বিশটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ো না অধিরথ! আমি কিছুদিন থেকে তোমার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে মনে মনে এই সন্দেহই করেছিলুম।

অধিরথ। কি সন্দেহ কাকিমা?

মালা। রাজ-সিংহাসনের লোভ তোমার মনে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু সহজে সামনে থেকে চাইলে যা পাওয়া যাবে, তার জন্যে পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে হত্যার ছুরি শানাবার প্রয়োজন কি অধিরথ?

সুচেৎ। হত্যার ছুরি!

মালা। নিশ্চয়! তোমাকেও শয়তানির সাহায্যকারী সাজবার

ফন্দি জুগিয়েছে সুচেৎ। তাই রাজপুত্র হয়েও আজ বেতনভোগী ভৃত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে।

অধিরথ। আমাকে ভুল বুঝবেন না কাকিমা। এমন পশু আমি নই, যে রাজ-সিংহাসনের জন্যে বাবার একই রক্তের ভাই কাকাকে হত্যা করব।

মালা। মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে পড়েই পশু হয় না অধিরথ, দুর্দমনীয় লোভই মানুষকে পশু তৈরি করে। তোমার বাবা স্নেহ-বশে ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রজাদের কাছে দেবতার মর্যাদা নিয়েছেন সত্য, কিন্তু ঘরের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ঈর্ষার দাবাগ্নি। এখন থেকে ওটা নিভিয়ে না দিতে পারলে ভবিষ্যতে ওর শতমুখী শিখা বেরিয়ে গোটা সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে।

ধর্মরথ আসিল।

ধর্মরথ। উপায় নেই বৌমা, উপায় নেই। দ'বিদ্রের তপ্ত-শোণিতে মহেশ্বরের পা রাঙা হয়ে উঠেছিল, সে পাপ কি সইবে?

মালা। দাদা!

ধর্মরথ। দেবকোপে কিচ্ছু থাকবে না মা, থাকবে না। নইলে বুঝতে পারছ না—কাকার ইঙ্গিতে যে অধিরথ একদিন মরতে পারত, আজ তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠলো কেন!

অধিরথ। অধিরথের মনে কোন ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠেনি বাবা!

ধর্মরথ। চুপ কর্ হতভাগা! আবার মিথ্যে বললে এখনি গলা টিপে মেরে ফেলব।

মালা। এর মধ্যে আপনি আর আসবেন না দাদা, আমি সব মীমাংসা করে ফেলেছি।

ধর্মরথ। মীমাংসার কিছু নেই মা, মীমাংসার কিছু নেই। যা পারে করে নিক হতভাগা। আমি ধর্মের নামে শপথ করে একবার যা দিয়েছি সুরথকে, আর তা ফিরিয়ে নেবো না।

মালা। আপনাকে ফিরিয়ে নিতে আমিও বলব না দাদা। শোন অধিরথ, দেহের আধখানা কেটে নিলে কেউ বাঁচতে পারে না। মনের আগুন ঈর্ষার বাতাস দিয়ে জ্বালিয়ে তুলো না, তাতে নিজেরই সর্বাঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে কাকা-কাকির আশীর্বাদ নিয়ে বুড়ো বাপের সেবা করবার জন্যে একটা ঘরে বৌ আনো, যৌতুকস্বরূপ রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ তোমাকে আমরা দেবো।

ধর্মরথ। মা!

মালা। মদ্ররাজ নকুল সেনের একমাত্র বিদুষী ভগ্নি'র জন্যে ঘটক এসেছিল বাবা, আমি তাকে কথা দিয়েছি।

অধিরথ। না—না, এখন আমি বিয়ে করব না।

ধর্মরথ। তোর ঘাড় করবে।

মালা। [সহাস্য মুখে] দাদা!

ধর্মরথ। ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভারী বোকা এ ব্যাটা। জান মা, ভারী বোকা। বুঝতে পারছে না, এ সুযোগ হেলায় হারালে ওকে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে ঘুরতে হবে।

অধিরথ। যদি তাই হয়, অধিরথ সেজন্যে আপনাকে দায়ী করবে না বাবা।

মালা। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই অধিরথ। মাথা ঠাণ্ডা করে এ বিয়েতে মত দাও, ভবিষ্যতে তুমি সুখী হবে।

ধর্মরথ। এ বিয়েতে ওর মন উঠছে না মা, ও চায় অন্ধকার কারাগারে থেকে চাবুক খেতে।

মালা। আপনি এ সময়ে মাথা গরম করবেন না দাদা!

ধর্মরথ। হবে না, যে আগুন জ্বলেছে তা কোনমতেই নিভিয়ে দিতে পারবে না।

[প্রস্থান।

মালা। বাপের কথায় রাগ করো না অধিরথ! তোমার মনের কোণে কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে বলেই উনি ক্ষেপে গেছেন। বৌ নিয়ে এসে প্রণাম করে ওঁর পায়ের নিচে দাঁড়িয়ো, দেখবে আবার বুকের মাঝেই ঠাঁই হবে।

[প্রস্থান।

অধিরথ। অধিরথ বাপের বুকের ঠাঁই চায় না, চায় ন্যায্য দাবী আদায় করে নিতে।

সুচেৎ। তাহলে কি আপনি পাত্রী দেখতে যাবেন না কুমার?

অধিরথ। নিশ্চয়ই যাব। সৌভাগ্যের উজ্জ্বল সূর্যরশ্মির ক্ষীণ আভা দেখতে পেয়েছি সুচেৎ সিংহ, ওকে সবলে টেনে আনতেই হবে। চল তৈরি হয়ে নেবে, আমার সঙ্গে তুমিও যাবে।

সুচেৎ। সেকি! মহারাণীর আদেশ—

অধিরথ। আমি আদায় করে নেব। কাকা-কাকি দেবেন বিয়ের যৌতুক রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ, সেটা তোমাকে দান করে আমি রাজ্যের বাকি তিন অংশ দেবো ওই নববধূর সৌজন্যে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হাসিতে হাসিতে সুচেৎ সহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একাংশ

শার্দুল সিংহ আসিল।

শার্দুল। ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমার মানসী প্রতিমাকে? না-না, তা হবে না, আমার ধীরাকে কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না, আজই এর মীমাংসা করে নিই।

ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। আজ প্রভাতেই এসেছ যে শার্দুল সিংহ! দাদার সঙ্গে বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে নাকি?

শার্দুল। তার সঙ্গে নয় রাজভগ্নী, প্রয়োজন আপনার সঙ্গে।

ধীরা। আমার সঙ্গে! কি প্রয়োজন?

শার্দুল। খুব চিন্তা করে উত্তর দিতে হবে রাজকুমারী! আপনার এই উত্তরের ওপর নির্ভর করছে একজনের জীবন-মরণ।

ধীরা। ও, তাই বল! কিন্তু খুব আশাপ্রদ উত্তর তো পাবে না সেনাপতি! কারণ ভীরু অপদার্থ মানুষগুলোকে আমি চিরদিন দেখতে পারি না।

শার্দুল। তা জানি রাজভগ্নী! কিন্তু—

ধীরা। এর মধ্যে আর কিন্তু নেই, আমার জবাব দিয়েছি।

শার্দুল। আমার প্রাণঢালা ভালবাসা—

ধীরা। একটা কুকুরীর পায়ে ঢেলে দাওগে, প্রতিদান পাবে।

শার্দুল। রাজকুমারী!

ধীরা। প্রাসাদ থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও অপদার্থ, নইলে রক্ষী দিয়ে অপমান করিয়ে বের করে দেবো।

শার্দুল। কি—এতদূর? কিন্তু এ গর্ব তোমার—

ধীরা। চিরদিন অটুট থাকবে। ধীরা ক্ষত্রিয়ানী, তার পতি হবে ক্ষত্রিয় সিংহ। শৃগালের কণ্ঠলগ্না হতে সে জন্মগ্রহণ করেনি।

[সগর্বে প্রস্থান।

শার্দুল। বটে! আমি শৃগাল! একদিন এই শৃগালের পায়ে ধরে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে, আর আমি তোর এ তেজ দু'পায়ে দলে পিষে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো দাম্ভিকা তরুণী!

দ্রুতপদে কুন্দন আসিল।

কুন্দন। রাজভগ্নী কোথায় গেলেন সেনাপতি?

শার্দুল। মনে হয় অন্তঃপুরে।

কুন্দন। ও। আচ্ছা আমি দেখছি—[প্রস্থানোদ্যত]

শার্দুল। শুনে যাও কুন্দন।

কুন্দন। [ফিরিয়া] বল।

শার্দুল। তোমায় ডানহাতখানা তোমাদের রাজা বিনাদোষে কেটে দিয়েছে বলছিলে না?

কুন্দন। হ্যাঁ। সেই রাগেই তো বাপ-ব্যাটায় শপথ করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু—

শার্দুল। আমি জঙ্গল থেকে তোমাকে ধরে এনে বাপের কাছ-ছাড়া করেছি, প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগও কেড়ে নিয়েছি।

কুন্দন। সেজন্তে মাঝে মাঝে মনে হয়, কামড়ে তোমার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলি!

শার্দুল। আবার যদি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ করে দিই, তাহলে চিরদিন আমার হিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করে দেবে?

কুন্দন। আলবাৎ! কিন্তু কেমন করে তা হবে? রাজা তো আমার জন্তে কোলাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না!

শার্দুল। প্রয়োজন নেই রাজার সাহায্যে। আমি এমন সুযোগ করে দেবো, যাতে সহজেই প্রতিশোধ নিতে পারবে।

কুন্দন। পারব—পারব? বল—বল সেনাপতি, কেমন করে সেই প্রতিশোধ নেব? কোন্ সুযোগে শয়তান রাজা সুরথের বুকে বাজের ঘা মারতে পারব? কবে তার চোখ দিয়ে পাহাড়ের ঝর্ণা বইয়ে দিতে পারব?

শার্দুল। আজ, এই মুহূর্তে। রাজভগ্নীর সঙ্গে রাজা সুরথের ভ্রাতুষ্পুত্র অধিরথের বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে, সে আজ এসেছে পাত্রী দেখতে।

কুন্দন। কই—কোথা—কোথা সেই পাজিটা?

শার্দুল। অতিথি নিবাসে বিশ্রাম করছে।

কুন্দন। [চক্ষুদ্বয় জলিয়া উঠিল] বিশ্রাম? হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমি তাকে চিরদিনের মত বিশ্রাম করিয়ে দিচ্ছি।

শার্দুল। কুন্দন!

কুন্দন। [কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া] এই ছোরা দিয়ে আগে তার চোখদুটো উপড়ে নেব। সে হাহাকার করে মাটিতে আছড়ে পড়বে—আমি স্বস্তির হাসি হেসে তার মাথায় মারব দশটা লাথি—হাঃ-হাঃ-হাঃ! [দ্রুত প্রস্থান।

শার্দুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। বাজি মাৎ! রূপের রোশনাই দেখে ভেবেছিস গর্বিতা ধীরাবতী, কোলাপুরের রাজপুত্রের গলায় মালা দিয়ে প্রেমের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবি? সে স্বপ্ন তোর চিরদিনের মত টুটিযে দিতে চলেছে প্রতিহিংসা-নেশায় মাতোয়ারা ওই চাঁড়ালের ছেলে। [প্রস্থান।

কথা বলিতে বলিতে সুচেৎ সিংহ ও
নকুল সেন আসিল।

নকুল। রাজকুমার অধিরথ নিজে পাত্রী দেখতে আসায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি কোলাপুর সেনাপতি! সারাজীবন যারা এক সুতোয় গাঁথা হয়ে সংসার করবে, পরস্পর তারা পরস্পরকে দেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

সুচেৎ। আমাদের মহারাণীও এটা সঙ্গত বিবেচনা করে রাজ-কুমারকেই পাত্রী দেখতে পাঠিয়েছেন।

নকুল। পাত্রী দেখে আশাকরি রাজকুমারের অপছন্দ হবে না!

সুচেৎ। আমারও মনে হয় তাই। আপনার ভগ্নীর তৈলচিত্র প্রাসাদের দোর-দালানে দেখে রাজকুমার অধিরথ মুগ্ধ হয়েছেন। এখন তাঁর শর্তের কথাগুলো শুনে আপনার মতামত জানালেই বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে যাবে।

নকুল। সেকি! শর্তের কথা তো পরে। এসেছেন যখন, তখন পাত্রীকে সামনা-সামনি দেখুন।

অধিরথ আসিল।

অধিরথ। সামনা-সামনি দেখবার প্রয়োজন নেই মহারাজ!

আপনার ভগ্নীর তৈলচিত্র দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি অসামান্যা রূপবতী পাত্রী।

নকুল। আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আমার ভগ্নীর প্রয়োজন থাকতে পারে।

অধিরথ। বেশ, আপনার ভগ্নীকে এখানে আনান। কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি মহারাজ, বিবাহের পর যদি আপনার ভগ্নীর হাত ধরে আমাকে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়—

নকুল। [চমকিত হইয়া] রাজকুমার!

অধিরথ। আমার পিতৃরাজ্যে এখন আমি পরামুখাপেক্ষা, পরের অন্নদাস।

নকুল। সেকি! রাজা সুরথ তো—

অধিরথ। আমার পিতার কনিষ্ঠ সহোদর। অতিরিক্ত স্নেহবশে পিতা নিজে সিংহাসনে না বসে ভাইকে বসিয়েছেন; কিন্তু এখন তিনিও বুঝতে পারছেন আমার ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকার। অচিরে কাকা আমাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের ছেলে মণিরথকে নিশ্চিন্ত করে যাবেন।

নকুল। তাহলে উপায়? আমি যে বড় আশা করেছিলুম, কোলাপুর রাজবংশে ভগ্নী সম্প্রদান করে আমার বংশগৌরব বৃদ্ধি করব বলে। কিন্তু এখন—

অধিরথ। নিরাশ হতে হবে না, যদি আপনি আমাকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন।

নকুল। কিসের সাহায্য?

সুচেৎ। যুদ্ধের সাহায্য মহারাজ! রাজপুত্র চান, অবিচারী রাজা সুরথের হাত থেকে ওঁর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে।

নকুল। সেকি! পিতৃ-সহোদর, মহারাজ সুরথের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?

অধিরথ। না করলে পিতাকেও হয়তো এই বৃদ্ধ বয়সে পেটের দায়ে ভিক্ষে করতে হবে।

নকুল। মহারাজ সুরথ এমন পাষণ্ড?

অধিরথ। ঘোরতর পাষণ্ড। স্নেহের দান সিংহাসন পেয়ে এখন আর আমার পিতাকে চিনতেও পারে না, আর সহ্য করতেও পারে না। এমন কি জ্যেষ্ঠকে যোগ্য মর্যাদাই দেয় না।

নকুল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এমন নারকীর মুখদর্শনে মহাপাপ হয়।

সুচেৎ। অতি সত্য কথা মহারাজ। এতদিন কোলাপুর রাজ-সরকারে চাকরি করছি, মহারাজ সুরথের অনেক অন্যায় আচরণও সয়েছি। কিন্তু বড়রাজা ধর্মরথের প্রতি এ নিষ্ঠুরতায় আমিও মর্মাহত। দিন মহারাজ, আমাদের দশ হাজার সৈন্যসহ অস্ত্রশস্ত্র আর খাদ্য সাহায্য দিন—আমরা কোলাপুর আক্রমণ করি।

নকুল। কোলাপুর আক্রমণে দশ হাজার সৈন্যসহ অস্ত্রশস্ত্র আর রসদ সাহায্য করব আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেনাপতি। কিন্তু আমার আদরের ভগ্নী ধীরাবতীকে—

অধিরথ। আমি বিবাহ করব মহারাজ।

পুনঃ ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। ধীরাবতী তোমাকে বিবাহ করতে চায় না মিথ্যাবাদী পুরুষ।

নকুল। ধীরা!

ধীরা। এই রাজপুত্রটা পিতলের কাটারী দাদা! দেখতে ভারী চক্‌চকে, কিন্তু ধার একটুও নেই।

নকুল। চুপ কর্‌ ডেঁপো মেয়ে! যে রাজপুত্রের সঙ্গেই তোর বিয়ের ঠিক হয়, তারই সম্বন্ধে একটা না একটা বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিস।

ধীরা। সেটা আমার অন্যায় নয় দাদা। যার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করব, সে দানব হলে যে সারাজীবন আমার চেয়ে তোমাকেই অনুতাপ করতে হবে।

সুচেৎ। আমার প্রভুপুত্র দানব নন রাজভগ্নী।

ধীরা। না, দানব নন, শিয়াল ধূর্ত।

নকুল। ধীরা!

ধীরা। কাকার রক্তে যে মহাপাপী হাত রাঙাতে চায়, তার গলায় বরমাল্য দিতে আমি পারব না দাদা!

নকুল। একটু বুঝে দেখ বোন, রাজপুত্রের পিতৃরাজ্য—

ধীরা। ওঁর পিতা তা দান করে দিয়েছেন ছোট ভাইকে।

নকুল। রাজা সুরথ যে দানের মর্যাদা দেয়নি!

ধীরা। তার জন্যে দায়ী এঁরা।

নকুল। কে বলে?

ধীরা। আমি বলি।

সুচেৎ। আপনি ভুল বলছেন রাজভগ্নী।

ধীরা। ভুল একটুও নয়। রাজা সুরথের নামে তোমরা যে কুৎসা রটাচ্ছ সেনাপতি, এতদিন কারো মুখে আমি একথা শুনিনি।

নকুল। ওদের আভ্যন্তরিক সংবাদ বাইরের লোকে জানবে কেমন করে?

ধীরা। বড় ভাইয়ের দান নিয়ে যিনি রাজা হয়ে সেই দানের অমর্যাদা করেন, তিনি কখনো ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসেন না।

নকুল। এটা তাঁর অভিনয়ও হতে পারে।

ধীরা। অভিনয় তিনি না করলেও, এরাও তো করতে পারে দাদা! সবিশেষ সংবাদ না নিয়ে তুমি একজনকে দোষী করো না।

নকুল। সে আমি পরে বুঝব। এখন তুই আমার আদেশ—

ধীরা। এই নির্গুণ রূপের ডেলাকে বরমাল্য দেবো না।

নকুল। [ক্রুদ্ধস্বরে] ধীরা!

ধীরা। চোখ রাঙিয়ে এ বিয়েতে আমার মত আদায় করে নিতে পারবে না দাদা!

নকুল। বটে, আমার অপমান! তবে শোন্ উদ্ধত মেয়ে! পৃথিবীতে আমার আরাধ্য দেব-দেবী স্বর্গীয়া মা ও স্বর্গগত বাপের পবিত্র নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি যার মুখ দেখব, তার হাতেই তোকে সম্প্রদান করব।

দ্রুতপদে শার্দ্দূল আসিল।

শার্দ্দূল। মা-বাপের পবিত্র নামে একি প্রতিজ্ঞা করলেন মহারাজ—একি প্রতিজ্ঞা করলেন! কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যদি একটা ভিখারীর মুখ দেখেন?

নকুল। আমি তার হাতেই এই গর্বিতা মেয়েকে তুলে দেবো।

শার্দ্দূল। যদি গলিত কুষ্ঠরোগীকে দেখেন?

ধীরা। আমি তার গলায় বরমাল্য দিয়েই ধর্মপত্নীর কর্তব্য পালন করব, তবু মানুষরূপী পশুদের বিবাহ করব না! [প্রস্থান।

অধিরথ। এ অপমান আমিও সইব না। আজ সন্ধ্যার মধ্যে ওই গর্বিতা কুমারী যদি আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিবাহে মত না দেয়, তাহলে আপনার ওই সোনার রাজধানী আমরাও শ্মশান করে রেখে যাব মহারাজ!

ক্ষিপ্তভাবে কুন্দন আসিল।

কুন্দন। তার আগেই তুমি যমের ঘরে চলে যাও শয়তান! [আক্রমণ করিল]

অধিরথ। একি, এ যে সেই দণ্ডিত চাঁড়াল! সেনাপতি, একসঙ্গে আক্রমণ কর।

[অধিরথ ও সুচেৎ সিংহ একসঙ্গে কুন্দনকে আক্রমণ করিল]

কুন্দন। [বাধা দিতে দিতে] হাঃ-হাঃ-হাঃ! আজ একসঙ্গে দুটোকে যমের ঘরে পাঠিয়ে, আমার হাত কেটে নেওয়ার শোধ নেব।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নকুল। এক হাতে দু-দুটো ক্ষত্রিয় যুবকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কুন্দন। সেনাপতি, ওদের নিবৃত্ত কর।

[প্রস্থান।

শার্দুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে, এতে লাভ হবে আমার। মদ্ররাজকুলের বিদুষী কন্যা অন্য কোন রাজপুত্রের গলায় বরমাল্য দিতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে মদ্রের রাজসিংহাসন আর রাজলক্ষ্মী একসঙ্গে এগিয়ে আসবে আমাকে বরণ করে নিতে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কোলাপুর রাজপ্রাসাদ

উত্তেজিত সুরথ ও ধর্মরথ আসিল।

সুরথ। না—না, তা হবে না। শিবপূজারী সুরথের রাজধানীতে কোনদিন কেউ দেবী দুর্গার পূজা করতে পারবে না।

ধর্মরথ। কেন জেদ ধরে নিজের অকল্যাণকে ডেকে আনছিস ভাই?

সুরথ। অকল্যাণ! মঙ্গলময় শিবের আরাধনায় যে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, তার কোনকালে কোন অকল্যাণ হয় না দাদা!

ধর্মরথ। আমিও তো সেই বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলুম। কিন্তু গত রাত্রে স্বপ্নে মা মহামায়া—

সুরথ। মায়ার ফাঁদে ফেলে আমার হাতে পূজা নেবার চেষ্টা করছে।

ধর্মরথ। আত্যন্ত সব শোন সুরথ। স্বপ্নের মাঝে মা আবির্ভূতা হয়ে যেন বলছেন, ধর্মরথ, আমার দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি গড়ে তোমরা পূজা কর, তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে, নইলে অচিরেই প্রবল সংগ্রাম বাধবে। সেই সংগ্রামে—

সুরথ। সুরথ চিরনিদ্রা নেবে। এই তো?

ধর্মরথ। চিরনিদ্রা নয় ভাই, চিরনিদ্রা নয়। ওরে, আমি যে দেখছি অদূর ভবিষ্যতে তোকে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিতে হবে।

সুরথ। দেবাদিদেব শঙ্করের যদি তাই ইচ্ছা হয়, কেউ আমার

ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল করে দিতে পারবে না দাদা! স্বপ্ন দেখে কেন কাতর হচ্ছ? মঙ্গলময় শিবের পদে ভরসা রেখে রাজকার্য নির্বাহ করব, সেই পিশাচিনীর সাধ্য নেই আমাদের কোন অমঙ্গল করে।

ধর্মরথ। মঙ্গলময় শিবের মন্দির-চত্বর নর-শোণিতে সিক্ত করে তুই যে মহাপাপ করেছিস, তার শাস্তিতে—

সুরথ। একা সুরথই দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে দাদা, কিন্তু গোটা রাজ্যটা সেজন্যে শাস্তিভোগ করতে পারে না।

ধর্মরথ। রাজার পাপেই রাজ্য ধ্বংস হয়। জীবমাত্রেই শিব, এই কথাটা ভুলে তুই সেদিন চাঁড়াল ছেলেটার ডানহাতটা কেটে দিয়ে শিবকোপে পড়েছিস। তাই সর্বপাপহারিণী মা তোরই মঙ্গলের জন্যে স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তিই পূজা করবার উপদেশ দিলেন।

সুরথ। দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গার পূজা করলে যদি আমার মঙ্গল হতো, তাহলে স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর স্বপ্নযোগে এই কথা জানিয়ে দিতেন দাদা!

মেধষ আসিল।

মেধষ। দেবাদিদেব মহেশ্বর জড়, তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চারে সচেতন না করে তুললে কেমন করে তা জানবে মহারাজ?

সুরথ। কে আপনি?

মেধষ। আমি পর্বতনিবাসী ঋষি মেধষ।

ধর্মরথ। মহর্ষি মেধষ? প্রণাম কর ভাই সুরথ, মহর্ষিকে প্রণাম কর। [প্রণাম করিল]

সুরথ। নারী-দেবতার পূজা-প্রচারে ঋষি মেধষ জীবন উৎসর্গ

করেছেন দাদা, ওঁর পায়ে শিবপূজারী স্থরথ মাথা নোয়াবে না।

ধর্মরথ। স্থরথ!

স্থরথ। সেই পিশাচী ব্যর্থমনোরথ হয়ে আমার হাতে পূজা নেবার লোভে এই ঋষিকে উপদেষ্টারূপে পাঠিয়েছে।

মেধষ। এ তোমার ভুল ধারণা মহারাজ! সেই ইচ্ছাময়ীর কোন ইচ্ছাই এ জগতে অপূর্ণ থাকে না। ধ্যানাতীত কুলকুণ্ডলিনী জগৎমাতার অপার করুণা লাভের সৌভাগ্যকে অবহেলা করো না। যদি চিন্ময় দেবতার দর্শন চাও, তাহলে মায়ের পূজা দাও।

নেপথ্যে নারীকণ্ঠ। পূজা দাও—পূজা দাও।

স্থরথ। বহুকণ্ঠে চারিদিক থেকে কারা বলে, পূজা—দাও, পূজা দাও?

মেধষ। শুধু আমি বলি? বলে স্বর্গ-মর্ত-পাতালবাসী জীব, বলে তেত্রিশ কোটি দেবতা।

ধর্মরথ। চারিদিক থেকে পূজা দাও—পূজা দাও রব পৃথিবীর বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টিটা রসাতলে চলে যাবে স্থরথ, পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি দে ভাই, পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি দে।

স্থরথ। কখনো নয়। যে রাক্ষসী সন্তান রক্তপান করতে মহিষ-মর্দিনী দশভুজা দুর্গারূপ ধারণ করেছিল, তার পায়ে ভোলানাথের সাধক কোনদিন অবজ্ঞায় একটা রক্তজবাও দেবে না।

মেধষ। এ জেদ তোমার থাকবে না কোলাপুর অধীশ্বর! একদিন ওই উদ্ধত' মাথাটা মায়ের পায়ে লুটিয়ে দিয়ে তোমাকেই দিতে হবে সভক্তি অন্তরে রক্ত[illegible] মাখানো রক্তজবার অঞ্জলি। [সব থামিল ও প্রস্থানোদ্যত]

সুরথ। শিবসাধক সুরথ দেবে সেই রাক্ষসীর পায়ে রক্তজবার অঞ্জলি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মেধষ। ওই অবজ্ঞায় হাসিও শুকিয়ে গিয়ে যেদিন তোমার চোখ দিয়ে ঝরে পড়বে ধারায় ধারায় অশ্রুজল, সেইদিন এই মেধষেরই করুণা নিয়ে তোমাকে দিতে হবে মতৃপূজা। [প্রস্থান।

ধর্মরথ। কি করলি—কি করলি ভাই সুরথ? মহর্ষি মেধষের অপমানে যে বর্ণাশ্রমধর্মী ঋষিরা কোলাপুর রাজবংশের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন।

সুরথ। হয় হোক ক্রুদ্ধ। আমার ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে এলে আমি তেত্রিশ কোটি দেবতাদেরও মর্যাদা রাখব না।

দ্রুতপদে সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। আপনার ধর্মবিশ্বাসের যদি কেউ অমর্যাদা করে, তাহলে তাকে আপনি ক্ষমা করতে পারবেন মহারাজ?

সুরথ। কখনো না। কে—কে আমার ধর্মবিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে?

অধিরথ আসিল।

অধিরথ। মদ্ররাজ নকুল সেনের ভগ্নী।

ধর্মরথ। নকুল সেনের ভগ্নী!

সুচেৎ। হ্যাঁ বড় মহারাজ! মদ্ররাজ তার বিবাহের সম্বন্ধ করে ভাট পাঠিয়েছিলেন—

ধর্মরথ। অধিরথের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করতে।

অধিরথ। কাকিমার আদেশে আমিও সুচেৎ সিংহকে নিয়ে পাত্রী দেখতে গিয়েছিলুম বাবা!

ধর্মরথ। ভালই করেছিলে। পাত্রী দেখে—

অধিরথ। দারুণ অপমানিত হয়েছি।

সুরথ। অপমানিত হয়েছ!

অধিরথ। হ্যাঁ কাকা! প্রকাশ্য সভায় মদ্ররাজ-ভগ্নী বললে, সমস্ত দেবদেবীর অমর্যাদা করে যে মহাপাপী রাজা সুরথ শুধু অন্ধের মত শিবপূজা করে, তার বংশের বৌ হযে যাব না।

সুরথ। কি, এতবড় কথা! আমি শিবপূজা করে মহাপাপী!

ধর্মরথ। একথার প্রতিবাদ করে মদ্ররাজ নকুল সেন কিছু বলেননি?

সুচেৎ। আদৌ নয়। বরং কথাটা শুনে উচ্চহাস্য করেছিলেন।

সুরথ। উচ্চহাস্য করেছে? যুদ্ধের আয়োজন কর সুচেৎ সিংহ, আমি মদ্ররাজ্য আক্রমণ করবো।

ধর্মরথ। মদ্ররাজ্য আক্রমণ করবি?

সুরথ। হ্যাঁ দাদা! যে দাম্ভিকা কুমারী শিবসাধক সুরথকে মহা-পাপী বলে তার বংশের বৌ হয়ে আসতে চায়নি, তাকে ধরে আনবার জন্যে আমি মদ্ররাজ্য আক্রমণ করব।

ধর্মরথ। কথাটার সত্যাসত্য না জেনে একেবারে মদ্ররাজ্য আক্রমণ করা উচিত নয় সুরথ। গুপ্তচর পাঠিয়ে আগে খবর নে—আমার গুণধর ছেলে আর ওই অপদার্থ সেনাপতি সত্যি বলছে কি না।

সুরথ। যে কথার ওপর আমার মান-মর্যাদা নির্ভর করে, তা মিথ্যা হতে পারে না দাদা! যাও অধিরথ, সুচেৎ সিংহের সঙ্গে তুমিও যুদ্ধোপকরণ সাজাওগে, সাতদিনে মধ্যে আমি মদ্ররাজ্য আক্রমণ করব। [সুচেৎ সহ প্রস্থান।

ধর্মরথ। কথা শোন্ সুরথ, গুপ্তচর পাঠিয়ে সবিশেষ জেনে যুদ্ধের ঘোষণা দিস।

অধিরথ। এতদিনে বুঝেছি, কেন বাবা সিংহাসন কাকাকে ছেড়ে দিয়েছেন। যুদ্ধের নামে উনি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপেন, আর কাকা পুরুষসিংহ, তাই যুদ্ধের নামে আনন্দে মেতে ওঠেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মদ্ররাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত শার্দুল সিংহ আসিল।

শার্দুল। সমস্ত রাত্রি প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়েছি, কেউ একবারও এই সিংহদরজার দিকে আসেনি। রাত্রি শেষ হয়ে এল, এইবার বামুনের ছেলেরা হরিনাম শুনিয়ে মহারাজের ঘুম ভাঙাতে আসবে। যাই, ওই পাঁচিলের পিছনে লুকিয়ে থাকি; প্রভাতী গান শুনে যেই মহারাজ বেরিয়ে আসবেন, অমনি সামনে দাঁড়াব। [নেপথ্যে তূর্যধ্বনি] ওকি! হঠাৎ তূর্যধ্বনি হলো কেন? [পুনরায় তূর্যধ্বনি] ওকি! আবার? আবার? তাই তো, কি হলো? একবার না দেখে এলেও যে স্থির হতে পারছি না! যদি অকস্মাৎ কোন বিদেশী সৈন্যরা হানা দেয়—তাহলে সব দায়িত্ব যে আমার ঘাড়েই পড়বে। [আবার তূর্যধ্বনি] ওই আবার! না, দৌড়ে একবার দেখে আসি, যাবার সময় রক্ষীদের বলে যাই, যেন বাইরের কাউকে এদিকে আসতে না দেয়। [দ্রুত প্রস্থান।

স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে নকুল সেন আসিল।

নকুল। হরে মুরারে মধুকৈটভহারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

দ্রুতপদে কুন্দন আসিল।

কুন্দন। মহারাজ! একটা জরুরী খবর—

নকুল। এঁ্যা—কে? কুন্দন—কুন্দন? [চারিদিকে চোরের মত দেখিয়া চাপাস্বরে] তুমি এদিকে আসার সময় তোমাকে কেউ দেখেছে কুন্দন?

কুন্দন। দেখেছে বৈকি মহারাজ! মহামন্ত্রী দেখেছেন, নগররক্ষী দেখেছে।

নকুল। তা দেখুক। পালিয়ে যাও কুন্দন, শীগগির এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, তাই নিয়ে তুমি এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও।

কুন্দন। [সবিস্ময়ে] কি বলছেন মহারাজ!

নকুল। পাগলের প্রলাপ নয়, সত্য—সত্য কুন্দন! চল এখনি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে দারুণ প্রতিজ্ঞার হাত থেকে অব্যাহতি দিতে তুমি এই মুহূর্তে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও।

ধীরাবতী আসিল।

ধীরা। তা হলেই তুমি ধর্মের কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে দাদা?

নকুল। এঁ্যা! ধীরাবতী? এ সময়ে তুই কোথায় ছিলি পোড়ার-মুখী?

ধীরা। তোমাকে প্রতিজ্ঞামুক্ত করতে আমিও সারারাত্রি বসে মালা গাঁথছিলুম দাদা, ব্রাহ্মণ-বালকদের গান শুনেই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে তোমার পিছু পিছু এসেছি।

নকুল। আমার পিছু পিছু এসেছিস বলির খাঁড়ার নিচে মাথা পেতে দিতে?

ধীরা। বলির খাঁড়ার নিচে নয়, স্বামীর পায়ের নিচে। কর তোমার প্রতিজ্ঞা পালন, নইলে মহাপাপে মজে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়সমাজে চিরদিন হেয় হয়ে থাকতে হবে।

নকুল। থাকতে হয় থাকব, তবু তোকে আমি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারব না।

কুন্দন। কি হয়েছে মহারাজ? কেন আপনি এমন পাগলের মত হচ্ছেন?

নকুল। কেন তা তুমি যদি না শুনে থাক কুন্দন, তাহলে আর প্রশ্ন করো না। চল—চল, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি, এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও—চলে যাও।

ধীরা। এই মুহূর্তেই চলে যাবে দাদা! তবে একা নয়, সঙ্গে নিয়ে যাবে নব-পরিণীতা ধর্মপত্নী এই ধীরাবতীকে।

নকুল ও কুন্দন। [সমস্বরে] ধীরা—ধীরা! রাজকুমারী!

ধীরা। একদিন তুমি আমাদের ভাই-বোনকে বাঁচিয়েছিলে হিংস্র বাঘের মুখ থেকে, আর আজ ধর্মের দায় থেকে অব্যাহতি দাও বীর—ধীরাবতীর বরমাল্য নিয়ে। [মালাদানে অগ্রসর]

কুন্দন। [দুইপদ পিছাইয়া গিয়া] একি করছেন, একি করছেন রাজকুমারী? আপনারা ভাই-বোনে পাগল হয়েছেন, না কুন্দনের মন পরীক্ষা করছেন?

নকুল। পরীক্ষা নয় কুন্দন, পরীক্ষা নয়। কাল ভুলের নদীতে ডুবে দারুণ প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কিন্তু বুঝতে পারিনি এই প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতে আমার বুকে কালসাপ হয়ে ছোবল মারবে!

কুন্দন। কি প্রতিজ্ঞা মহারাজ?

নকুল। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি যাকে দেখব, তারই হাতে আমার ভগ্নী ধীরাকে সম্প্রদান করব।

ধীরা। সে প্রতিজ্ঞার মর্যাদারক্ষায় এগিয়ে এস বীর, ধর আমার মালা।

কুন্দন। না-না, আমি সে দাবী ছেড়ে দিচ্ছি রাজকুমারী, মুক্তকণ্ঠে মহারাজকে প্রতিজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দিয়ে এই মুহূর্তে আমি চলে যাচ্ছি।

নকুল। এঁ্যা, চলে যাবে? কিন্তু না-না, তাহলেও আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হব না। তার চেয়ে ধীরাকে বিবাহ করে আমার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ যৌতুক নিয়ে, তুমি ধীরার ওপর থেকে সমস্ত দাবী ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের মত চলে যাও কুন্দন!

কুন্দন। তা হয় না মহারাজ! বিয়ে করলে বৌয়ের সমস্ত দায়িত্ব স্বামীর, আমি সে দায়িত্ব ছেড়ে চলে গেলে ধর্মের পায়ে অপরাধী হব।

ধীরা। আমিও তোমাকে দায়িত্বমুক্ত হতে দেবো না বীর! নাও আমার বরমাল্য, ধর আমার হাত, আজ থেকে রাজকুমারী ধীরা তোমার।

কুন্দন। আর ওকথা উচ্চারণ করবেন না রাজকুমারী, উচ্চারণ করবেন না। আপনি স্বর্গের দেবী, আর আমি আস্তাকুঁড়ের কুকুরের সামিল নীচ চাঁড়াল—

ধীরা। তবু তুমি আমার দেবতার দেবতা। [বরমাল্য দান] হাত ধর—হাত ধর স্বামী, আজ থেকে সকল দায়িত্ব তোমার।

নকুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওরে কে আছিস সিংহদ্বারে? নহবৎ বাজাতে বল্, অন্তঃপুরের পুরনারীদের মঙ্গল-শঙ্খ বাজাতে বল্, আজ আমার আদরের ধীরাবতী বরমাল্য দান করছে—

দ্রুতপদে শার্দ্দূল সিংহ আসিল।

শার্দ্দূল। কাকে, কাকে রাজভগ্নী বরমাল্য দান করছে? একি, কুন্দন!

নকুল। হ্যাঁ সেনাপতি। ঘুম থেকে উঠেই আমি প্রথমে কুন্দনকে দেখেছি।

শার্দ্দূল। দেখলেও এ বিবাহ হতে পারে না, কুন্দন যে নীচ চাঁড়ালের ছেলে।

ধীরা। কিন্তু ও মানুষ, আর তুমি পশু।

শার্দ্দূল। রাজকুমারীর বরমাল্য নেবার আশাতেই ও আশেপাশে কোথাও লুকিয়েছিল।

ধীরা। হ্যাঁ। যেমন তুমি সারারাত অন্তঃপুরের পিছনে বসেছিলে।

শার্দ্দূল। রাজকুমারী!

ধীরা। আমিও সারারাত্রি জেগে ওই মালাটা গাঁথছিলুম সেনাপতি, মধ্যরাত্রে অলিন্দ থেকে তোমাকে দেখেছি। অনেক দিন ধরে শিবপূজা করেছিলুম, তাই দেবাদিদেব মহেশ্বর তোমাকে ভোরের বেলায় প্রথমে দাদার কাছে আসতে না দিয়ে, এনে দিয়েছেন—

শার্দ্দূল। ওই পথের ভিখিরী চাঁড়াল ছোঁড়াকে।

ধীরা। তবু আমার দেবতার দেবতা, আর তুমি পা-চাটা কুকুর।

শার্দ্দূল। কি, আমি কুকুর? একটা হাতকাটা ছোটলোক—

ধীরা। তাইতো সব বড় বড় ক্ষত্রিয়-বীরেরা মুখ বুজে কোলাপুর-

রাজপুত্রের স্পর্ধা সয়ে নিয়েছিল, আর এই পুরুষসিংহ এক হাতে অস্ত্র ধরে তাদের আক্রমণ করেছিল।

নকুল। সেজন্যে ও আমার স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আজ—

ধীরা। তোমার ভগ্নীর বরমাল্য নিয়ে হয়েছে পরম আত্মীয়।

নকুল। সে আত্মীয়তা যে কত লজ্জাজনক তা যদি জানতিস—

ধীরা। জানতে চাই না দাদা! চল স্বামী, আমাকে নিয়ে চল।

কুন্দন। কোথায়?

ধীরা। গাছতলায়, কুঁড়েঘরে, পথের ধারে যেখানে হোক, সেই হবে আমার স্বর্গ। এই মন্ত্ররাজ্যে আর একটা দিন যদি থাকি তাহলে আমি বাঁচব না।

কুন্দন। তবে এস আমার মরুজীবনের সান্ত্বনাদায়িনী শীতল উৎস, তোমার প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় স্নান করে ধন্য হব আমি। [ধীরার হাত ধরিয়া] মানুষের কঠোরতার তাপে মনের সবুজ কথাগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল, আজ তোমার পরশ পেয়ে আবার বেঁচে উঠলো। পথে নয়, গাছতলায় নয়, তোমাকে এদেশ থেকে নিয়ে গিয়ে বাঁধব আমি পাতার কুঁড়ে।

নকুল। তার প্রয়োজন হবে না যুবক! আমার একমাত্র আদরের ভগ্নী চলেছে তোমার হাত ধরে, তাই যৌতুকস্বরূপ একলক্ষ টাকা—

কুন্দন। প্রয়োজন নেই মহারাজ! [প্রণাম করিয়া] আপনার আশীর্বাদই আমাদের পথের সম্বল। [ধীরার হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত] হ্যাঁ, ভোরের বেলায় এসেছিলুম এই জরুরী পত্রটা নিয়ে; এটা নিন মহারাজ, নগররক্ষী আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। [নকুল সেনকে পত্র দিল] চিন্তা করো না সেনাপতি! তোমাদের রাজকন্যা চলেছে আমার

হাত ধরে। রাজভোগ না দিতে পারি, দেবো অন্তরের শ্রদ্ধা আর সাগরপ্রমাণ ভালবাসা।

[ধীরার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

শার্দুল। ওর সাগরপ্রমাণ ভালবাসার এইখানে সমাধি দিয়ে দেবো। আদেশ দিন মহারাজ, সকলের অজ্ঞাতে এখনি পিছন থেকে চাঁড়ালটাকে অস্ত্রাঘাতে বধ করে রাজকুমারীকে রাহুমুক্ত করি।

নকুল। [পূর্ব হইতে পত্রপাঠ করিতেছিল] প্রয়োজন নেই। ভগ্নীর বিরহ আমাকে আর কাতর করতে পারবে না। এই তো সামনে এসেছে সাগরপ্রমাণ কাজ। এই কাজে ডুবে থেকে আমি সব আঘাত ভুলে যাব। সৈন্য সাজাও—সৈন্য সাজাও সেনাপতি। অচিরেই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। সাতদিনের মধ্যে কোলাপুর-রাজ সুরথ আমার মদ্ররাজ্য আক্রমণ করবে। এই আক্রমণের প্রতিরোধে আমি দ্বাদশ মার্কণ্ড-তেজে জ্বলে উঠে ভগবানের সৃষ্টিটাকে পুড়িয়ে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।
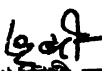
তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদ্রের রাজপথ

ভাস্কর ভট্ট আসিল।

ভাস্কর। ঘেন্না ধরিয়েছে—ঘেন্না ধরিয়েছে, পুরুতগিরিতে ঘেন্না ধরিয়েছে। ও কাজে এ জন্মের মত ইস্তফা দিয়ে অন্য কাজকর্ম করতে হবে।

মুচির বেশে নন্দী আসিল।

নন্দী। এই, তুই কে আছিস রে? ইখানে দাঁড়ায়ে উদিকে কি দেখছিস?

ভাস্কর। ও বাবা, এ আবার কে? কথাবার্তা যেন কাঠে টোটাচ্ছে!

নন্দী। এই, হামার কোথার জবাব দিচ্ছিসনি কেনো? চোর-ডাকু আছিস নাকি?

ভাস্কর। ও বাবা, এ যে উল্টো চাপ দেয়! না-না, আমি চোর-ডাকাত নই, ভিন্‌দেশী মানুষ।

নন্দী। ভিন্‌দেশিয়া! তা হামাদের দেশে আসিয়েছিস কেনো?

ভাস্কর। হাওয়া বদলাতে যে নয়, তা আমার উপোসী মুখখানা দেখে বুঝতেই পারছ বাবা!

নন্দী। ও তো হামি সমঝাইলো। লেকেন তু কৌন মুলুকের মানুষ আছিস?

ভাস্কর। কোলাপুরের। তা বাবা যমরাজের মাসতুতো শালা! আমার কুলুচি তো নিচ্ছ, তুমি কে বল তো?

নন্দী। হামি ই রাজ্যের বহুত বড়া কারবারি আছে, শিউশঙ্কর-জীকা দোয়া লিয়ে লাখো লাখো টাকা হামার কারবারে লেন-দেন আছে। আভি বল্ তো ভিন্‌দেশিয়া, কিসের লেগে তু মুলুক ছোড়িয়ে হামার দেশে আসিয়েছিস?

ভাস্কর। কাজকর্মের চেষ্টায়।

নন্দী। কেনো? তুহার মুলুকে কুছু কাজ-করম মিলে না ভিন্‌-দেশিয়া?

ভাস্কর। মেলে বইকি বাবা যমরাজের মাসতুতো শালা, খুব মেলে। কিন্তু উপায় নেই। কোলাপুরের মাটি এজন্মের মত আর ছুঁতে পাব না।

নন্দী। কেনো?

ভাস্কর। সে দুঃখের কথা তোমাকে বলে আর কি হবে! তুমি তো আমার কাজকর্মের কোন যোগাযোগ করে দেবে না!

নন্দী। আলবৎ দিবে, তু হামার কাছে নোকরি কর্।

ভাস্কর। এ্যা—দেবে? দেবে চাকরি?

নন্দী। কেনো দিবে না। হামার কারবারে বহুত নোকর আছে, তুভি নোকরি লিবি চল্।

ভাস্কর। বাঁচালে বাবা যমরাজের মাসতুতো শালা!

নন্দী। সহি! হামি যমরাজকা মাসতুতো শালা আছে। বহুত শাল-শূল হামি দিতে পারে।

ভাস্কর। এঁ্যা! ওরে বাবা, শাল-শূলও দিতে পার?

নন্দী। আলবৎ পারে। দেখো পরখ করিয়ে।

ভাস্কর। আর পরখে কাজ নেই বাবা। শাল-শূল যা দেবার তা চক্ষুশূলদের দিয়ো, আমাকে একটা চাকরি দিলেই হবে।

নন্দী। বহুৎ খুব। হামি তুহারে নোকরি দিলো। চল্ হামার সাথ।

ভাস্কর। কি চাকরি দেবে?

নন্দী। হামার কারবারে যো তুহার পসন্দ হোবে, উয়ো নোকরি দিবে। বোল্ কৌন কাম পারিস!

ভাস্কর। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

নন্দী। ব্যস—ব্যস, হামার চণ্ডীপাঠকা কাম নেহি। জুতি সিয়ানেকা কাম করো, মৌজসে খাও-দাও, রূপাইযা লে কব ভেজো।

ভাস্কর। এঁ্যা—জুতো সেলাই?

নন্দী। হাঁ। হামার জুতিকা কারবার আছে। বড়া বড়া আদমি রাজা-মহারাজকা জুতি বানাইয়ে হামি বহুত রূপাইয়া কামাই কোরে।

ভাস্কর। জন্ম-জন্ম তুমি কামাই কর বাবা যমরাজের মাসতুতো শালা। আমার শাল-শূলেও দরকার নেই, আর চাকরিরও দরকার নেই।

নন্দী। কেনো—কেনো? এমন জবর নোকরি—

ভাস্কর। তোর সাতগুষ্টি করুক শালা মুচি, বামুনের ছেলে হয়ে জুতো সেলাই করব?

নন্দী। আলবৎ করবি। তু বামুনের ছেলিয়া আছিস, লেকেন বামুন না আছিস। মোচিসে বহুত নিচে আছিস।

ভাস্কর। কি—কি বললি? আমি মুচিরও নিচে?

নন্দী। আলবৎ। মানুষ হইয়ে মানুষকে যো আদমি ঘিন্না কোরে, উ তো কুত্তা আছে, কুত্তা—কুত্তা।

ভাস্কর। তবে রে ছোটলোক মুচি, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! [যষ্টিদ্বারা প্রহার, নন্দীর প্রস্থান।] এঁ্যা! একি

হলো? লোকটা ধুলোর সঙ্গে মিশে গেল? আমি কি স্বপ্ন দেখছি:? এ কি আমি—

জেলেনীর বেশে বালিকামূর্তিতে দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা। সেটা বুঝতে পারছ না বামুনঠাকুর?

ভাস্কর। এঁ্যা—কে? তোকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!

দুর্গা। কোথায় আবার! দেখেছ জন্মের পর থেকে জ্ঞান সঞ্চার পর্যন্ত।

ভাস্কর। দূর, এ ছুঁড়িটা আবার পাগলী।

দুর্গা। সবাই বলে বটে, কিন্তু আসলে আমি তা নই। ক্ষ্যাপা বরকে নিয়ে দিনরাত জ্বলে মরি ঠাকুর, দিনরাত জ্বলে মরি।

ভাস্কর। জন্ম-জন্ম মর। এখন পথ ছাড় দেখি।

দুর্গা। কেন, যাবে কোথায়?

ভাস্কর। তোর কাছে কি আবার কুলুচি খুলতে হবে নাকি?

দুর্গা। খুলেই দেখ না, ঠকবে না।

ভাস্কর। আর ঠকা-জেতার দরকার নেই উনুনমুখী, পথ ছাড়— খিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে।

দুর্গা। ও, তাই বল! তা খিদে পেয়েছে, আমার কাছে খাবার চাইছ না কেন?

ভাস্কর। আহা, কি আমার রাজকন্যা রে! নিজে খাবার ঠিক নেই, ও বেটি আমাকে দেবে খেতে!

দুর্গা। কেন দেবো না! আমি যে অন্নপূর্ণা, আমার ভাণ্ডারে অফুরন্ত খাবার।

ভাস্কর। কি? ছাই-পাঁশ?

দুর্গা। যে তাই চায়, তার বরাতে তাই মেলে। তুমি কি চাও বল। অন্নপূর্ণার হাতের অন্ন, না ছাই-পাঁশ?

ভাস্কর। আরে বেটি, ছাই-পাঁশ কেউ চায়—না খায়?

দুর্গা। তাহলে অন্ন চাও?

ভাস্কর। চাই তো। কিন্তু দিচ্ছে কে?

দুর্গা। কেন, আমি। এই নাও। [তিনটি অন্ন দিল]

ভাস্কর। [তিনটি অন্ন লইয়া] ইয়ার্কি নাকি, দেবো বেটিকে এক থাপ্পড়।

দুর্গা। কেন ঠাকুর, রেগে গেলে কেন?

ভাস্কর। রেগে যাব না? মাত্তোর তিনটে ভাত কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে দিয়েছিস?

দুর্গা। কোথা থেকে আবার। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিনলোকের ওই তিনটে ভাত কুড়িয়ে এনেছি কমলার দুয়ার থেকে।

ভাস্কর। তোর চোদ্দগুষ্টির দোর থেকে। এই তিনটে কার এঁটো ভাত?

দুর্গা। কার আবার! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের।

ভাস্কর। বটে! এখুনি আবাগীর বেটি চুলের মুঠি ধরে মারব এক আছাড়। কোথা কোন্ চাঁড়ালের আস্তাকুঁড়ের এঁটো ভাত কুড়িয়ে এনে আমার মত একটা সৎ ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিলে!

দুর্গা। জয় শঙ্কর বলে মুখে ফেলে দাও, তোমার মানুষজন্ম সার্থক হয়ে যাবে।

ভাস্কর। তা বৈকি! এই বেটি—এই বেটি, তুই কোন্ জাতের মেয়ে?

দুর্গা। আমি জেলের মেয়ে গো!

ভাস্কর। এঁ্যা! জেলের মেয়ের ছোঁয়া ভাত আজ বামুনের হাতে!

দুর্গা। মাথায় ছোঁয়ালে জীবন সার্থক হয়ে যেত।

ভাস্কর। দূর-দূর-দূর, জাতজন্ম সব গেল, সব গেল! [ভাত মাটিতে নিক্ষেপ করিল] গঙ্গাস্নান না করলে আর এ-দেহ শুদ্ধ হবে না।

দুর্গা। [ভাত তিনটি কুড়াইয়া]

গীত

ওরে গঙ্গাজলও জল হবে যায়
মনটা শুদ্ধ নাহি হলে।
শুকিয়ে যাবে ত্রিবেণীর জল
তোর পাপদেহের ওই পরশ পেলে॥
উঁচু-নিচু জাতের বিচার—
ছিল না রে সেই বিধাতার;
মানুষ কেবল করছে বিচার
কোনটা বামুন চাঁড়াল ছেলে॥

[দ্রুত প্রস্থান।

ভাস্কর। উচ্ছন্নে যা বেটি, উচ্ছন্নে যা। ভর সকালবেলায় জেলের মেয়ে হয়ে বামুনের হাতে আস্তাকুঁড়ের এঁটো ভাত তুলে দেওয়া! গোল্লায় যাবি ছোটলোক বেটি, গোল্লায় যাবি!

অর্ধোন্মাদপ্রায় বাহুক আসিল।

বাহুক। সারা ছুনিয়াটাকে ওলোট-পালোট করে দেবো, সারা ছুনিয়াটাকে ওলোট-পালোট করে দেবো। আমার কুন্দদুয়াকে যদি

কেউ মেরে ফেলে থাকে, আমি সারা দুনিয়াটাকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবো। [সহসা ভাস্করকে দেখিয়া] কে—কে এখেনে দাঁড়িয়ে?

ভাস্কর। [স্বগত] ও বাবা, এ আবার কে যমের দোসর!

বাহুক। কথা বলছ না যে? জবাব দাও, তুমি কে?

ভাস্কর। আ-আ-আমি ব্রাহ্মণ বাবা!

বাহুক। বামুনঠাকুর! তাহলে আর তোমার রেহাই নেই, এখুনি গলা টিপে—

ভাস্কর। এঁ্যা! ওরে বাবা রে, এ বলে কি রে! [কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল]

বাহুক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এমনি ভীতু জাত এরা, অথচ ছোটজাতের মাথায় লাথি মারবার সময় পা তুলতে একটু বুক কাঁপে না। তৈরি হও—তৈরি হও ঠাকুর, এখুনি আমার এই ভল্লটা তোমার বুকে বসিয়ে দেবো।

ভাস্কর। [সভয়ে কম্পিত স্বরে] কে-কে-কেন বাবা, আমার অপরাধ কি?

বাহুক। বহুত অপবাধ। তোমারই মত একজন বামুনঠাকুর আমার সোনার চাঁদ ছেলের মানত পূজো না করে চাঁড়াল বলে রাজাকে দিয়ে বাছার একখানা হাত কাটিয়ে দিয়েছিল, সেইজন্যেই আমি আজ ভিটেছাড়া—দেশছাড়া—ছেলেহারা। দাঁড়াও ঠাকুর, সোজা হয়ে দাঁড়াও, [ধরিয়া টানিতে টানিতে] মরণের জন্যে তৈরি হও! [সহসা দামামা ও তূর্যধ্বনি] ওকি!

দ্রুতপদে শার্দ্দূল সিংহ আসিল।

শার্দ্দূল। এগিয়ে চল, দ্রুতপদে এগিয়ে চল ভাইসব! অত্যাচারী

কোলাপুর-অধীশ্বর সুরথ সসৈন্যে নিজে এসে মদ্রের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে।

বাহুক। কে—কে? কে লড়াইয়ে ডাক দিয়েছে জোয়ান? কার কথা বলছ?

শার্দুল। কোলাপুররাজ সুরথ।

[প্রস্থান।

বাহুক। [সচিৎকারে] পেয়েছি—এইবার পেয়েছি আসল দুষমনকে। তৈরি হয়ে থাক শয়তান রাজা, মরণের জন্যে তৈরি হয়ে থাক। আমি সামনা সামনি লড়াইয়ে হারিয়ে আগে তোর চোখ-দুটো উপড়ে নেব—চোখদুটো উপড়ে নেব, হাঃ-হাঃ-হঃ!

[দ্রুত প্রস্থান।

ভাস্কর। জয় শঙ্কর! এ যাত্রায় খুব রেহাই পাইয়ে দিয়েছ বাবা! আমাদের রাজা এসেছে এই মদ্রদেশেও আক্রমণ করতে! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। কাজ নেই বাবা কাজকর্মে, এই দেশ থেকে য পলায়তি স জীবতি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কোলাপুর রাজ-অন্তঃপুর

[মধ্যরাত্রি, চারিদিক হইতে আর্তনাদ ও কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল]

ছুটিয়া মালাবতী আসিল।

মালা। একি—একি হলো! মহারাজ যুদ্ধযাত্রা করেছেন, আর এদিকে কোন্ বিদেশী সৈন্য এসে হঠাৎ রাজধানী আক্রমণ করেছে।

ছুটিয়া মণিরথ আসিল।

মণিরথ। মা—মা! দাদা একখানা চকচকে তলোয়ার হাতে করে যাকে দেখছে তাকেই কাটছে। আমি ঘর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

অধিরথ আসিল।

অধিরথ। এখানে পালিয়ে এসেও আমার হাত থেকে রেহাই পাবি না মণিরথ।

মালা। এ কি অধিরথ, তুমি আজ—

অধিরথ। কোলাপুরে রাজসিংহাসনের কাঁটা এই মণিরথকে ধরণীর বুক থেকে চিরদিনের জন্তে সরিয়ে দিতে লেগেছি নিষ্ঠুর ঘাতক।

মালা। প্রয়োজন নেই এই ঘাতকবৃত্তির। কোলাপুর রাজসিংহাসনের সব দাবী মণিরথ ছেড়ে দিচ্ছে, তুমি শান্ত হও অধিরথ।

অধিরথ। চোখের সামনে নিশ্চিত মরণের আবির্ভাব দেখলে মুখে ওরকম সিংহাসনের দাবী অনেকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুযোগ পেলে সে দাবী আদায় করতে আমার মত জল্লাদও সাজতে পারে। না-না, আমি ও-কথায় বিশ্বাস করি না। আমাকে কণ্টকমুক্ত হতেই হবে। সরে দাঁড়াও মহারাণী!

মালা। মহারাণী! আমাকে কাকিমা সম্বোধন করতেও বুঝি সাহস হচ্ছে না কুলাঙ্গার!

অধিরথ। সাহস নয়, তোমাকে কাকিমা বলতে ঘৃণা হয়।

মালা। তা তো হবেই কুলাঙ্গার! এইজন্যেই বুঝি মা-হারা তোকে স্তন্যদান করেছিলাম! মাতৃহারা শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে আপন সন্তানের পাশে ঠাঁই দিয়েছিলাম!

অধিরথ। মহারাণী—

মালা। বুঝেছি অধিরথ! আমাদের ভুলেই আজ তুমি এতখানি বেড়ে উঠেছ।

অধিরথ। যখন বুঝতেই পেরেছ, তখন আর কথা কাটাকাটি করছ কেন? সরে দাঁড়াও, আমি মণিরথকে হত্যা করে তবে আজকের রক্তখেলা বন্ধ করব।

মণিরথ। কেন আমাকে বধ করতে চাও দাদা? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?

মালা। উত্তর দাও অধিরথ, শিশু মণিরথকে উত্তর দাও, কেন ওকে বধ করবে।

অধিরথ। উত্তর আমার কাছে নয়, পাবি তোর মা-বাপের কাছে জীবনের পরপারে গিয়ে। [অস্ত্র উত্তোলন]

মালা। মায়ের সামনে তার ছেলেকে বধ করা খুব সোজা নয়

অধিরথ। ওই অস্ত্রটায় আগে আমার মাথা কেটে নাও, তারপর মণিরথকে শেষ করে দিও।

ধর্মরথ আসিল

ধর্মরথ। না, না রে কুলাঙ্গার। ওই অস্ত্রটা আগে আমার বুকে আমূল বিঁধিয়ে দে, তারপর আমার প্রিয়জনদের শেষ করিস।

অধিরথ। একি, বাবা।

ধর্মরথ। চুপ। আমি জল্লাদের বাবা নই। দে—দে মহাপাপী, তোর ওই তীক্ষ্ণ অস্ত্রটা আগে আমার বুকে বসিয়ে দে।

অধিরথ। সরে যাও—সরে যাও বাবা, তোমার মহাভুলের সংশোধন করছি আমি—

ধর্মরথ। ভাইয়ের বক্ষ-শোণিতে হাত রাঙিয়ে। বৌমা, আমার কথা না মেনে এই কালসাপকে তোমরা দুধকলা খাইয়ে এতদিন খুব ভুল করেছ। তারই বিষময় পরিণামে আজ বহু অনুগত রাজভৃত্য অকালে এই জল্লাদের অস্ত্রে প্রাণ হারালো, তোমার পুত্রের জীবনও বিপন্ন।

মালা। ভুল মানুষেরই হয় দাদা! মা-মরা পাঁচ বছরের ছেলে যে অধিরথকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি আদর-যত্নে মানুষ করেছি, এতদিন পরে আজ সে যে সিংহাসনের লোভে আমারই মাথায় বজ্রাঘাত করতে বদ্ধপরিকর হবে, এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

ধর্মরথ। এ কথাটা সেইদিন ভাবা উচিত ছিল মা, যেদিন বুঝতে পেরেছিলে ওর মনে কোলাপুর-সিংহাসনের আশা বাসা বেঁধেছে। সেইদিন ওকে যদি কারাগারে দিয়ে কঠোর শাসন করতে, তাহলে আর আজ এ বিপদটা ঘটত না।

অধিরথ। [ধমক দিয়া] বাবা!

ধর্মরথ। ধমক দিয়ে কি তাকে দমিয়ে দিতে পারিস নরাধম, যার ধমকে একদিন তুই মাটির সঙ্গে মিশে যেতিস!

অধিরথ। আজ আর সেদিন নেই, এখন তুমি শিশুর চেয়েও অসহায়।

ধর্মরথ। কে বলে আমি অসহায়? কোলাপুরের হাজার হাজার পুত্রতুল্য প্রজারা আমার সহায়, তাদের সহযোগিতায় আমি তোকে এমন শাস্তি দেবো—

অধিরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমাকে শাস্তি দেবার পরিকল্পনা তোমার বাতুলতা মাত্র। এই, কে আছিস? [রক্ষী আসিল।] এখনি এই বৃদ্ধকে বন্দী কর্।

ধর্মরথ। কি, বন্দী করবে—আমাকে বন্দী করবে! ওরে কে আছিস? আমার তলোয়ারখানা অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে আয়, আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও একবার এই বিশ্বাসঘাতকটাকে বুঝিয়ে দেবো যে, ক্ষত্রিয়-শোণিতের স্ফুরণ এখনো আমার দেহে বর্তমান।

মালা। কেউ আজ আসবে না দাদা, কেউ আর আপনার কথা শুনবে না। বুঝতে পারছেন না, গোড়া বেঁধে তবে অধিরথ এই পৈশাচিক খেলা আরম্ভ করেছে।

ধর্মরথ। ওঃ! কি করি আমি, কি করি আমি! নিজের গায়ের মাংস নিজে কামড়ে ছিঁড়ে নিলেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না? ওরে নারকী! ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙিয়ে সিংহাসনে বসিস না। আমি কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে মণিরথ তোর কোন ক্ষতি করবে না, ওকে অব্যাহতি দে।

অধিরথ। না—না, তা হবে না। মণিরথকে বাঁচিয়ে রেখে

আমি নিশ্চিন্তমনে সিংহাসনে বসতে পারব না। রক্ষী, আদেশ পালন কর্।

ধর্মরথ। খবরদার—খবরদার রক্ষী! আমাকে বন্দী করতে এলে আমি পদাঘাতে তোকে বধ করব।

অধিরথ। তাহলে হাতে-পায়ে লৌহশৃঙ্খল বেঁধে ফেলে রেখে দে। [রক্ষীর নিকট হইতে শৃঙ্খল লইয়া ধর্মরথকে বন্দী করিল] এইবার যা রক্ষী, বৃদ্ধকে অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যা।

ধর্মরথ। না—না, আমি যাব না। এখান থেকে কেউ আমাকে এক পাও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আমার মণিরথকে—[রক্ষী আকর্ষণ করিতেছিল]

অধিরথ। এই তোমারই সামনে চিরদিনের জন্যে যমালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [মণিরথকে হত্যায় উদ্যত]

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। কই—কই—কোন্‌দিকে রাজকুমার? কোন্‌দিকে মহারাণী?

অধিরথ। কারা—কারা অত চেঁচামেচি করে?

ছুটিয়া সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। চাঁড়াল প্রজারা। কে ওদের খবর দিয়েছে, তাই ওরা রাজকুমার আর রাণীকে উদ্ধার করতে এসেছে বন্ধু।

অধিরথ। এই যে সুচেৎ সিংহ! যুদ্ধ থেকে কখন ফিরে এলে? যুদ্ধে আমাদের—

সুচেৎ। পরাজয় হয়েছে। আমি কৌশলে পালিয়ে এসেছি, মহারাজ বন্দী।

মালা। বন্দী! মহারাজ বন্দী?

অধিরথ। ভগবান অবিচারী নন, আমার ন্যায্য পাওনা রাজ-সিংহাসন মিলিয়ে দিতে করুণায় যিনি তোমার স্বামীকে মন্ত্রের রাজশক্তির কাছে পরাজিত করে বন্দী করিয়েছেন, আর তোমাকে বন্দী করিয়ে আমার মনে প্রেরণা এনে দিয়েছেন মণিরথকে বধ করে নিষ্কণ্টক হবার।

বর্শা ও তীর-ধনুক হাতে ময়না আসিল।

ময়না। বাচ্ছা রাজপুত্তুরকে মেরে রাজা হওয়া খুব সোজা নয় জানোয়ার রাজকুমার! তোদের শয়তানির শেষ করে দিতেই চাঁড়াল মহল্লার মেয়ে-মরদরা এসেছে লড়াই করতে।

ধর্মরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভগবানের নিরপেক্ষ বিচার দেখ কুলাঙ্গার, ভগবানের—

অধিরথ। তা তোরা পারবি না। সকলের সামনেই আমি মণিরথের দেহ থেকে মাথাটা নামিয়ে দিচ্ছি। [অস্ত্র উত্তোলন]

ময়না। [ছুটিয়া গিয়া মণিরথকে কোলে তুলিল] তার আগে চাঁড়ালনী ময়নার বিষ-মাখানো বর্শার ফলা তোর বুকে বিঁধবে শয়তান!

অধিরথ। সুচেৎ সিংহ, আক্রমণ কর বিদ্রোহিনী নারীকে।

[সুচেৎ সিংহ ময়নাকে আক্রমণ করিতে গেল,
ময়না বর্শা তুলিয়া ধরিল]

ময়না। তবে বিষ-মাখানো বর্শার ঘা খেয়ে তুই আগে ঘুমিয়ে পড় বেইমান! [সুচেৎ সিংহ ভয়ে পিছাইয়া গেল] হাঃ-হাঃ-হাঃ, প্রাণের ভয়ে তোর দোসর পিছিয়ে পড়েছে জানোয়ার। যদি সাহস থাকে—তুইও এগিয়ে আয়, আমি চললাম ছোট্ট রাজকুমার আর রাণীকে নিয়ে রাজবাড়ির বাইরে।

মালা। মা—মা! তোমার এ ঋণ—

ময়না। শোধ করতে হবে না রাণী, শোধ করতে হবে না। ভুলের ঝোঁকে তোর সোয়ামী আমাকে সর্বহারা করলেও, ভুলতে পারিনি যে—আমরা মানুষ। মানুষের বিপদে বুক দিয়ে দাঁড়ানো মানুষেরই ধর্ম।

[মালাবতীকে টানিয়া লইয়া মণিরথ সহ প্রস্থান।

অধিরথ। অবাক হয়ে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন সুচেৎ সিংহ? চল—চল, এক সঙ্গে ছোটলোক চাঁড়ালদের আক্রমণ করে ওদের কাছ থেকে মণিরথকে ছিনিয়ে আনি।

[সুচেৎ সহ প্রস্থান।

ধর্মরথ। হাঃ হাঃ-হাঃ! ধর্মের বিজয় দুন্দুভি বেজে উঠেছে। মঙ্গলময় দেবতা ছোটজাত চাঁড়ালদের মনেও মনুষ্যত্বের প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছেন। পাপীদের পতন অনিবার্য।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দ্রের রাজসভা

শার্দূল সিংহ ও নকুল সেন আসিল।

নকুল। নিলে না—নিলে না, আমার দেওয়া এক কপর্দকও তারা নিলে না, এক কাপড়ে দুজনেই চলে গেল।

শার্দূল। সেই ছোটলোকের হাতে সোনার প্রতিমা রাজভগ্নীকে তুলে দেওয়া উচিত হয়নি মহারাজ!

নকুল। উপায় ছিল না সেনাপতি! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম, সুতরাং সেই প্রতিজ্ঞার মর্যাদারক্ষায়—

শার্দূল। হাত-পা বেঁধে রাজার দুলালীকে একটা ভিখারীর হাতে তুলে দিলেন।

নকুল। আমি তো তুলে দিতে ইতস্তত করেছিলাম, এমন কি কুন্দনকে প্রচুর অর্থ দিয়ে ধীরার ওপর থেকে সব দাবী ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের মত চলে যাবারও অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু ধীরাই শুনলে না, তার গলায় বরমাল্য দিয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞামুক্ত করে, চিরদিনের মত স্বামীর হাত ধরে চলে গেল। হ্যাঁ, বন্দী কোলাপুর-রাজকে কোথায় রাখা হয়েছে সেনাপতি?

শার্দূল। আপনার আদেশমত কারাগারে রাখা হয়েছে মহারাজ

নকুল। তাঁকে এইখানে নিয়ে এস! আমি বিচার করব।

শার্দূল। সে কি! আজই?

নকুল। হ্যাঁ, আজই।

শার্দুল। কিন্তু পূর্বে আপনার আদেশ ছিল মহারাজ, এক মাসকাল অন্ধকার কারাগারে অর্ধাহারে রেখে, প্রতি প্রভাতে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে, তারপর তার বিচার।

নকুল। সে আদেশের পরিবর্তন করে এখন নতুন আদেশ দিচ্ছি—তাঁকে এখনি নিয়ে এস, আজই আমি বিচার করব।

শার্দুল। আমি এখনি যাচ্ছি মহারাজ!

[প্রস্থান।

নকুল। কাজ—কাজ, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সেই সর্বনাশীর চিন্তা হতে অব্যাহতি নেব। উঃ, অসহ্য এই বিবেকের জ্বালা! কে যেন বলছে, ওরে ফিরিয়ে আন—

একটি ছোট দশভুজামূর্তির পুতুল হাতে বালিকা-
মূর্তিতে দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা। ওগো—ওগো, তুমিই এ রাজ্যের রাজা তো?

নকুল। হ্যাঁ। কেন মা, কি প্রয়োজন তোমার?

দুর্গা। আমার নয়, প্রয়োজন মেধষ ঋষির।

নকুল। মহর্ষি মেধষের? বল মা, কি প্রয়োজন?

দুর্গা। এই ছোট পুতুলটার পূজা।

নকুল। পূজা!

দুর্গা। হ্যাঁ গো! এই পুতুলটা আমার হাতে দিয়ে ঋষি মেধষ বললে, মন্ত্ররাজকে বলো, তার কারাগারে সুরথ নামে যে রাজা বন্দী আছে, তার হাত দিয়ে পূজা করাতে।

নকুল। আশ্চর্য!

দুর্গা। কেন?

নকুল। বন্দী সুরথের হাত দিয়ে এই দশভুজা মূর্তির পূজা করালে কি ফল হবে?

দুর্গা। ফল নাকি ভালই হবে।

নকুল। কে বলেছে? মহর্ষি মেধষ?

দুর্গা। হ্যাঁ গো! তিনি কি মিথ্যে বলেছেন? দেখ না পূজা করিয়ে।

নকুল। বন্দী সুরথ যদি এ মূর্তি পূজা করতে না চায়?

দুর্গা। তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে।

নকুল। কিন্তু তাতে মহর্ষি মেধষের কি লাভ হবে? এই মূর্তির পূজা তো হবে না।

দুর্গা। নিশ্চয় হবে। আজ না হলেও দু'দিন পরে হবেই, আর সে পূজা দেবে ওই বন্দী সুরথ।

নকুল। বন্দী সুরথ আমার কাছে অপরাধী, আমি যদি আজই তাকে প্রাণদণ্ড দিই?

দুর্গা। তাহলে সৃষ্টিটা উল্টে যাবে।

নকুল। বালিকা!

দুর্গা। ঋষি মেধষের ভবিষ্যতবাণী কখনো বিফল হবে না। ওই সুরথের হাতেই পূজিতা হবে দেবী দশভুজা।

নকুল। একি—একি দেখছি মা! তোমার মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি, চোখে বিদ্যুৎস্ফুরণ, কণ্ঠে শত বীণার ঝঙ্কার। বল—বল, বালিকা, তুমি কে?

দুর্গা।—

ভিখারিণী আমি ছেলেদের দ্বারে
আমারে কে চেনে বল।

চাই না অর্ঘ রাজভোগ রাগ
চাই রে ভকতি পুষ্পদল।
শিব হলো শব অচল দেবতা—
তারে জাগায়েছে জগতের মাতা,
বোকা ছেলেরা তো বোঝে না সেকথা—
তাই প্রসবে প্রকৃতি এতই সুফল।

[দ্রুত প্রস্থান।

নকুল। দাঁড়াও—দাঁড়াও মা, যেয়ো না। তোমার স্বরূপ আমাকে দেখতে দাও।

বন্দী সুরথকে লইয়া শার্দুল সিংহ আসিল।

শার্দুল। বন্দীকে এনেছি মহারাজ!

নকুল। কে? ও, শার্দুল সিংহ? সামনে দিয়ে একটি বালিকাকে দৌড়ে যেতে দেখলে?

শার্দুল। কই না, দেখলাম না তো মহারাজ!

নকুল। দেখনি? আশ্চর্য! তবে কি বাতাসে মিলিয়ে গেল?

শার্দুল। কার কথা বলছেন মহারাজ?

নকুল। যার কথা বলছি, তাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে এই মহারাজ নকুল সেনের, আর—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমারও হবে কোলাপুররাজ, যদি এই মূর্তির পূজা কর।

সুরথ। [দুর্গামূর্তি দর্শনে জলিয়া উঠিল] সাবধান মহারাজ! যুদ্ধে তোমার কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছি, তোমার ইচ্ছামত শাস্তি দাও—একটি প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণও করব না। কিন্তু আমার আরাধ্য বিশ্বনাথের অপমান করো না।

নকুল। তোমার আরাধ্য বিশ্বনাথের অপমান করছি?

সুরথ। নিশ্চয়। যে হাতে আমি বিশ্বনাথের পূজা দিই, সেই হাতে আমাকে তুমি ওই রাক্ষসীমূর্তির পূজা দিতে বলছ কোন্ স্পর্ধায়?

নকুল। মহর্ষি মেধষ এক বালিকার হাত দিয়ে এই মূর্তি পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন, বন্দী সুরথ এর পূজা দিলে—

সুরথ। জগতের মঙ্গল হবে, সুরথ কারামুক্ত হবে, তার যশোগানে পৃথিবী ভরে উঠবে।

নকুল। ওইরকমই শুনলাম।

সুরথ। ভালই শুনেছ। কিন্তু সুরথ পূজা দেবে না।

নকুল। ভুল বুঝো না রাজা সুরথ, তোমার হাতে পূজা নিতেই দেবী মহামায়া—

সুরথ। চারিদিকে মায়াজাল ফেলে রেখেছে। কিন্তু ও জালে আবদ্ধ হবে তোমার মত দুর্বল চিত্তের মানুষরা, সুরথ তা হবে না।

নকুল। এখনো মহর্ষির হিতবাণী শোন রাজা সুরথ, এই দশভুজা মূর্তির পূজা দাও, আমি সসম্মানে তোমাকে মুক্তি দেবো।

সুরথ। সুরথ মুক্তি চায় না।

নকুল। সাবধান বন্দী, বারবার এইভাবে আমার আদেশের অপমান করলে—

সুরথ। আমাকে প্রাণদণ্ড দেবে? তাই দাও—তাই দাও মন্ত্র-রাজ! আজীবন মঙ্গলময় শিবের আরাধনার ফলে যদি তোমার হাতে সুরথের অকালমৃত্যু হয়, তাহলে এ জগত থেকে শিবপূজা উঠে যাবে।

নকুল। শিবপূজারী সুরথ পররাজ্যলোলুপ হয়ে বিনা কারণে মন্ত্র আক্রমণ করেছিল, সেই পাপেই আজ তাকে অকালমৃত্যু নিতে হবে।

সুরথ। বিনা কারণে? বাঃ! চমৎকার তোমার আত্মদোষ স্খালনের কৌশল মন্ত্র অধিপতি! থাক, আর তর্কের প্রয়োজন নেই। যত শীগগির পার আমার জীবনলীলার অবসান করে দাও, এই পাপ রাজসভায় দাঁড়িয়ে থাকতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

শার্দুল। সাবধান বন্দী। আমাদের পাপ রাজসভা?

সুরথ। নিশ্চয়। একজনের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে যারা তাকে এই রাক্ষসীর পূজা করতে বলে, তারা মহাপাপী, আর তাদের রাজসভা পাপীদের বিচরণক্ষেত্র নরকভূমি।

নকুল। এই নরকভূমিতেই মহর্ষি মেধষ প্রেরিত এই দেবী দশভুজা মূর্তির পূজা দিতে তুমি বাধ্য হবে সুরথ, কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে।

সুরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মৃত্যুদণ্ড যার কাছে একটা ছেলেখেলা, সামান্য কশাঘাত তার কাছে কিছু নয় মন্ত্ররাজ!

নকুল। বটে! ধর—ধর এই মূর্তি, মাথায় তুলে নিয়ে চল পূজার মন্দিরে। চল, নিয়ে চল।

সুরথ। না—না, কখনো নয়।

নকুল। শার্দুল সিংহ! রাজা সুরথকে নির্মমভাবে কশাঘাত কর।

শার্দুল। আবার বলছি, ধর—ধর মায়ের মূর্তি, নিয়ে চল পূজার মন্দিরে। যাবে না? [বারবার কশাঘাত]

সুরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোদের এই রাক্ষসী মায়ের মূর্তি পূজার পরিবর্তে, শৈব সুরথ ফেলে দিল পায়ের নিচে। [মূর্তি লইয়া মাটিতে নিক্ষেপ] পূজা—পূজা, এই ওর পূজা।

শার্দুল। তবে মাতৃমূর্তির সঙ্গে তোরও কাটা মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ুক। [অস্ত্র উত্তোলন]

নকুল। অস্ত্র নামাও শার্দুল সিংহ, কোলাপুররাজ সুরথের মৃত্যু মায়ের অভিপ্রায় নয়।

শার্দুল। মহারাজ!

নকুল। মৃত্যুকে সামনে দেখেও যে ভক্ত নির্ভীক অন্তরে এক দেবতার চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ করে, তাঁকে হত্যা করে আমি মানবত্বের অপমান করতে চাই না। যাও—যাও হে বীর সাধক, মুক্ত তুমি। [বন্ধন খুলিয়া দিল]

সুরথ। এঁ্যা, মুক্ত আমি? তাহলে আমার বিচার তুমি করবে না?

নকুল। নির্ভীক হৃদয়ে যে অপরাধী মরণকে বরণ করতে এগিয়ে আসে, মদ্ররাজ নকুল সেন তার বিচার করে না। যাও—যাও আদর্শ শিবভক্ত, তোমার হাতে যদি মায়ের পূজা সাধিত হয়, তাহলে তা হবে দেবাদিদেব শঙ্করের পৌরোহিত্যে।

[শার্দুল সিংহ সহ প্রস্থান।

সুরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাক্ষসী—রাক্ষসী, দেখ তোর সব কৌশল ব্যর্থ হলো। শিবপূজারী সুরথের হাতে তোর দশভুজা মূর্তির পূজা হবে না, চিরদিন সুরথের দ্বারে তোর পূজা প্রার্থনা করে এমনিই ব্যর্থমনোরথে ফিরতে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পর্বতের পাদদেশে একখানি পর্ণকুটিরের দুয়ার-সম্মুখ

কথা বলিতে বলিতে ধীরাবতী ও কুন্দন আসিল।

কুন্দন। হলো না—হলো না, চাকরির চেষ্টা করা হলো না। গ্রামে গ্রামে ফিরে অনেক চাষী-গৃহস্থের বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত গেলুম, কিন্তু মুখ ফুটে কারো কাছে বলতে পারলুম না—ওগো, দয়া করে তোমরা আমাকে চাকর রাখ।

ধীরা। কেন পারলে না? লজ্জায়, না খাটুনির ভয়ে?

কুন্দন। খাটতে আমি পিছপাও নই। জানই তো রাজকুমারী—

ধীরা। আবার! রোজ যে পাখি পড়ানোর মত তোমাকে পড়াচ্ছি, আমাকে রাজকুমারীর বদলে—

কুন্দন। প্রিয়া—প্রিয়তমে? হাঃ-হাঃ-হাঃ। ও কথাগুলো বলা অভ্যেস নেই কিনা, তাই মুখ দিয়ে বেরোই বেরোই করেও বেরুতে চায় না রাজকুমারী।

ধীরা। সেই ডাক! এবার আমি সত্যিই রাগ করলুম। যাও, আর কথাই বলব না। তুমি ভারী কাপুরুষ।

কুন্দন। কি, আমি কাপুরুষ! কখনও নয়, কখনও নয়; আমি যে কাপুরুষ নই, তার প্রমাণ এই তোমার হাত ধরে ডাকছি, প্রিয়তমে—প্রিয়া—প্রাণাধিকে!

ধীরা। ব্যস, এই তো মিটে গেল। এইবার লজ্জার বালাইটাকে তাড়িয়ে দিয়ে—

কুন্দন। না-না, একদিনে অতখানি এগোতে পারব না। শনৈঃ শনৈঃ প্রিয়তমে, শনৈঃ শনৈঃ। তোমার প্রেমের পাঠশালায় যখন হাতে-খড়ি দিয়েছি, তখন নিশ্চয় পাকা ছাত্র হয়ে যাব।

ধীরা। হলেই বাঁচি।

কুন্দন। দেখে নিয়ো। আপাতত পেট-মহাজনের দেনা শোধ করবার উপায় কি? লোকের বাড়ি চাকরি আমার দ্বারা হবে না।

ধীরা। তাহলে কি করে সংসার চলবে?

কুন্দন। যাকে নিয়ে সংসার বেঁধেছি, সেই বলবে।

ধীরা। আমি?

কুন্দন। নিশ্চয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিসুদ্ধি আমার নেই। চাঁড়ালের ঘরে জন্মালেও গাঁয়ের মোড়ল ছিল আমার বাবা; অভাব বলে একদিনও বুঝিনি, রোজগারের পথও খুঁজিনি।

ধীরা। তাহলে এক কাজ করি—বনের কাঠ কেটে আনি। তোমাকে বেঁধে দেবো, তুমি কাঁধে করে নগরে নিয়ে গিয়ে বেচে পয়সা আনবে, তাতেই চলবে আমাদের ভরণ-পোষণ।

কুন্দন। [ধীরার হাত ধরিয়া] ফুলের মত নরম হাতে কুড়ুল ধরে তুমি কাঠ কাটতে পারবে?

ধীরা। কেন পারব না! আমিও তো মানুষ।

কুন্দন। মানুষ; কিন্তু রাজার ঘরে মানুষ, আজন্ম রাজভোগ খেয়ে, ফুলের বিছানায় শুয়ে মানুষ। না—না প্রিয়া, এই চাঁপার কলির মত নরম হাতে কুড়ুল ধরে তুমি কাঠ কাটতে পারবে না।

ধীরা। তা যদি না পারি তাহলে আমার নারীজন্মই বিফল। যত বিলাসিতায় লালিত-পালিত হোক না কেন, যে মেয়ে স্বামীর সুখ-দুঃখ হাসি-আনন্দের সঙ্গে নিজের সত্তা মিশিয়ে দিতে না পারে, তার

জীবনের কোন মূল্য নেই। আমি রাজার দুলালী; কিন্তু শিবপূজার ফলে শিবের মত স্বামী পেয়ে আজ শিবানীর মতই ভাগ্যবতী।

কুন্দন। তবে এস ওগো আমার পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফল, এস আমার স্বপ্নে পাওয়া মল্লিকা, তোমাকে উপলক্ষ্য করে ফিরিয়ে দিলুম আমার জীবনের গতি।

ধীরা। তাহলে আমাদের কাজ—

কুন্দন। কাল থেকে আরম্ভ হবে।

ধীরা। কিন্তু আজ?

কুন্দন। বনের ফল পেড়ে আনছি। পাহাড়ী জংলা ফল পেট ভরিয়ে, বনফুলের মালা গেঁথে দুজন দুজনকে পরিয়ে আজ শুধু দেখব, তার গন্ধ-গানে দিন কাটাব। তুমি একলাটি আর কিছুক্ষণ থাক প্রিয়া, আমি ফুল-ফল পেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। [প্রস্থান।

ধীরা। হে অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা! তোমার বিধান মাথা পেতে নিয়ে দাদার প্রতিজ্ঞা পালনে সাহায্য করেছি। এর জন্যে আমি কাউকে দায়ী করব না। শুধু প্রার্থনা, স্বামীভক্তির বাঁধ কেটে দিয়ে যেন আমাকে নরকে ডুবিয়ে দিয়ো না দয়াল।

শার্দূল সিংহ আসিল।

শার্দূল। তোমাকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এত খোঁজাখুঁজি করে ঠিক এসে ধরেছি রাজকন্যা!

ধীরা। স্বর্গে নয়, নরকে বল শার্দূল সিংহ! স্বামীর ঘরই সতী-নারীর স্বর্গ।

শার্দূল। সত্য। কিন্তু অক্ষম অপদার্থ দরিদ্র স্বামী নারীজীবনের অভিশাপ।

ধীরা। কে বলে?

শার্দুল। আমি বলি।

ধীরা। তা বলতে পারো, কিন্তু স্বার্থপরদের কথা জগত স্বীকার করে নেবে না।

শার্দুল। স্বার্থপর আ ম নই, স্বার্থপর সেই ছোটলোক হাতকাটা চাঁডালটা।

ধীরা। সাবধান শার্দুল সিংহ, সতীনারীর সামনে তার স্বামী-নিন্দা করো না।

শার্দুল। নিন্দা। ছোটলোক চাঁডাল ছোঁড়াটা—

ধীরা। [চিৎকারে] শার্দুল সিংহ। এই মুহূর্তে চলে যাও আমার সামনে থেকে। নইলে—

শার্দুল। নইলে?

ধীরা। অপমান করে তাড়িয়ে দেবো।

শার্দুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তোমার কাছে আমার মান-অপমান কিছু নেই। চল রাজকুমারী, প্রাসাদে ফিরে চল, মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি তোমাকে বিবাহ করব।

ধীরা। তোমাদের মহারাজ কি এমনি মহাপাপী, যে ভগ্নীকে একবার সম্প্রদান করে—

শার্দুল। না, শাস্ত্রমতে তোমাকে তিনি অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষ্য রেখে সম্প্রদান করেননি।

ধীরা। আমাদের বিবাহে যদিও পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ হয়নি, শাস্ত্রীয় আচার হয়নি, শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যে স্ত্রী-আচার সাধিত হয়নি, তবুও হয়েছে ধর্মের নামে অদৃশ্য দেবতা নারায়ণের সামনে বিবাহ। এর ক্ষয় নেই, আমৃত্যুকাল এ বাঁধন অটুট থাকবে।

শার্দুল। না—না, তা হতে পারে না। এ বিবাহ সিদ্ধ নয়। চল রাজকন্যা, পুনরায় বরমাল্য দিতে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চল। ওই পাহাড়ের নিচে রথ দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

ধীরা। ও-রথে আমি যাবো না শার্দুল সিংহ! তোমার গলায় আমার হাতের ফুলের মালা ঝুলবে না, ঝুলবে আমার স্বামীর পায়ের এই ছেঁড়া জুতোর মালা। [ভূপতিত দুইটি ছিন্ন পাদুকা শার্দুলের দেহে ছুঁড়িয়া দিল]

শার্দুল। কি, এত স্পর্ধা! নীচ চাঁড়ালের হাতে যে আত্মবিক্রয় করে, তার এত দম্ভ! দাঁড়া দাম্ভিকা যুবতী, তোর সতীত্বের বড়াই এখানেই ঘুচিয়ে দিচ্ছি। [হস্তধারণ]

ধীরা। এ কি! হাত ছাড়, হাত ছাড় লম্পট!

শার্দুল। ছেড়ে দেবো, তবে ওই রক্তিম বিম্বাধরে একটি চুম্বন-রেখা এঁকে দেবার পর।

পশ্চাত হইতে বাহুক আসিয়া শার্দুলের ঘাড় ধরিল।

বাহুক। সে মৌকা তোর মিলবে না জোয়ান।

শার্দুল। কে রে?

বাহুক। তোর যম। ছাড়্, মায়ের হাত ছাড়্। নইলে এই বিষ-মাখানো বর্শার ফলা এখনি বুকে বিঁধিয়ে দেবো, দেখতে দেখতে তোর চোখে দুনিয়া আঁধার হয়ে যাবে। [শার্দুল সিংহ ধীরার হাত ছাড়িয়া দিল] এইবার তলোয়ারটা ওই মায়ের পায়ের নিচে রাখ্। জলদি রাখ্! [শার্দুল সিংহ তরবারি ধীরার পদপ্রান্তে রাখিল] এইবার সোজা হয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়া।

[শার্দূলকে ছাড়িয়া দিল. শার্দূল ঝটিকাবৎ ভূপাতিত তরবারি কুড়াইয়া লইয়া বাহুককে আক্রমণ করিল, উভয়ে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শার্দূলের অস্ত্র পড়িয়া গেল, তাহাকে বামহাতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া বাহুক তাহার বক্ষদেশে অস্ত্র তুলিয়া ধরিল।]

বাহুক। এইবার দুনিয়ার আলো শেষ দেখে নে জানোয়ার!

ধীরা। না—না, লম্পটকে মেরো না বাবা।

বাহুক। বাবা! [ভগ্নকণ্ঠে] তুই আমাকে বাবা বললি বেটি?

ধীরা। বলব না? আপনি আমার অমূল্য সতীত্ব রক্ষা করে বাপের অধিক কাজ করেছেন।

বাহুক। সভ্য কথাবার্তা, তাহলে তুই আর্যদের মেয়ে?

ধীরা। হ্যাঁ বাবা।

বাহুক। এই ষণ্ডটা?

ধীরা। মদ্রের সেনাপতি।

বাহুক। মদ্রের সেনাপতি! ওরে মা, কোলাপুরের রাজা সুরথের বিরুদ্ধে আমি যে এদের সাথে লড়াই করেছিলুম।

ধীরা। মদ্রের সঙ্গে কোলাপুররাজের যুদ্ধ হয়েছিল?

বাহুক। হ্যাঁ মা!

শার্দূল। স্বেচ্ছাচারিণী নারী! সেও তোমার জন্যে।

বাহুক। তাই বুঝি ওর ইজ্জত নষ্ট করে শোধ নিতে এসেছিস জানোয়ার? না—না মা, এর ওপর আর কোন দরদ দেখাসনি। একেবারে মেরে ফেলতে না দিস, অন্তত ওর নাক-কান কেটে নিয়ে শাস্তি দিতে দে।

ধীরা। মহাপাপীর শাস্তি দেবেন ভগবান।

বাহুক। ভগবান? না, না রে বেটি, ভগবান নেই—ভগবান নেই।

ধীরা। নিশ্চয় আছেন। তা না থাকলে আমার নারীধর্ম বিপন্ন হওয়ার মুহূর্তে, কে আপনাকে দেবদূতের মত এখানে এনে দিলেন?

বাহুক। তাই তো রে মা, আমার যে সব গুলিয়ে দিলি। ভগবান আছে বলেই—

ধীরা। চন্দ্র-সূর্য উদয়াচলে যায়, সতীরমণীর মর্যাদা উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

বাহুক। সবই থাকে, সবই চলে, কিন্তু আমার বরাতে কেন বাজের ঘা লাগে? আমার সাতরাজার ধন মাণিক—[দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] যাক সেকথা। এ লোকটাকে তাহলে—

ধীরা। ছেড়ে দিন বাবা।

বাহুক। কিন্তু খানিক আগে যে তোর ওপর অত্যাচার করেছিল?

ধীরা। আমি তার জন্যে ওকে ক্ষমা করেছি।

বাহুক। ধন্যি মা, ধন্যি তোরা মায়ের জাত। তোর মত আমার ঘরেও একজন আছে, যে সব অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে দেবীর মত বসে রইল শ্বশুরের ভিটেয়, আর আমি প্রতিশোধ নেবার নেশায়— না-না, আর ভাবব না, ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাব।

ধীরা। বাবা!

বাহুক। তোর কথায় এই জন্তটাকে ছেড়েই দিলাম মা। যা পাজি! দেবী-মায়ের দয়ায় আজ রেহাই পেয়ে গেলি। কিন্তু হুঁশিয়ার, আর কখনও এমন পাপকাজ করিস্‌নি।

[শার্দুল সিংহের প্রস্থান।

ধীরা। আপনি মানুষ নন বাবা, দেবতা। আপনার বুকে কেন

যে ভগবান বাঙ্গের ঘা মারলেন, কি পাপে যে তাঁর ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, তা বুঝতে পারলাম না।

বাহুক। আমিও বুঝতে পারিনি মা, আমিও বুঝতে পারিনি। যাক, তোমার স্বামী—

ধীরা। পাহাড়ে উঠেছেন ফল পাড়তে। আপনি কুঁড়ের ভেতরে আসুন বাবা।

বাহুক। না-না, ঘরের ভেতর আমি যাব না।

ধীরা। কেন বাবা?

বাহুক। শঙ্কর ভগবানের নামে দিব্যি করেছি, আমার হারানো মাণিকের খরা না পেলে ঘরে ঢুকব না, পথই হবে আমার আশ্রয়।

ধীরা। আপনার মাণিক—

বাহুক। হারিয়ে গেছে মা, বনের পথে হারিয়ে গেছে। আমি তার খোঁজে দুনিয়া ঘুরব—দুনিয়া ঘুরব। [প্রস্থানোদ্যত]

ধীরা। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবেন না?

বাহুক। দেখা করব মা, আমার কাজ শেষ করে।

ধীরা। আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করে কিছু ফল-জল—

বাহুক। খাব মা, আমার হারানো মাণিকের হাত ধরে এসে তোর কুঁড়েয় বসে পেটভরে খাব—পেটভরে খাব।

[প্রস্থান।

ধীরা। সাক্ষাৎ দেবতা। হে অদৃশ্য দেবতা! যারা তোমার নামে নিজেদের বিলিয়ে দেয়, তাদের বুকে কি এমনি করেই আঘাত দাও? সকলের সব ব্যথা দূর করে সংসারকে শান্তি দাও দয়াল, শান্তি দাও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কোলাপুর রাজপ্রাসাদের দরদালানে বসিবার আসন ও পার্শ্বে চৌপায়ায় সুরাপাত্র ও পানপাত্র রক্ষিত।

অধিরথ আসিল।

অধিরথ। মদ্রের রাজকন্যা—মদ্রের রাজকন্যা। তার সেই তপ্ত কাঞ্চনাভা সৌন্দর্য, আকর্ণবিস্তীর্ণ আঁখি, সিঁদুরবরণ ওষ্ঠের মৃদু হাসি আজও চোখের সামনে ভেসে উঠে আমাকে পাগল করে দেয়।

সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। যার জন্যে আপনি পাগল, তাকে আর পাবেন না মহারাজ!

অধিরথ। কেন—কেন বন্ধু?

সুচেৎ। আমাদের সামনে মদ্ররাজ যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞার মর্যাদারক্ষায় নাকি একটা চাঁড়াল যুবকের হাতে ভদ্রাকে তুলে দিয়েছে।

অধিরথ। এ্যাঁ, বল কি বন্ধু! নিজের জেদ বজায় করতে নির্বোধ মদ্ররাজটা অমন সোনার প্রতিমাকে একটা ছোটলোক চাঁড়ালের হাতে তুলে দিয়েছে?

সুচেৎ। হ্যাঁ। তাও শুনলুম চাঁড়ালপাড়ার সেই [illegible] ছেলেটা—যার ডানহাত [illegible] নেওয়ার প্রতিশোধ নিতে গোপনে মদ্রপ্রাসাদে [illegible] হয়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল, তারই হাতে।

অধিরথ। বানরের গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, ছোটলোক চাঁড়ালের হাতে পড়ে মদ্ররাজকন্যারও সেই অবস্থা হবে।

সুচেৎ। বেশ হবে। সেদিন গর্বিতা মেয়ে যেমন আপনাকে রূপের ভেলা বলেছিল, তেমনি তেজ ভেঙেছে।

অধিরথ। হয়তো তাই। কিন্তু এ আমি সইতে পারব না বন্ধু! সেই দুর্দশার নরক থেকে তুমি মদ্র-রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আন।

সুচেৎ। তাদের পাব কোথায়? বিবাহের পরই চাঁড়াল ছোঁড়াটা রাজকন্যাকে নিয়ে চলে গেছে।

অধিরথ। চলে গেছে! কোথায়—কোথায়?

সুচেৎ। তা কেউ জানে না।

অধিরথ। সুচেৎ সিংহ! তাকে আমার চাই, যেমন করে পার তাকে সেই চাঁড়ালটার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এস।

সুচেৎ। কিন্তু তাদের পাব কোথায়?

অধিরথ। অনুসন্ধান কর, দিকে দিকে অনুসন্ধান কর। সেই হাতকাটা ছোটলোকটাকে মেরে মদ্ররাজকুমারীকে আমার কাছে যেদিন এনে দেবে, সেইদিনই আমি তোমাকে কোলাপুর রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ দান করব।

[প্রস্থান।

সুচেৎ। এ কি রকম কথা হলো? আগে বলেছিল কোলাপুর সিংহাসনে বসবার পর রাজকুমার অধিরথ আমাকে রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ দেবে। কিন্তু আজ আবার নতুন কথা বলছে। আচ্ছা, মদ্ররাজকন্যাকেও খোঁজ করে আমি এনে দেবো। কিন্তু তার পরেও যদি শয়তানি চাল খেলে, তাহলে পাশা উল্টে যাবে। [প্রস্থান।

সুরথ আসিল।

সুরথ। একি হলো? রাজধানীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, নগররক্ষক থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট নাগরিকরা পর্যন্ত যেন সব ভয়ে পালাচ্ছে। দুর্গরক্ষক, দ্বাররক্ষী, এমন কি পুরোনো ভৃত্যেরা পর্যন্ত আমাকে দেখে অভিবাদন করা দূরের কথা, যেন গ্রাহ্যই করলে না। একি হলো? কেন এরা আমার সঙ্গে এ ব্যবহার করছে? [সুরাপাত্র দেখিয়া] একি, এগুলো কি? এ যে সুরাপাত্র। [পাত্র লইয়া] হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই যে উগ্র সুরাও রয়েছে। [সক্রোধে] কোলাপুর রাজপ্রাসাদে সুরাপাত্র! এই—কে আছিস? কেউ কি নেই—না আমার ডাক অগ্রাহ্য করে এল না। বটে, এত স্পর্ধা! আজ সবাইকে একসঙ্গে প্রাণদণ্ড দেবো।

টলিতে টলিতে পুনরায় অধিরথ আসিল।

অধিরথ। তার আগে দণ্ড নেবার জন্যে প্রস্তুত হও অপরাধী!

সুরথ। [ক্রোধকম্পিত স্বরে] কি বললি সুরাপায়ী অপদার্থ!

অধিরথ। সাবধান! আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলো না, আমি রাজা।

সুরথ। রাজা! এইবার বুঝেছি পাষণ্ড, তোরই ছলনায় আমি মদ্ররাজ্য আক্রমণ করেছিলুম। কিন্তু আমার দাদা? চিরজীবন যিনি ভাই বলতে পাগল, তিনিও কি তোর এই স্বেচ্ছাচার মেনে নিয়েছেন?

অধিরথ। তা নিয়েছেন বৈকি! তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন, তারই সংশোধন করলেন আবার আমাকে সমস্ত প্রজাদের সামনে নতুন করে সিংহাসনে অভিষেক করে।

সুরথ। না-না, তা হতে পারে না। আমি একবার তাঁকে সামনা-সামনি জিজ্ঞাসা করে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে চলে যাব।

অধিরথ। তোমার স্ত্রী-পুত্রকে আর কষ্ট করে নিয়ে যেতে হবে না, তুমি আসবার পূর্বেই তারা প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে।

সুরথ। চলে গেছে! অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ আর শিশুপুত্র আমার—

অধিরথ। ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে।

সুরথ। ওঃ, শঙ্কর—শঙ্কর, একথাটা শোনবার পূর্বে আমার মৃত্যু হলো না কেন প্রভু? না-না, একথা বিশ্বাস হয় না। যাই, দেখে আসি আমার মহলটা। [প্রস্থানোদ্যত]

অধিরথ। সাবধান! মহলের দিকে আর এক পাও বাড়িও না। তোমার স্ত্রী পুত্রের মত তুমিও এখন পথের ভিখারী।

সুরথ। কি, আমি ভিখারী? কোলাপুরের অধীশ্বর—

সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। আজ পথের ভিখারী।

সুরথ। বিশ্বাসঘাতক শয়তান! শত্রুব্যূহের মাঝে আমাকে ফেলে দিয়ে সসৈন্যে পালিয়ে এসেছিলি বুঝি এরই জন্যে?

অধিরথ। বুঝতেই যখন পেরেছ, তখন আর বৃথা দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! যাও, এখুনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও।

সুরথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাব দাদাকে একবার শেষ জিজ্ঞাসা করে। পথ ছাড় উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর, আমাকে দাদার মহলে যেতে দে।

সুচেৎ। তাঁর মহল তো ওদিকে নয়, তিনি এখন আরামে বাস করছেন অন্ধকার কারাগারে।

সুরথ। কারাগারে! আমার দাদাকেও—

অধিরথ। কারাগারে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি। এখন তুমি যদি আমার আদেশ না মান, তাহলে তোমাকেও সেই সুন্দর বাসস্থানে পাঠিয়ে দেব।

সুরথ। তা তো দিবি রে কুলাঙ্গার। বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে পাঠিয়ে কোলাপুর সিংহাসনে বসে ভেবেছিলি খুল্লতাত সুরথ মদ্রদেশ থেকে আর ফিরবে না, তোদের পৈশাচিকতা অবাধে চালিয়ে যাবি। কিন্তু দেবাদিদেব শঙ্করের করুণায় তা হলো না। তাঁর পূজা গ্রহণ করতে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে বুকে দিয়েছেন অসীম সাহস, দেহে দিয়েছেন মত্ত হস্তীর শক্তি, যার তেজে আমি তোর রাজা হওয়ার নেশা টুটিয়ে দেব। [অধিরথের দেহে পদাঘাত]

অধিরথ। কি, আমাকে পদাঘাত? সুচেৎ সিংহ! নির্মমভাবে কশাঘাত কর। [প্রস্থান।

সুচেৎ। [সুরথকে কশাঘাত কেমন, আর পদাঘাত করবে?

সুরথ। ওরে কে আছিস রাজভক্ত, আয়—আয়, একখানা তরবারি দিয়ে তোদের রাজাকে সাহায্য কর।

সুচেৎ। [পুনঃপুনঃ কশাঘাত] চল—চল, প্রাসাদের বাইরে চল, নইলে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাব।

সুরথ। ওঃ, শঙ্কর—শঙ্কর! না-না, আর তোমাকে ডাকব না নিষ্ঠুর দেবতা! দেখ—দেখ পাষাণ, অলক্ষ্য থেকে দেখ তোমার সাধকের অপমান। তোমার পূজা—তোমার সাধনা—তোমার নামগান আজ থেকে সুরথের জিহ্বাগ্র থেকে অপসৃত হলো। দেশে দেশে ঘুরে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করে সে শুধু ঘোষণা করবে পাষাণময় দেবতা, তোমারই নির্মমতার কাহিনী।

[সুচেতের কশাঘাত সহ্য করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃ "

গ্রাম্যপথ

দীনবেশে মণিরথকে লইয়া মালাবতী আসিল।

মণিরথ। আর যে পারছি না মা, ক্ষিধেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে। কিছু খেতে না পেলে, আর এক পাও হাঁটতে পারব না।

মালা। ক্ষিধের আর অপরাধ কি বাবা? সেই কাল দুপুরে ভিক্ষে করে দুটো ভাত খাইয়েছিলুম, সারারাত গেল—এতখানি বেলা হলো, মুখে একটু জল পর্যন্ত দিসনি!

মণিরথ। এমনি করে না খেয়ে আর কতদিন আমাদের পথ চলতে হবে মা?

মালা। কতদিন? ওঃ মহেশ্বর! এই বালকের মনে কেন প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন জুগিয়ে দিয়ে আমাকে বিব্রত করে তুলছ প্রভু? তোমার দেওয়া দুঃখের কশাঘাত সানন্দে সয়েছি, কিন্তু এ যে আর সইতে পারি না!

মণিরথ। বল না মা, আর কতদিন এমনি উপোস করে আমাদের পথ চলতে হবে?

মালা। যতদিন না একটা নিরাপদ আশ্রয় পাব, ততদিন আমাদের এমনি করে উদ্দেশ্যবিহীন পথে চলতে হবে যাদু!

মণিরথ। [দূরে দেখিয়া] মা—মা, দেখ, পথের ধারে ওই গাছে কত আম পেকে আছে।

মালা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো! পাকা আমে গাছটা ভরে আছে।

মণিরথ। আমি যাই মা! গাছে উঠে গোটাকতক পাকা আম পেড়ে আনি, এবেলাকার মত দুজনের বেশ পেটভরে যাবে।

মালা। না-না, দরকার নেই বাবা। কার গাছ ঠিক নেই, পাকা আম পাড়লে যদি চোর বলে তোকে মারধোর করে?

মণিরথ। মারতে দেবো কেন! গ্রামের লোকদের হাতে ধরে আমকটা ভিক্ষে করে নেব।

মালা। মণিরথ!

মণিরথ। বলব—

গীত

ভিখারী আমরা ফিরি পথে পথে দয়াল দাতারা ভিক্ষা দাও।
উপবাসী আমি জননীর সাথে, ফল দিয়ে ওগো জীবন বাঁচাও॥
সোনা দানা টাকা চাই না মিঠাই—
পেটভরে খেতে দাও সবে ভাই,
হাতে-পায়ে ধরে সবারে জানাই করুণা নয়নে ফিরিয়া চাও॥

[প্রস্থান।

মালা। মহেশ্বর! শুনলে প্রভু? পেটের জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে বালক ছুটে গেল পাকা আম পাড়তে!

বালিকা-মূর্তিধারিণী দেবী দুর্গা ছুটিয়া আসিল।

দুর্গা। ওগো, দেখ—দেখ, ছেলেটা পাকা আমের লোভে গাঁ ধরে গাছে উঠছে, আর মগডাল থেকে একটা বড় সাপও নেমে আসছে!

মালা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! বড় সাপটা যে মণিরথকে লক্ষ্য করেই গাছের ডগা থেকে নেমে আসছে! [চিৎকারে] ওরে মণিরথ, তোকে সাপ কামড়াতে আসছে, শীগগির নেমে আয়—শীগগির নেমে আয়!

[দ্রুত প্রস্থান।

দুর্গা। নেমে আসবার সময় আর হলো না সুরথ-মহিষী, ওই ছোবল মারলে তোমার ছেলের মাথায়। [নেপথ্যে মণিরথের আর্তনাদ ও বৃক্ষ হইতে পতনের শব্দ, মালাবতী 'মণিরথ—মণিরথ, বাপ আমার' বলিয়া চিৎকার করিল] তোমার ওই আর্তনাদ আকাশে মিলিয়ে গেল রাণী, কেউ সমবেদনা জানাবে না। ও তো সর্পদংশন নয়, দংশন করেছি আমি।

[প্রস্থান।

মণিরথকে বক্ষে লইয়া পুনঃ মালাবতী আসিল।

মালা। এ কি করলি বাপ, মায়ের অবাধ্য হয়ে একি সর্বনাশ করলি? ওরে, ক্ষিধের জ্বালায় গাছে উঠে আজ কালের দংশন মাথা পেতে নিলি?

মণিরথ। ওঃ মা! চো-খে-আঁ-ধা-র-নে-মে-আ-স-ছে, এ-ক-টু-জ-ল!

মালা। জল? তাই তো, ছেলেকে একলা ফেলে রেখে কেমন করে জল আনতে যাই? ওগো, এ গ্রামে কে দয়াল মানুষ আছে? আমার ছেলে সর্পদংশনের বিষে জর্জরিত হয়ে পিপাসায় কাতর, একটু জল দিয়ে একে বাঁচাও, একটু জল দিয়ে একে বাঁচাও!

বাহুক আসিল।

বাহুক। নারীকণ্ঠের জল-জল ডাক শুনে ছুটে এলুম! কিন্তু কে চেঁচায়?

মালা। আমি—আমি। আমার ছেলেকে সাপে কামড়েছে, সাপের বিষে জর্জরিত হয়ে ছেলে পিপাসায় কাতর, একটু জল দিয়ে উপকার কর দয়াল!

বাহুক। না-না, ওকথা বলিসনি মা, দয়া-মায়ার এক বর্ণও আমার

বুকে নেই। তবে তোর ছেলেকে সাপে কামড়েছে, এ সময়ে ওর মুখে একটু জল দিতে হবে বৈকি! আচ্ছা দাঁড়া, আমি জল নিয়ে আসছি— [প্রস্থানোদ্যত, পুনঃ ফিরিয়া] হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করে জল আনতে যাই। আমি জাতে চাঁড়াল, আমার ছোঁয়া জল তোর ছেলেকে খাওয়ালে জাত যাবে না তো?

মালা। এঁ্যা, জাতে তুমি চাঁড়াল? তাইতো, মৃত্যুপথযাত্রী হলেও এ যে ক্ষত্রিয়সন্তান, এই নীচ চণ্ডালের স্পর্শিত জল খাওয়ালে—

বাহুক। তোর ছেলে নরকে চলে যাবে মা, নরকে চলে যাবে। তবে মরুক, জল বিনে মরুক ছেলেটা। মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়েছে, তবু ছেলের মরণ-বাঁচনের দিকে না দেখে যারা জাতের বিচার করে, তাদের এমনি করেই ছেলের শোক সইতে হয়।

মালা। না না, আর আমাকে তিরস্কার করো না চণ্ডাল। আন তুমি জল, দেবতার দান ভেবে আমি তোমার স্পর্শিত জলই মৃত্যু-পথযাত্রী ছেলের মুখে দেব।

গীতকণ্ঠে ব্রাহ্মণবেশে নন্দী আসিল।

নন্দী।— 　　　　　　গীত

জল দিলে আর ফল হবে না ও যে জ্বলে গেছে কালের বিষে।
মরণলোকে পা দিয়েছে বাঁচবে না আর দেবাশীষে॥

মালা। এঁ্যা, নেই! আমার সোনার যাদু নেই? [বুকে পড়িয়া] হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ যে সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! কিন্তু এই তো জল চাইলে!

বাহুক। না—না, মরেনি। সাপের বিষে মানুষকে মড়ার মত ঠাণ্ডা করে দেয়। সরে বস্ মা, আমাকে দেখতে দে, শঙ্কর ভগবানের দয়ায় সাপের বিষ-নামানো মন্তর আমি জানি।

নন্দী।—

পূর্ব-গীতাংশ

মন্ত্রৌষধী ক'চ যন্ত্র, উল্টে দবে সকল তন্ত্র,
শিব হয়ে শা যার কামড়ে তার বিষ নামাবি কোন হদিশে?

বাহুক। যাও—যাও ঠাকুর! দেশের সেরা রোজা বলে আমার নামডাক ছিল। কত বড় বড় সাপের বিষ আমি নামিয়ে দিয়েছি।

নন্দী। সাপ নয় পাগল, সাপ নয়! মহাকালীর কোপে মহাকাল নিজে সাপ হয়ে কামড়েছেন। এ বালককে তুমি তো ছার, নিজে নারায়ণ এসে বাঁচাতে পারবেন না।

বাহুক। আরে—তোদের নারায়ণ না পারুক, কিন্তু এই বাহুক চাঁড়াল শঙ্কর-ভগবানের নাম নিয়ে ঝাড়-ফুঁক করলে আলবৎ ছেলেটার সাপের বিষ নেমে যাবে।

নন্দী। এ দর্প তোমার থাকবে না চণ্ডাল, কেন বৃথা মন্ত্রের অপমান করতে যাচ্ছ? এ বিষ ঢেলেছেন যে কাল, শোষণও করবেন তিনি।

বাহুক। কি, বাহুক চাঁড়ালের মন্তর অকেজো? তবে দাঁড়িয়ে দেখ বামুন, শঙ্কর ভগবানের পায়ের দাস এই চাঁড়ালের মন্তরের জোর। [হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া] জয় শঙ্কর ভগবান, মুখ রাখিস দেবতা!

[মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গেলে সহসা প্রলয় গর্জন ও চারিদিকে
আলোকোদ্ভাসিত হইল, সেই আলোকের মাঝে রক্তবস্ত্র-
ধারিণী দেবী দুর্গা ত্রিশূল ধরিয়া আবির্ভূতা হইয়া
বাহুককে সংহারে উদ্যত হইল, সভয়ে মালাবতী
মূর্চ্ছিতা হইল, বাহুক কাঁপিতে লাগিল]

বাহুক। একি, কে তুমি? [উঠিয়া দাঁড়াইল, দেবী দুর্গা তাহাকে ত্রিশূল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল]

নন্দী।—

গীত

মহাকালের বক্ষ চাপি দাঁড়ায় হাসেন মহাকালী।
কভু অসুর নাশে দশভুজা কভু চামুণ্ডা মা মুণ্ডমালী॥
মায়ের রূপের নাই তুলনা,
ত্রিজগত ওই পায়ে কেনা,
ওরে এ বেটিকে যায় না চেনা চেনে সাধক ভক্তি ঢালি।

[ত্রিশূল আকর্ষণে দেবী দুর্গা বাহুককে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় লইয়া গেল, পশ্চাতে গাহিতে গাহিতে নন্দী চলিয়া গেল।]

মালা। এঁ্যা, কি হলো? আমি কোথায়? হ্যা হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি এখনো সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে আছে। কিন্তু আমার মণিরথ? ওই যে—ওই যে সর্পের বিষে জর্জরিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। এ ঘুম কি ওর আর ভাঙবে না? হ্যাঁ, ভাঙবে, নিশ্চয় ভাঙবে। আয়—আয় যাদু, মায়ের বুকে আয়। [মৃত মণিরথকে বক্ষে লইয়া] তোর এ ঘুম এখন ভাঙাব না, যার বস্তু তাকে খোঁজ করে তারপর এই ঘুম ভাঙিয়ে তোর কাছে ফিরিয়ে দেব। সূর্যদেব! তুমি সাক্ষী, আমি ঘুমন্ত ছেলে বুকে নিয়ে চলেছি, আমার গতিপথে যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে তাকে দীর্ঘশ্বাসে উড়িয়ে দেবো—উড়িয়ে দেবো, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[মণিরথকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়ের নিচে কুন্দনের কুঁড়েঘরের সম্মুখ

কুঠার হস্তে কাষ্ঠের বোঝা স্কন্ধে লইয়া ধীরা আসিল।

[তাহার পরণে ডুরে শাড়ি কোমরে বাঁধা ছিল, চুলগুলি জড়াইয়া তাহাতে সারিবন্দী ফুল গোঁজা ছিল, পশ্চাতে কুন্দন আসিয়া দাঁড়াইল।]

কুন্দন। বাঃ, চমৎকার!

ধীরা। [চমকিত হইয়া] কে? ও, তাই বল! তুমি?

কুন্দন। কেন? তুমি ভেবেছিলে বুঝি হোমরা-চোমরা কেউ একজন সভ্য লোক হবে?

ধীরা। দুর, তা কেন? হঠাৎ চোরের মত পেছন থেকে এসে—

কুন্দন। অন্যায় তো কিছু করিনি। কাঁধে কাঠের বোঝা, হাতে কুড়ুল, ডুরে শাড়ি গাছকোমর বেঁধে পরা, এলো খোঁপায় ফুল গোঁজা, দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে, তাই উচ্ছ্বাসে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ধীরা। তবু ভাল! এতদিন পরে বুঝতে পারলুম তোমার মনে কবিত্বও আছে।

কুন্দন। কবিত্ব আমি বুঝি না ধীরা! সারা দুনিয়াই আমার চোখে রঙিন। অহরহঃ চোখের সামনে ভেসে থাক তুমি, প্রতি মুহূর্তে ঝঙ্কার দেয় বাঁশির সুরের মত তোমার কণ্ঠস্বর। আমি নিজেকে যে নিজের মাঝেই খুঁজে পাই না প্রিয়তমে!

ধীরা। [কাষ্ঠ ও কুঠার রাখিয়া সহাস্যে] সেকি! কোন্ স্বপ্ন-পুরে নিজেকে হারিয়ে এলে গো?

কুন্দন। সে স্বপ্নপুরে শুধু গান আর গল্প। সেখানে ভোরের পাখিরা অস্পষ্ট ভাষায় মিতালী পাতায়, পাহাড়িয়া রাখালরা বাঁশি বাজাতে বাজাতে গরু চরায়।

ধীরা। [চক্ষু মুদিত করিয়া] প্রিয়তম! এই তো মাটির স্বর্গ! [কুন্দনের বুকে মুখ রাখিয়া] এই স্বর্গে দেবতার বুকে মুখ রেখে অপার ভাগ্যবতী মানবী ধীরা।

কুন্দন। না-না, তুমি মানবী নও প্রিয়া! তোমাতে যে ত্যাগের আদর্শ দেখছি তা বোধহয় স্বর্গের দেবীতেও নেই। জগতের নীচ অস্পৃশ্য চাঁড়াল কুন্দন আজ ইন্দ্রের চেয়েও ভাগ্যবান তোমাকে বুকের মাঝে পেয়ে।

ভাস্কর ভট্ট আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিল।

ভাস্কর। [গলা সাড়া দিয়া] উঁ-হুঁ! প্রেমাভিনয়টা এত খোলা জায়গায় অশোভন।

কুন্দন। [ধীরাকে ছাড়িয়া দিয়া] কে—কে?

ভাস্কর। অভুক্ত ব্রাহ্মণ বাবা!

কুন্দন। বামুন? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাকে যেন—তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!

ভাস্কর। এঁ্যা, তাই তো! তোমাকেও চিনি বলে মনে হচ্ছে।

কুন্দন। ও, এইবার মনে হয়েছে। তুমি কোলাপুররাজ সুরথের পুরুতঠাকুর নও!

ভাস্কর। [কুন্দনকে চিনিয়া মুখ শুকাইয়া গেল ও ঢোঁক গিলিল] শ্রীমাধব—শ্রীমাধব! কোন্ শালা কোলাপুররাজের পুরুত?

কুন্দন। তুমিই। মনে পড়ে ঠাকুর, আমি রাজা সুরথের শিব-মন্দিরের চাতালে মানতপুজোর ডালা হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলুম বলে, তুমি বলেছিলে, ঠাকুরও অপবিত্র হয়ে গেছে। আর সেইজন্তেই রাজা সুরথ আমার ডানহাত কেটে নিয়েছিল?

ভাস্কর। [কম্পিত স্বরে] এঁ্যা। তু-তু-তুমি—

কুন্দন। সেই চাঁডাল ছেলে কুন্দন। আর এই দেখ তোমার রাজার নিষ্ঠুরতার প্রমাণ আমার ডানহাত কাটা। [দেখাইল]

ধীরা। এই সেই নিষ্ঠুর সুরথের পুরুত-ঠাকুর?

ভাস্কর। ছিলুম মা-ঠাকরুণ, পুরুত ছিলুম। কিন্তু সুরথ ব্যাটার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে, পুরুতগিরির বদলে ঢুলিগিরি করছি।

কুন্দন। ভয়ে পড়ে যাই বল না ঠাকুর, আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

ধীরা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছুই নেই। যে পাষণ্ড ঘৃণায় আমার স্বামীকে এমন কঠোর দণ্ড দিয়েছে, তাকেও আমি নিজহাতে দণ্ড দেবো।

ভাস্কর। এঁ্যা! সর্বনাশ। এ ঘরের বৌ, না ডাকাতনী রে বাবা!

ধীরা। নাও ঠাকুর, সোজা হয়ে দাঁড়াও। রাজাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমার স্বামীর ডানহাতখানা তুমি কাটিয়ে দিয়েছিলে, তার প্রতিশোধে আমি তোমার ডান পা-টা এই কুড়ুল মেরে কেটে দেবো।

ভাস্কর। এঁ্যা! ওরে বাবা রে, এক পায়ে লাঠি ধরে হাঁটতে হবে যে রে!

ধীরা। হ্যাঁ, তাই হাঁটবে ঠাকুর। আমার স্বামী এক হাতে কাজকর্ম করতে কত কষ্ট পায়, তা মর্মে মর্মে তুমি অনুভব করবে একটা পা হারিয়ে।

ভাস্কর। দোহাই—দোহাই মা রণচণ্ডিকে, চাণ্ডমুণ্ডবিঘাতিকে! এই ভাস্কর ভট্ট তোমার পায়ে ধরে—[পদতলে পতনের চেষ্টা]

কুন্দন। করছ কি, করছ কি ঠাকুর? তুমি না বামুন?

ভাস্কর। কোন্ শালা বামুন? আমি চাঁড়াল হব বাবা, চাঁড়াল হব। আমাকে তোমার পাতের এঁটো দিয়ে জাতে তুলে নাও যাদু!

ধীরা। চাঁড়াল জাত তোমাদের মত সুবিধেবাদী নয় বিটলে বামুন! তোমাকে মানুষ বলতে ঘৃণা হয়।

ভাস্কর। ঘেন্নাই কর মা কুণ্ডলধারিণী, একবার ঘেন্নাই কর। মানুষ আমি নই, কুকুর—কুকুর, আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতচাটা কুকুর। এইবার কুকুরটাকে ছেড়ে দাও!

কুন্দন। ভয়ে লোকটা কাঁপছে। ওকে ক্ষমা কর রাণী!

ধীরা। ওর ওপর একটুও দয়ামায়া আসছে না, ওকে ক্ষমা করতে মন চাইছে না।

কুন্দন। তবু ওকে ক্ষমা করতে হবে রাণী! তোমার স্বামীর অনুরোধ, ওকে রেহাই দাও।

ধীরা। কিন্তু বামুন যে তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে!

কুন্দন। তার জন্যে শঙ্কর ভগবান ওকে শাস্তি দেবে। আমি মনে-প্রাণে ক্ষমা করেছি, তুমি ক্ষমা করে ওকে ছেড়ে দাও রাণী!

ধীরা। যাও ঠাকুর, আমার স্বামীর দয়ায় খুব বেঁচে গেলে। আজ হাতে পেয়েও তোমাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করলে।

ভাস্কর। আহা-হা-হা, দেবতা—দেবতা। এই না হলে মানুষ! [যাইতে যাইতে] ওঃ! খুব রেহাই পেয়েছি বাবা, এখুনি ডান পাখানা কেটে নিয়েছিল আর কি!

[প্রস্থান।

ধীরা। ছেলেবেলায় শিবপূজা করেছিলুম, তাই বুঝি দেবাদিদেব শঙ্কর চাঁড়াল যুবকের মূর্তি ধরে এসে ধীরার মালা নিয়ে তাকে ভাগ্যবতী করেছে।

কুন্দন। কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল ধীরা! দাও কাঠের বোঝা নিয়ে আমি বাজারে বেচতে যাই, তুমি স্নান করে রান্না চাপাওগে।

ধীরা। আজ আমার যেন কেমন ভয় করছে। তুমি শীগগির ফিরে এসো প্রিয়তম!

কুন্দন। ভয় কি প্রিয়া! আশেপাশে আরো পাহাড়িয়া পড়শীরা আছে, কোন বিপদে পড়লে তাদের চেঁচিয়ে ডেকো, সবাই মেয়ে-মরদে ছুটে আসবে। চিন্তা নেই, কাঠগুলো বেচে দিয়েই আমি ফিরে আসবো। [প্রস্থান।

ধীরা। একি হলো! স্বামী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেঁদে-কেঁদে উঠছে কেন? তবে কি কোন অমঙ্গল—না-না, ভাবতেও বুক কেঁপে উঠে। দেবাদিদেব মহেশ্বর! আমার স্বামীর সব বিপদ কাটিয়ে দাও দেবতা! [পশ্চাৎ হইতে সুচেৎ সিংহ আসিয়া ধীরাকে ধরিল] একি, কে—কে?

সুচেৎ। [মুখে কাপড় বাঁধিতে বাঁধিতে] চোপ! এইবার চল দাম্ভিকা যুবতী, কোলাপুরের নবীন রাজা অধিরথের উপভোগ্য হতে।
[ধীরাকে লইয়া প্রস্থান।

দ্রুতপদে পুনঃ ভাস্কর ভট্ট আসিল।

ভাস্কর। এত অত্যাচার? এই পাহাড়ের নিচে এরা কুঁড়েঘর বেঁধে রয়েছে, এখানেও কোলাপুরের সেনাপতি সুচেৎ সিংহ এসে চাঁড়াল

বৌটাকে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে পালালো! তাই তো, কি করি আমি? এরা আমাকে ক্ষমা করলে, আমি কি এদের একটা উপকারও করতে পারব না!

পুনঃ কুন্দন আসিল।

কুন্দন। ধীরা—ধীরা, পথের মাঝে জনকতক রাইকে কাঠগুলো বেচে দিয়ে—একি! ঠাকুর, তুমি? ধীরা কোথায়?

ভাস্কর। ধরে নিয়ে গেছে বাবা, তোমার বৌকে ধরে নিয়ে গেছে।

কুন্দন। ধরে নিয়ে গেছে? বল—বল ঠাকুর, শীগগির বল, কে আমার ধীরাকে ধরে নিয়ে গেছে?

ভাস্কর। কোলাপুরের সেনাপতি সুচেৎ সিংহ।

কুন্দন। সুচেৎ সিংহ! ওঃ, কি করি আমি? কার মাথাটা চুরমার করে শান্তি পাব? কাকে মাটিতে আছড়ে মারলে এ জ্বালা যাবে?

ভাস্কর। সুচেৎ সিংহকে বাবা, সুচেৎ সিংহকে।

কুন্দন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুচেৎ সিংহকে। রাজা সুরথের হুকুমে সেই শয়তান আমার ডানহাত কেটে নিয়েছিল—

ভাস্কর। আজ আবার নবীন রাজা অধিরথের আদেশে তোমার সতী-সাধ্বী বৌকে চুরি করে নিয়ে গেল।

কুন্দন। নবীন রাজা অধিরথ? তাকে লড়াইয়ে হারিয়ে আমি মন্ত্ররাজ্য থেকে হটিয়ে দিয়েছিলুম, তার প্রতিশোধে সে আমার কুঁড়ে থেকে চুরি করে নিয়ে পালালো প্রাণপ্রিয়াকে? কিন্তু সহায়সম্বলহীন একা আমি কি করব? ওঃ! ধীরা—ধীরা, প্রাণপ্রিয়া আমার—

নেপথ্যে নকুল। ধীরা—ধীরা, ভগ্নীটি আমার!

কুন্দন। কে—কে ডাকে? ধীরার নাম ধরে কে ডাকে ঠাকুর?

দ্রুতপদে নকুল সেন আসিল।

নকুল। ধীরা—ধীরা বোনটি আমার! অনেক অনুরোধ উপরোধে আমি শার্দূল সিংহের কাছ থেকে তোর সন্ধান বার করেছি। এই যে কুন্দন, ধীরা কোথায়?

কুন্দন। [উদ্বেলিত অশ্রুনয়নে] নিয়ে গেছে মহারাজ, আপনার মহার্ঘ্যদান ধীরাকে ধরে নিয়ে গেছে। পারলাম না—অপদার্থ আমি পারলাম না সেই মহীয়সী নারীকে রক্ষা করতে।

নকুল। কে—কে সেই মৃত্যু-অভিলাষী পতঙ্গ?

ভাস্কর। কোলাপুরের সেনাপতি সুচেৎ সিংহ।

নকুল। সুচেৎ সিংহ!

ভাস্কর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মহাশয়! তার সামনে আমি সাহস করে যেতে পারিনি, কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে শুনেছি, বৌটার মুখ বেঁধে নিয়ে যাবার সময় বললে, চল্ দাম্ভিকা যুবতী, এইবার কোলাপুরের নবীন রাজা অধিরথের উপভোগ্য হবি চল্।

কুন্দন। ওঃ! মহারাজ—মহারাজ! দেবতার পায়ে নিবেদিত পবিত্র ফুলটি ওই দানবরা পায়ে দলবে!

নকুল। না—না, তা হতে দেবো না কুন্দন! প্রিয় ভগ্নী ধীরাকে উপভোগ করবার আশায় অধিরথ তার পাপকাজের সাহায্যকারী সুচেৎ সিংহকে দিয়ে চুরি করিয়েছে। এই দণ্ডে আমি সসৈন্যে কোলাপুর আক্রমণ করে তার সব আশার সমাধি দিয়ে ধীরাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভাস্কর। তোমাদের উপকারের ঋণ শোধ করতে আমিও মন্ত্ররাজকে

গুপ্তপথ দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাব বাবা! তাই আবার ছুটে চললুম আমার জন্মভূমি কোলাপুরে।

[প্রস্থান।

কুন্দন। কোলাপুরে—কোলাপুরে, আমার জন্মভূমি কোলাপুরে—কিন্তু কেন যাব? কার কাছে যাব? গর্ভধারিণী মায়ের কাছে? না-না, একা যেতে পারব না। ধীরা—ধীরা, প্রাণপ্রিয়া! ওকি! ওই যে, ওই যে পাহাড়ের রাঙা পথ বেয়ে কাঠ কাঁধে নিয়ে কুড়ুল হাতে নেমে আসছে। ধীরা—ধীরা, অত দৌড়ে যেয়ো না, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে! ওকি, দৌড়ে পালাচ্ছো? ধীরা—ধীরা, ফিরে এস প্রিয়তমে, ফিরে এস—ফিরে এস। [ছুটিতে গিয়া পড়িয়া জ্ঞান হারাইল]

গীতকণ্ঠে দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা।—

গীত

মণিপুরে তোর ছিল রে আঁধার
জ্ঞানের দীপ দিছি জ্বেলে।
শবরূপী শিব জাগাব আমি
সাপিনীর বেড়া দিনু খুলে॥
সাজা-গোজা তোর শেষ হয়ে গেছে,
মায়ার বাঁধন শিথিল হয়েছে—
তোর পূজা নিতে মা যে এসেছে
জেগে উঠে দেখ পাগল ছেলে॥

কুন্দন। [সংজ্ঞাপ্রাপ্তে] এঁ্যা, কে—কে আমাকে ডাকে?

দুর্গা। মা।

কুন্দন। কার মা?

দুর্গা। জগতের মা, তোরও মা।

কুন্দন। আমার মা—

দুর্গা। মূলাধার থেকে উত্থিত শবরূপী শিবকে সাপের আকারে জড়িয়েছিল, জ্ঞানালোকে সে বেষ্টন খুলে গেছে। সাজা-গোজা তোর শেষ হয়েছে, এইবার মায়ের পূজা দে ছেলে!

কুন্দন। কেমন করে পূজা দেবো মা? অঞ্জলিবদ্ধ করবার উপায় নেই, আমার একটা হাত বাজা স্বরথ কেটে নিয়েছে।

দুর্গা। মানসপূজায় মা ভাবী খুশি। বাইরের পূজা তো চায় না। চোখ বুজে—মন ঢেলে মায়ের পূজা দে, বুকের মাঝে দেখতে পাবি পূজার উপকরণ সব সাজানো, তোর ভেতরের আমিত্বের দুটো হাতই আছে।

[প্রস্থান।

কুন্দন। এ্যাঁ, আছে—ভেতরে আমার দুটো হাতই আছে? [চক্ষু মুদিত করিয়া] মা—মা, এ যে আলো, শুধু আলো! সেই আলোতে দাঁড়িয়ে আছে দশভুজা মা অসুরনাশিনী মূর্তিতে, মায়ের দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র, মুখে হাসি। তবে নে মা, ছেলের পূজা হাসিমুখে নে!

[কুন্দনের আর একটি হাত আবার জন্মাইল। ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় ধীরার খোঁপা হইতে যে পুষ্পগুচ্ছ পড়িয়া গিয়াছিল, সেইগুলি হাতের কাছে পাইয়া দুই হাতে অঞ্জলিবদ্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে দেবী দুর্গার দশভুজা মূর্তিতে আবির্ভাব। কুন্দন চক্ষু মুদিত করিয়া সেই দেবীর পায়ে পুষ্প দিল, চারিদিক হইতে বাদ্যধ্বনি হইল, কুন্দন চাহিল।]

কুন্দন। একি—একি, বুকের মাঝে যে রূপ দেখেছি, এ যে অবিকল সেই রূপ! এঁ্যা, মায়ের পায়ে ফুল দিয়েছি—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি। আমার যে দু'হাত, এই দু'হাতেই মায়ের পূজা করেছি! [আনন্দে আত্মহারা হইয়া] ওরে কে আছিস, ছুটে আয়, ছোটলোক চাঁড়াল ছেলের পূজা নিয়ে তাকে কতবড় দান দিয়েছে। কুঁড়ের দুয়ারে মা এসেছে দেখে যা রে, দেখে যা। [দুর্গার অন্তর্ধান।] একি, চলে গেলে মা? চলে গেলে?

নেপথ্যে দুর্গা। আবার আমার দেখা পাবি কোলাপুরে সুরথের দুর্গোৎসবে।

কুন্দন। রাজা সুরথের দুর্গোৎসবে? তাই যাব মা, কোলাপুরেই যাব। আজ দেখার সাধ মেটেনি, সেইখানে তোকে প্রাণভরে দেখব—প্রাণভরে দেখব!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্মশান

সর্দার-ডোমের ছদ্মবেশে মহাদেব ও ভৃত্যবেশে
সুরথ আসিল।

মহাদেব। খুব হুঁশিয়ার বেটা! বহুৎ ঠকবাজ লোক বিনে কড়িসে মুর্দা জ্বালাই করিয়ে দিতে আসে। তু নয়া আদমি আছে, উহাদের কাঁদন-কাটন দেখিয়ে যেন ভুলিয়ে যাসনি। ঠিক ঠিক কড়ি বুঝিয়ে লিয়ে তবে কাঠ দিয়ে চিতে বানাইয়ে দিবি।

সুরথ। তাই হবে সর্দার।

মহাদেব। হাঁ—দেখ, দরিয়াকা কিনারে হামি শঙ্করজীকা পূজা করবে, হুঁশিয়ার—হামার পূজাকা ধিয়ান ভাঙিয়ে দিসনি।

সুরথ। তা কি পারি? দেবাদিদেব শঙ্করের পূজায়-ধ্যানে মগ্ন থাকবার সৌভাগ্য নিজে হারিয়েছি বলে অপরের পূজায় বাধা দেবো?

মহাদেব। বহুৎ আচ্ছা বেটা, তু হুঁশিয়ারসে ঘাট পাহারা দে, হামি শঙ্করজীকা পূজা করিয়ে ভোরবেলায় আসবে।

[প্রস্থান।

সুরথ। শঙ্কর! দেবাদিদেব মহেশ্বর! তোমার নাম স্মরণে আমি শ্মশানের ঘাট পাহারা দেওয়ার চাকরি নিয়েছি, তবু সেই রাক্ষসীর ভবিষ্যতবাণী সফল হতে দিইনি। আজ সুরথ রাজ্যহারা, পুত্র-পত্নীহারা, কপর্দকহীন; তবু সে মাথা উঁচু করে তোমার মহিমা গান করে, কিন্তু ছলনাময়ী রাক্ষসীকে গ্রাহ্যই করে না।

নেপথ্যে মালাবতী। বাপ্—বাপ্ আমার!

সুরথ। ও কে কাঁদে? কার কণ্ঠস্বর?

নেপথ্যে মালাবতী। মায়ের বুক ছেড়ে কোথায় চলে গেলি সোনার যাদু?

সুরথ। আরও কাছে, আরও কাছে সেই কান্নার সুর। কিন্তু এ কি হলো? বুকখানা টন্ টন্ করে উঠলো কেন? দেবাদিদেব, মনে বল দাও—সাহস দাও, পৌরুষত্বের দৃঢ়তা অটুট রাখার শক্তি দাও!

মৃত মণিরথকে বক্ষে লইয়া দূরে মালাবতী
আসিয়া দাঁড়াইল।

মালা। গভীর আঁধার, কাছের মানুষটি পর্যন্ত দেখা যায় না। ওগো কে আছ? বলতে পার, শ্মশানটা কোন্‌দিকে?

সুরথ। [চমকিত হইয়া স্বগত] ভগবান—ভগবান আশুতোষ! একবার ঘোর অমাবস্যার মাঝে মুহূর্তের জন্যে চাঁদের আলো দেখাও, আমার মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেবার সুযোগ দাও।

মালা। মানুষের অস্পষ্ট স্বর শুনতে পাচ্ছি যে! ওগো, কেউ যদি থাক, দয়া করে শ্মশানের পথটা বলে দাও।

সুরথ। এই তো শ্মশান।

মালা। এই শ্মশান?

সুরথ। হ্যাঁ। শ্মশানে তোমার কি প্রয়োজন?

মালা। প্রয়োজন—[উদ্গত অশ্রু কণ্ঠরোধ করিল]

সুরথ। চুপ করে রইলে কেন? বল কি প্রয়োজন?

মালা। [স্বগত] এ কি! এ যে তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অবিকল

মিলে যাচ্ছে! কিন্তু না-না, তা সম্ভব নয়। একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা কণ্ঠস্বর মিলে যেতেও পারে।

সুরথ। বল নারী, শ্মশানে তোমার কি প্রয়োজন?

মালা। শ্মশানে মানুষের প্রয়োজন তো শেষের দিনে। আজ আমার জীবনের আনন্দ—ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলো—সহস্র দুঃখের সান্ত্বনা একমাত্র সন্তান এই বুকে শোকের আগুন জেলে দিয়ে চলে গেছে মহাপ্রস্থানের পথে। তাই—

সুরথ। মরা ছেলে বুকে নিয়ে এসেছ শ্মশানে জ্বালিয়ে দিতে।

মালা। হ্যাঁ। কে আপনি জানি না। তবু মানুষের দাবী নিয়ে জানাচ্ছি, সন্তানহারা মায়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে একটা চিতা জ্বালিয়ে দিন।

সুরথ। শত শত শেষ পথের যাত্রী মানুষদের জ্বালাবার চিতা সাজিয়ে দিতেই তো আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। মরা ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে এসে ঘাটের কড়ি জমা দাও, আমি চিতা সাজিয়ে দিচ্ছি।

মালা। ঘাটের কড়ি!

সুরথ। ঘাটজমা না পেলে তো মড়া পোড়াতে দেবো না।

মালা। ঘাটজমা দেবার কড়ি কোথায় পাব? আমি যে কপর্দকহীন ভিখারিণী!

সুরথ। ভিখারিণী বললে তো আর ঘাট জমাদার ছাড়বে না! কড়ি দাও, ছেলে পোড়াও।

মালা। কড়ি দেবার সামর্থ্য থাকলে কি আর মরা ছেলে বুকে নিয়ে মাকে এই অমাবস্যার গভীর আঁধারে একলা আসতে হতো? বিশ্বাস করুন, একটা কাণাকড়ি দেবারও আমার সামর্থ্য নেই।

সুরথ। সামর্থ্য না থাকে, মরা ছেলে বুকে নিয়ে চলে যাও, বিনা কড়িতে আমি মড়া পোড়াতে দেবো না।

মালা। দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন! এখন একটা চিতা জেলে আমার সন্তানের অন্তিম কাজ করতে দিন, কাল সকালে গৃহস্থদের দুয়ার থেকে ভিক্ষা করে কড়ি নিয়ে এসে আপনার ঘাটজমা দিয়ে যাব।

সুরথ। কাল ঘাটজমা দেবে, কাল মরা ছেলে নিয়ে শ্মশানে এস। আজ কড়ি না পেলে আমি চিতা সাজিয়ে দেবো না।

মালা। এ আপনি কি বলছেন? মরা ছেলে বুকে নিয়ে শোকাতুরা মা আপনার কাছে করজোড়ে দয়া চাইছে, আপনি কি মানুষ নন?

সুরথ। মানুষ? হাঃ-হাঃ-হাঃ। মানুষ—মানুষ। একদিন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে জগতে অনেক বড় হয়েছিলুম নারী। কিন্তু না-না, সে-কথা ভুলে গেছি, ভুলে গেছি। এখন আমি শ্মশান-ঘাটজমাওয়ালার চাকর, তার পাওনা কড়ি আদায় নিয়ে মড়া পুড়িয়ে দিতেই দিনরাত এই শ্মশানে খাড়া পাহারা থাকি। যাও নারী! ঘাটজমার কড়ি না থাকে, মরা ছেলে নিয়ে চলে যাও।

মালা। না-না, আমি যাব না। মরা ছেলে বুকে নিয়ে এই অন্ধকারে সারারাত্রি দাঁড়িয়ে থাকব, সারারাত্রি বুকফাটা ক্রন্দনে শ্মশান কাঁপিয়ে তুলব, দেখি তাতেও আপনার হৃদয়হীনতা অটুট থাকে কেমন করে!

সুরথ। এখনো বলছি নারী, শ্মশান ছেড়ে চলে যাও, নইলে—

মালা। নইলে কি করবে নিষ্ঠুর পুরুষ? পুত্রশোকাতুরা মায়ের অপমান করবে? তাই কর—তাই কর। রাজার দুলালী—রাজরাণী হয়ে পথে পথে ভিক্ষা করেছি, পেটের জ্বালায় সোনার চাঁদ ছেলেকে কালের মুখে এগিয়ে যেতে দেখেছি। আজ মরা ছেলে বুকে নিয়ে ঘাটজমা কড়ির দায়ে ঠেকে তোমার পায়ে পড়ে মিনতি করছি—

সুরথ। [চঞ্চল হইয়া] নারী—নারী!

মালা। তাতেও যদি তোমার দয়া না হয়, তাহলে সোনার চাঁদ মণিরথকে নিয়ে—

সুরথ। কি—কি নাম বললে তোমার ছেলের?

মালা। মণিরথ, রাজ-রাজ্যেশ্বরের ছেলে মণিরথ।

সুরথ। মণিরথ—মণিরথ? মহেশ্বর—মহেশ্বর, নিশ্বাস রুদ্ধ করে দিয়ো না দয়াল, পরিচয় নেওয়ার পূর্বে যেন দাসের চেতনা বিলুপ্ত করো না! নারী—নারী, বল তো, এই বালকের পিতা কি কোলাপুরের ভূতপূর্ব রাজা ভাগ্যহীন সুরথ?

মালা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। ও নাম তুমি জানলে কেমন করে?

সুরথ। আমি যে অন্তর দিয়ে জেনেছি। মালাবতী, মালাবতী—

মালা। এঁ্যা! স্বামী? দেবতা আমার! আজ আমাকে এও দেখতে হলো?

সুরথ। কতটুকু আর দেখছ সতী! স্বামী তোমার শ্মশানের ঘাঁটিদার, এই দেখেই চমকে উঠেছ? কিন্তু দেখনি তো ভ্রাতুষ্পুত্র অধিরথের আদেশে সুচেৎ সিংহের হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা। দেখনি তো—কিন্তু আমাকে একি দেখালে? আমার একমাত্র সন্তানের মরা দেহ নিয়েও—শঙ্কর—শঙ্কর! একি মহা-পরীক্ষায় ফেলেছ দয়াল? কাশী-ধামে প্রথম পুত্রকে হরণ করেছ, নির্বিবাদে সহ্য করেছি। আজ জীবনের সম্বল একমাত্র বংশের দুলাল মণিরথকেও ছিনিয়ে নিয়ে তোমার একনিষ্ঠ সাধক সুরথকে নির্বংশ করে দিলে?

মালা। স্বামী! [কাঁদিয়া ফেলিল]

সুরথ। কেঁদো না মালাবতী—কেঁদো না, পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। রাজ্য গেছে, ঐশ্বর্য গেছে, মান-সম্ভ্রম সবই গেছে।

মহেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের ভিতও বোধহয় আজ নড়ে উঠেছে। বল মায়াবতী! আমার সোনার চাঁদ মণিরথ মরেছে কিসে?

মালা। সাপের কামড়ে। গাছে আম পাড়তে উঠেছিল, গাছের ডগা থেকে সাপ নেমে এসে মাথায় ছোবল দিয়েছে।

অর্ধোন্মাদ বাহুক আসিল।

বাহুক। সাপ নয় মা, সাপ নয়। আমি সেই আলোর প্রতিমার সঙ্গে এগিয়ে আসতে আসতে শুনলুম, আকাশ থেকে কে যেন বলছে—ও সাপের কামড় নয় রে বোকা, সাপের কামড় নয়, ওকে কামড়েছে মহাকালের ঘরণী।

সুরথ। মহাকালের ঘরণী! কে—কে সেই রাক্ষসী? কার এত সাহস, রাজা সুরথের পুত্রকে—

বাহুক। রাজা সুরথ! তাহলে এ ছেলে রাজা সুরথের?

মালা। হ্যাঁ বাবা, তোমার সামনেই সেই ভাগ্যহীন রাজা।

বাহুক। তুমি রাজা সুরথ? তোমারই হুকুমে চাঁড়াল বাহুকের ছেলে কুন্দনের ডানহাত কাটা হয়েছিল?

সুরথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ অপরিচিত। শিবসাধক সুরথ রাজ্য-সম্পদ হারিয়ে আজ শ্মশান-ঘাঁটিদার, তার পত্নী আজ পথের ভিখারিণী, একমাত্র পুত্র সর্পদংশনে জীবন হারিয়ে ওই পড়ে আছে।

বাহুক। বাঃ, বেশ হয়েছে। এই তো ভগবান শঙ্করের বিচার আরম্ভ হয়েছে।

সুরথ। ভগবান শঙ্করের বিচার?

বাহুক। হ্যাঁ পাপী রাজা। যে শঙ্কর ভগবানের মন্দির-চাতালে চাঁড়াল বাহুকের ব্যাটা মানতপুজার ডালি নিয়ে উঠেছিল বলে তার

ডানহাতখানা কেটে দিয়েছিলে, সেই দেবতা শঙ্করই বিচার করে তোমাকে এই শাস্তি দিয়েছে।

সুরথ। ওঃ, শঙ্কর—শঙ্কর! এই যদি তোমার বিচার হয়, তাহলে আমি বুক পেতে পুত্রশোক সইব। কিন্তু বলে দাও দয়াল, রাক্ষসী কালঘরণী কোন্ স্পর্ধায় আমার পুত্রকে দংশন করে? কোন্ শক্তিতে সে তোমার সাধকের ওপর অত্যাচার করে?

বাহুক। সে শক্তি যে কতখানি তা আমি মনেপ্রাণে বুঝতে পেরেছি রাজা! তোমার ছেলের সাপকাটা বিষ নামিয়ে দিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, শঙ্কর ভগবানের সব শক্তি ওই আলোর ঝর্ণা বওয়া মায়ের পায়ে মিশে যায়।

মশাল হাতে উদ্‌ভ্রান্ত কুন্দন আসিল।

কুন্দন। শঙ্কর ভগবানের সব শক্তি যে মায়ের পায়ে মিশে যায়, সেই মায়ের যে কত করুণা তা আমি বুঝেছি, মনেপ্রাণে বুঝেছি।

বাহুক। [মশালের আলোয় দেখিয়া] কে—কে? ওরে, মশালের আলোটা ভাল করে তুলে ধর্। দেখে নিই তুই কুন্দমুয়া কিনা!

কুন্দন। কে—কে, বাপি? বাপি—বাপি—তুই?

বাহুক। কুন্দমুয়া—কুন্দমুয়া—আমার কুন্দন! [উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল]

সুরথ। কুন্দন! তাহলে এই যুবক—

বাহুক। বাহুক চাঁড়ালের ছেলে কুন্দন, যার ডানহাত কেটে দিয়ে তুমি শঙ্কর ভগবানের কোপে পড়েছ রাজা!

কুন্দন। তাতে তোর কুন্দন ভাগ্যবান সেজেছে বাপি। এই দেখ, মায়ের করুণায় আমার ডানহাত আবার হয়েছে। [হাত দেখাইল]

বাহুক। সত্যিই তো! দেখ—দেখ রাজা, আমার ব্যাটা কুন্দনের কত ভাগ্যি!

সুরথ। সত্যি বল যুবক! আমি তোমার ডানহাত কেটে দিয়েছিলুম, কেমন করে আবার ও-হাত হলো?

কুন্দন। মায়েরই করুণায়। মা আমার অঞ্জলিবদ্ধ পূজা নিয়েছেন এই হাতে।

সুরথ। মা! কোন্ মা?

স্বরূপে মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। দেবী দশভূজা অসুরনাশিনী দুর্গা।

সুরথ। এ্যাঁ, দেবাদিদেব মহেশ্বর! [সকলে প্রণত হইল]

মহাদেব। তোমরা সকলেই শিবভক্ত সুরথ! কিন্তু এই চণ্ডাল বাহুক ও পুত্র কুন্দন গর্বহীন ভক্ত, অন্য কোন দেব-দেবীতে অবিশ্বাস নেই। তাই দেবীর করুণা লাভ করেছে। কিন্তু তুমি দাম্ভিক শিব-সাধক, দেবীর অস্তিত্বে ঘৃণা দেখিয়েছিলে, তাই পত্নীসহ দুর্দশাগ্রস্ত, পুত্র সর্পদংশনে মৃত।

সুরথ। এ সবই তো তোমার দেওয়া। আমার মনে যখন শিব-শক্তির বীজ অঙ্কুরিত করেছিলে, কেন তখন গর্বরূপী বিষবৃক্ষের বীজও তার পাশে বপন করে দিয়েছিলে? শিবশক্তি দুই ভিন্নরূপ হলেও, যে যুগ্মপূজায় সাধকের সিদ্ধমার্গ উন্মুক্ত হয়, কেন তা বোঝবার শক্তি আমাকে দাওনি!

মহাদেব। জগতের শিক্ষার জন্যে। তোমাকে দেখে বিশ্ববাসী শিখে নিক্, গর্বহীন নিষ্কাম সাধনাই সাধকের মুক্তিমার্গ লাভের পথ। এখন যাও ঋষি মেধষের আশ্রমে, এই মৃতপুত্র বক্ষে নিয়ে তার শরণাপন্ন

হওগে, সেইখানেই তোমাদের জীবনের চরম সার্থকতা আসবে, দেবীর করুণা পাবে। [সকলের প্রণাম] মহারাজ সুরথ, তোমার প্রথম পুত্র আজও জীবিত, চণ্ডাল বাহুক জানে তার সন্ধান।

[প্রস্থান।

সুরথ। আমার প্রথম পুত্র আজও জীবিত! বল—বল বাহুক, কোথায় আমার হারানো পুত্র?

বাহুক। মহারাজ সুরথ, আপনি একদিন চাঁড়াল ছেলে বলে যাকে ঘেন্না করেছেন, সেই কুন্দনই আপনার হারানো ছেলে।

সুরথ। কুন্দন আমার হারানো ছেলে! তাহলে পূর্ণিমার রাত্রে বারাণসীধামে—

বাহুক। আপনার এই ছেলেকে চুরি করে এনেছিলুম আমার গিন্নীর ছেলের শখ হয়েছিল বলে। এতদিন নিজের ছেলের মত মানুষ করেছি। এইবার আপনার ছেলে আপনি ফিরিয়ে নিন।

কুন্দন। বাপি—বাপি!

বাহুক। না, না রে বাপ, আমি তোর বাপি নই, আজ হতে এই রাজাই তোর বাপ।

[প্রস্থান।

কুন্দন। পিতা! পিতা!

সুরথ ও মালা। কুন্দন! পুত্র আমার!

[কুন্দনকে উভয়ের বক্ষে ধারণান্তে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কোলাপুরের রাজপ্রাসাদ

অধিরথ সহ সুচেৎ সিংহ আসিল।

সুচেৎ। আমার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি আমি পালন করেছি মহারাজ, এইবার আপনার শর্তমত রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ আমাকে দিন।

অধিরথ। হবে—হবে, এত ব্যস্ত কেন সুচেৎ সিংহ? তোমাকে যখন কথা দিয়েছি তখন নিশ্চয় পাবে।

সুচেৎ। আর কবে পাব? আপনার পিতাকে বন্দী করে আর কাকাকে সগোষ্ঠী বিদায় করে তো কোলাপুর-সিংহাসনে বসেছেন। শর্ত-মত বহু পূর্বেই রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ আমাকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না দিয়ে আবার বললেন মদ্র-রাজকন্যাকে খুঁজে ধরে এনে দিতে পারলেই লেখাপড়া করে দেবেন। তাও তো দিয়েছি, এখন আবার ইতস্তত করছেন কেন?

অধিরথ। ইতস্তত করছি মেয়েটা বশীভূত হচ্ছে না বলে।

সুচেৎ। সে দায়িত্ব আমার নয়। উড়ো পাখি ধরে এনে আপনার সোনার খাঁচায় পুরে দিয়েছি, এখন আপনি পোষ মানিয়ে নিন।

অধিরথ। নেব—নেব। দিনকতক যাক, তারপর ঠিক পোষ মানিয়ে নেব।

সুচেৎ। বেশ তো, এখন আমার পাওনা দিয়ে দিন।

অধিরথ। পাওনা তোমার কিছুই নেই। তবে আমি কথা দিয়েছি যখন, তখন কিছু দিতে হবে বৈকি।

সুচেৎ। কিছু দিতে হবে। অর্থাৎ—

অধিরথ। অর্থাৎ তোমার পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু।

সুচেৎ। কথাটা খুলেই বলুন মহারাজ। আমার মনে কি রকম খট্‌কা লাগছে।

অধিরথ। খট্‌কা লাগবার কিছু নেই। তোমার পারিশ্রমিকস্বরূপ হাজার দশেক টাকা—

সুচেৎ। মাত্র হাজার দশেক টাকা! তাহলে আপনার প্রতিশ্রুতি-মত রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ দেবেন না?

অধিরথ। তা কি পারি বন্ধু? রাজ্য কি একটা খেলার পুতুল, যে এক কথায় তার দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাবে? একটা রাজ্য বলে কথা, তার এক-চতুর্থাংশ কি দিতে পারা যায়?

সুচেৎ। পারা যায় না তো কথা দিলেন কেন?

অধিরথ। কথা দিয়েছিলাম যখন, তখন ছিলাম পরমুখাপেক্ষী—কাকার অনুগ্রহপ্রার্থী। আর আজ—

সুচেৎ। হয়েছেন কোলাপুরের রাজা।

অধিরথ। সেইজন্যেই তো রাজ্যের ওপর এত মায়া।

সুচেৎ। [ও মায়া আপনার বুকেই থাক,] আমাকে এখনি রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ লিখে দিতে হবে।

অধিরথ। জোর করে লিখিয়ে নেবে নাকি?

সুচেৎ। দরকার হলে তাও করব।

অধিরথ। তাহলে আর তোমার বাড়তে দেবো না বিদ্রোহী সেনাপতি। এখনি বন্দী করে—

সুচেৎ। বন্দী করবে তুমি আমাকে? শয়তান রাজকুমার! তোমাকে সাহায্য করে আমি দেবতা প্রভুদের যে সর্বনাশ করেছি, তারই

সংশোধনে এখনি চললুম প্রাসাদের বাইরে রাজভক্ত প্রজাদের নিয়ে বিদ্রোহীচক্র গড়ে তুলতে।

অধিরথ। [চিৎকারে] সুচেৎ সিংহ!

সুচেৎ। রক্তচক্ষুর শাসনের নিচে সুচেৎ সিংহ থাকবে না। অপেক্ষা কর শয়তান রাজকুমার, আজই আমার অধীনস্থ সৈন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী প্রজারা এসে রাজধানী অধিকার করে প্রাসাদ অবরোধ করবে, তখন তোমাকে সিংহাসন থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নামিয়ে আমি বন্দী বড় মহারাজকে কারাগার থেকে নিয়ে এসে সেই শূন্য সিংহাসনে বসিযে দেবো। [প্রস্থান।

অধিরথ। এই, কে আছিস প্রাসাদরক্ষায়, সেনাপতি সুচেৎ সিংহের পথরোধ কর—পথরোধ কর। ওঃ! না—না, বড় ভুল হয়ে গেছে ওর অধানস্থ সৈন্যদেব বশীভূত না করে হতাশ করা। এই কে আছিস, পাশের ঘর থেকে বন্দিনী মেয়েটাকে নিয়ে আয়।

জনৈক রক্ষী ধীরাবতীকে টানিয়া আনিল।

ধীরা। ছেড়ে দে—আমার হাত ছেড়ে দে শয়তানের অনুচর। আমি যাব না—যাব না।

অধিরথ। কোথায় যাবে না সুন্দরী? পাহাড়-জঙ্গলে কুঁড়েঘরে, সেই ছোটলোক হাতকাটা চাঁড়ালটার কাছে ফিরে যাবে না?

ধীরা। সে যে আমার জন্ম-জন্মের মাটির স্বর্গ। সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণা তীর্থরেণুর মত পবিত্র।

অধিরথ। এই, যা এখান থেকে। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বলবি সন্ধ্যার পূর্বে দেখা হবে না।

[রক্ষীর প্রস্থান।

ধীরা। আর আমাকে এইভাবে কত নির্যাতন করবে শয়তান? ছেড়ে দাও, আমি আমার স্বামীর কাছে চলে যাই।

অধিরথ। ও তো বাঁধা বুলি। এখন নতুন কথা কিছু বলবে, না এই রকম গোঁ নিয়ে থাকবে?

ধীরা। কি নতুন কথা?

অধিরথ। অধিরথের বাহুপাশে ধরা দিয়ে, তাকে প্রিয়তম বলে ডেকে এই রাজপ্রাসাদে স্বর্গ রচনা কর।

ধীরা। ও আশা করো না রাজপুত্র! ধীরাবতী কুলটা নয়।

অধিরথ। আমিও কি তাই বলছি? কুলটা হলে অধিরথ তোমার জন্যে এত পাগল হতো না। যেদিন মদ্র-রাজপ্রাসাদে ওই স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখেছি, সেদিনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তোমারই মাঝে। [ধরিতে উদ্যত]

ধীরা। সাবধান—সাবধান কামুক লম্পট! আর এগিয়ো না, এখনি সতীনারীর স্পর্শে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অধিরথ। পুড়ে যাব না, তোমাকে বুকে ধরে শীতল হব—এখনি তার পরীক্ষা হয়ে যাবে। এস—এস সুন্দরী, ওই মৃণাল ভুজলতা দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধর। [দুই হাতে ধরিল]

ধীরা। তবে সত্যি সত্যিই কি আমার অমূল্য নারীধর্ম এই পিশাচ কলুষিত করবে? অসহায় সতীর মর্যাদারক্ষা করতে কি আকাশের বজ্র সগর্জনে নেমে এসে এই লম্পটের মাথায় পড়বে না?

নকুল সেন আসিল।

নকুল। আকাশের বজ্র না পড়লেও—তোর দাদার শাণিত তরবারি এই লম্পটের মাথাটা কেটে নিতে এগিয়ে এসেছে বোন!

অধিরথ। সে সুযোগ নেবার পূর্বেই তোমার মাথাটা এইখানে লুটিয়ে পড়ুক। [গুপ্তস্থান হইতে তরবারি বাহির করিয়া আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ]

ধীরা। দাদা—দাদা!

নকুল। ভয় পাসনি দিদি! বিরাট বাহিনী নিয়ে আমি কোলাপুর রাজধানী আক্রমণ করেছি, আমার সহায় সেনাপতি সুচেৎ সিংহ।

অধিরথ। [যুদ্ধ করিতে করিতে] তোমার কাটা মাথা এই যুবতীকে উপহার দিয়ে আমি বিদ্রোহী সুচেৎ সিংহকে পশুর মত বধ করব।

পশ্চাৎ হইতে সুচেৎ আসিয়া অধিরথের পৃষ্ঠদেশে
অস্ত্র ঠেকাইয়া ধরিল।

সুচেৎ। ও কথাটা মুখেই আটকে থাক শয়তান।

ধর্মরথ আসিল।

ধর্মরথ। মহাপাপীকে বধ কর সুচেৎ সিংহ, আমার সামনে এখনি বধ কর। আমি ওর কাটা মাথার সদ্য পড়া রক্তের টীকা পরে সুরথের আগমনের দিন পর্যন্ত কোলাপুরের সিংহাসনে বসব।

নকুল। পেছন থেকে অকস্মাৎ আঘাত দিয়ে বধ করলে বীরধর্ম তোমার কলুষিত হবে সুচেৎ সিংহ। লম্পট রাজকুমারকে বন্দী কর।

[অধিরথের তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহার বক্ষদেশে স্বীয় অস্ত্র ধরিল, সুচেৎ সিংহ সেই অবসরে বন্দী করিল।]

ধর্মরথ। লম্পটের মাথায় পাদুকাঘাত কর মন্ত্ররাজ, পাদুকাঘাত কর।

নকুল। তা আমরা করব না বড় রাজা! আপনার ছেলেকে বন্দী করে আপনার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি, যা বিচার করবার আপনিই করুন।

বালিকাবেশী দেবী দুর্গা আসিল।

দুর্গা। ওগো, তোমরা এখানে বিচার-আচার করছ, আর ঋষি মেধষের আশ্রমে যে ভক্ত রাজা সুরথ বিরাট দুর্গোৎসব করছে।

ধর্মরথ। ঋষি মেধষের আশ্রমে সুরথ দুর্গোৎসব করছে? তুমি কি করে জানলে মা?

দুর্গা। আমি যে দেখে এলুম গো! পূজার কি ঘটা! লক্ষ বলি দিয়ে পূজা হবে।

ধর্মরথ। লক্ষ বলি দিয়ে পূজা?

দুর্গা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। সেই পূজা দেখতে গেছে চাঁড়াল কুন্দন আর তার বাপ।

নকুল। কোন্ কুন্দনের কথা বলছ মা?

দুর্গা। মদ্ররাজের ভগ্নীপতি। দেবীর পূজা দিয়ে সেই কুন্দনের কাটাহাত জোড়া লেগেছে, দু'হাতে সে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছে।

নকুল। মা—মা, একথা কি সত্য?

দুর্গা। সত্যি-মিথ্যে একবার দেখেই এস না ঋষি মেধষের আশ্রমে গিয়ে। দুর্গোৎসব—লক্ষ বলির দুর্গোৎসব। বসন্তের পূজা, তাই মেধষ ঋষি নাম দিয়েছে বাসন্তী অর্চনা। [দ্রুত প্রস্থান।

নকুল। মা—মা! মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকের মত এসে আবার মিলিয়ে গেল!

ধর্মরথ। ও মায়েরই নির্দেশ, মায়েরই নির্দেশ। চল মদ্ররাজ, মেধষ ঋষির আশ্রমে তাই সুরথের বাসন্তী অর্চনা দেখে সকলে ধন্য হইগে।

অখিরথ। শুধু তোমরা নও বাবা, ও বাসন্তী অর্চনা দেখতে আমিও যাব। এতদিন যে মহাপাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের লক্ষ বলির সঙ্গে আমার অন্তরের পশুটাকে বলি দিয়ে মায়ের পায়ে শরণ নেব।

নকুল। [সবিস্ময়ে] রাজপুত্র অখিরথ!

অখিরথ। ওই বালিকাটির আকস্মিক আবির্ভাবে আমার মনের পশুত্বকে আমি অন্তর দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি মন্ত্ররাজ। তাই দ্বিধা-শূন্য চিত্তে তোমার ভগ্নীকে বসিয়ে দিচ্ছি আমার নিজের ভগ্নীর আসনে।

ধীরা। রাজপুত্র!

অখিরথ। না-না, রাজপুত্র নই, ভাই—ভাই। আজ থেকে আমি স্নেহময় ভাই, তুমি আদরের ভগ্নী। চল দেবী মেধস-আশ্রমে, সেইখানে আমি পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তোমাকে তোমার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে আসব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেধষ-আশ্রম

[দশভুজার মৃণ্ময়মূর্তির সম্মুখে ঘটস্থাপনা করা ছিল, পূজার নৈবেদ্যাদি সজ্জিত, মেধষ পূজাসনে বসিয়াছিলেন]

মৃতপুত্রবক্ষে মালাবতী ও স্থরথ, পশ্চাতে কুন্দন আসিল।

কুন্দন। মায়ের মূর্তির দিকে চেয়ে দেখ পিতা, আজ যেন মা জেগে উঠেছে।

মেধষ। বৎস স্থরথ, এইবার লক্ষ বলি সমাপ্ত করে মনোবাসনা পূর্ণ কর।

স্থরথ। আমি তার আয়োজন করেছি মহর্ষি! ওই দেখুন লক্ষ ছাগশিশু বলির জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

মেধষ। তবে যাও মহারাজ, নিজহাতে ওদের বলি দিয়ে মহাষ্টমীর পূজা সমাপ্ত কর।

স্থরথ। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান।

কুন্দন। মা—মা, সত্যি যদি এই ঋষিঠাকুরের পূজায় তুই জেগে থাকিস, তাহলে সেইরকম সোনার রূপ ধরে সামনে নেমে এসে বল্, তুই নিরীহ ছাগলের রক্ত খেয়ে কি শান্তি পাবি?

সকলে। মা—মা! [নেপথ্যে প্রলয় গর্জন]

দ্রুত সুরথ আসিল।

সুরথ। রক্ষা করুন ঋষি, রক্ষা করুন। চারিদিক থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্যত ত্রিশূল আমাকে বধ করতে ছুটে আসছে। বলির পশু যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ, কিন্তু খড়্গ তুলতে পারলুম না। এই মহা-বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

মেধস। মা—মা, একি লীলা তোর লীলাময়ী? লক্ষ ছাগশিশু মানস-পূজায় বলি দেওয়ার জন্যে যূপকাষ্ঠতলে উপস্থিত, এ সময়ে কেন বাদ সাধছিস পাষাণী?

সুরথ। মা—মা! ছাগশিশুর বলি নিয়ে যদি সন্তুষ্ট না হোস, বল্—বল্, কোন্ পশুর বলিতে তোর সন্ধিপূজা সমাপ্ত করব?

দ্রুত অধিরথ আসিল।

অধিরথ। আমাকে বলি দিয়ে আপনি মায়ের সন্ধিপূজা সমাপ্ত করুন কাকা!

সুরথ। একি! অধিরথ?

অধিরথ। পশু—পশু। মায়ের সন্ধিপূজায় উৎসর্গ হবো বলে ছুটে এসেছি। এ যে মায়ের টান। বলি দিন—বলি দিন কাকা, এই পশুটাকে বলি দিন।

ধর্মরথ আসিল।

ধর্মরথ। বলি দে—বলি দে সুরথ, ও পশুকে বলি দিয়ে মায়ের মহাষ্টমীর পূজা সমাপ্ত কর ভাই!

সুরথ। না—না, তা নয়। অন্য বলি নিয়ে মা সন্তুষ্ট হবে না। সুরথের মানসপূজায় সুরথকেই বলির খড়্গতলে মাথা পেতে দিতে হবে।

ধর্মরথ। সুরথ—সুরথ!

কুন্দন। পিতা—পিতা!

অধিরথ। কাকা—কাকা!

মালা। স্বামী—স্বামী!

কুন্দন। মহারাজ—মহারাজ!

সুরথ। বাধা দিয়ো না, কেউ বাধা দিয়ো না। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, মানসপূজার বলি দিতে দাও। মা—মা, নে তবে তোর ইপ্সিত বলি!

[খড়্গদ্বারা নিজ কণ্ঠচ্ছেদ করিতে গেলে সকলে বাধা দেবার চেষ্টা, সহসা চারিদিক আলোকোদ্ভাসিত হইল]

দশভুজা-মূর্তিতে দেবী দুর্গার আবির্ভাব।

দুর্গা। ক্ষান্ত হও পুত্র, বলির রক্ত আমি চাই না।

সকলে। মা—মা!

দুর্গা। পুত্র মেধস! পশুবলি আমার প্রিয়। কিন্তু জীব পশু নয়। মানুষের কামনারূপ পশুত্বের বলি নিয়ে আমি পূজিতা হই। চণ্ডাল কুন্দনের নিষ্কাম পূজা নিয়ে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, এইবার সুরথের আর অধিরথের কামনারূপ পশুত্বের বলি নিয়েছি। আমার সন্ধিক্ষণের সন্ধিপূজা পেয়েছি। পুত্র সুরথ! যাও, সব পরীক্ষার শেষ, তোমার সন্তানও আমার করুণায় পুনর্জীবন লাভ করুক।

মণিরথ। [জীবন প্রাপ্তে] মা—মা, কোথায় তুমি?

মালা। এই যে মাণিক, বুকে আয় বাবা, বুকে আয়—[ক্রোড়ে ধারণ]

[সকলের অজ্ঞাতে দুর্গার অন্তর্ধান।

সকলে। মা—মা! কই মা! কোথায় গেলে মা? আমাদের সাধ অপূর্ণ রেখে কোথায় গেলে মা?

নেপথ্যে দুর্গা। তোমাদের সকলের সাধ পূর্ণ করতে সময়ান্তরে দেখা দেবো পুত্রগণ! এখন সকলে সংসারে ফিরে গিয়ে ধরণীতে আমার এই বসন্তের পূজা প্রচার করগে। আর পুত্র সুরথ! আজকের পূজার ফলস্বরূপ আমার বরে জন্মান্তরে তুমি সাবর্ণি মনু নামে সংসারে আবির্ভূত হয়ে জনগণকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবে।

মেধষ। সাবর্ণি মনু, সাবর্ণি মনু। মহারাজ সুরথ, মায়ের বরে জন্মান্তরে তুমি হবে মনুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি মনু।

ধীরাবতীর হাত ধরিয়া নকুল সেন আসিল।

নকুল। মায়ের বরে কে হবেন সাবর্ণি মনু?

মেধষ। মহারাজ সুরথ।

কুন্দন। একি, ধীরা? তুমি?

ধীরা। স্বামী, প্রভু, দেবতা আমার! [পদতলে পড়িল]

অধিরথ। ওখানে নয়, ওখানে নয়। ওঠ বোন! তোমাকে তোমার স্বামীর পাশে দাঁড় করিয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।

কুন্দন। বুঝেছি কুমার! আর ক্ষমা চাইবার দরকার নেই, তুমি যে আমার ধীরার ভাই হয়েছ।

মেধষ। আজ মেধষ-আশ্রমে বাসন্তী অর্চনায় ফলস্বরূপ মহামিলন সংঘটিত হলো। মহারাজ সুরথ ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করলেন। আজ

থেকে এই ধরণীতে এই পূজার প্রচার হলো। যে গৃহস্থ এই বসন্তের মাঝে মায়ের বাসন্তীমূর্তির অর্চনা করবে, সে সর্ববিষয়ে সুখী হবে, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করবে, অন্তিমে মা মহামায়ার পায়ে স্থান পাবে।

সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে।

[সকলের প্রস্থান।

॥ যবনিকা ॥